প্রত্যয়

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

এক

ভোর। সূর্য পুরোপুরি ওঠেনি এখনও, তবু এই সাত সকালেই প্রচণ্ড গরমের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বোঝা যায় মরুভূমির বুকে শুরু হলো আর একটি খরাতপ্ত দিনের। একটা ক্ষীণ ধুলোর মেঘ উড়ছিল দিকচক্রবাল রেখার কাছে। আস্তে আস্তে বড় হলো সেটা, একসময় পরিণত হলো একজন অশ্বারোহীতে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ধীর মন্থর চালে সে নদীবক্ষে নামল। ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে লাগল লোকটা, পানি খাওয়ার সুযোগ দিল ঘোড়াকে। একটু বাদে আরও তিনজন অশ্বারোহী যোগ দিল ওর সঙ্গে। ওরা মেক্সিকো থেকে রয়েছে তার সাথে, পালাবার পথে সে যেন কোনরকম বিপদে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখছে। লোকটার নির্দেশে ওরা সবাই নামল স্যাডল থেকে, ঝুঁকে বিশীর্ণ নদী থেকে আঁজলাভরে পানি খাওয়ার আগে, মুহূর্তের জন্য পরস্পরের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। একসাথে সবাই পানি খেল না ওরা–অন্তত একজন রিও গ্র্যাণ্ডের আমেরিকান তীরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নজর রাখল মেক্সিকোমুখী ট্রেইলের উপর।

শিকারী সরকারি সেনার কাছে নিজেদের ট্রেইল গোপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি ওরা। বছরের এসময়টাতে তা করাও সম্ভব নয়। আজ একশ সাঁইত্রিশতম দিন, একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি দেশের দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে। বালুময় পাথুরে জমি অনেকদিন পর্যন্ত ওদের ট্রেইল ধরে রাখবে।

বেশিক্ষণ দলবদ্ধভাবে দাঁড়াল না ওরা। ঘোড়ার পানি খাওয়া শেষ হতেই, ক্যান্টিনে ভরে ছিপি এঁটে স্যাডলে চাপল আবার। চারজন লোক, পরনের কাপড় মুখ মাটির রঙ, তেল চকচকে একহারা মেক্সিক্যান ঘোড়ায় বসে, নিচু স্বরে বিদায়শুভেচ্ছা বিনিময় করল। তারপর প্রথম অশ্বারোহী যখন ঘোড়া ঘুরিয়ে কাদাপানি ছিটিয়ে এগোল অপর তীরের দিকে, ওর গমন পথের পানে মলিন মুখে অপলকে তাকিয়ে রইল ওরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরিচিত নির্বান্ধব মাটিতে পৌঁছে শেষবারের মত ওপারে অপেক্ষারত সাথীদের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে, ঘোড়ার মুখ টেক্সাসের সূর্যের দিকে করে রওনা হয়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টা পর সারা রাতের পথচলায় ক্লান্ত বিধ্বস্ত ক্যাপ্টেন মার্টিনেয নদীর পাড়ে ওই চারজনের ট্র্যাক খুঁজে পেল।

'চলে গেছে ও,' মৃদু স্বরে বলল মার্টিনেয। নদীর ওপাশে আমেরিকার দিকে তাকাবার জন্য উঠে দাঁড়াল সে।

এক তরুণ লেফটেন্যান্ট দৌড়ে এল তার কম্যাণ্ডিং অফিসারের পাশে।

'স্যার, তিনটে ঘোড়া–ওখানে! মেক্সিকোয় ফিরে গেছে ট্রেইল!'

'ও নেই ওদের মাঝে,' বলল মার্টিনেয।

'পরে ফিরে এসে থাকতে…'

'না–সাবাডিয়া তা করবে না।'

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দূরে নদীর অপর তীরের দিকে তাকাল তরুণ লেফটেন্যান্ট। বাস্তবিক অর্থে দূরত্ব এমন কিছু নয়, কিন্তু ওর কাঁচা মন ওই সামান্যেরই বেড় খুঁজে পেল না।

'গ্রিংগোরা ওর ব্যবস্থা করবে,' উদ্ধত স্বরে রায় দিল লেফটেন্যান্ট। 'পুরস্কারের অঙ্কটা যখন জানবে।'

'হয়তো, কিন্তু তুমি ওর চেহারা দেখেছ কখনও?'

'কেউ দেখেনি-ওর অনুসারীরা ছাড়া। বিশ্বস্ত দু-একজনই কেবল কাছে যাবার অনুমতি পেয়েছে।'

'গ্রিংগোরা এপর্যন্ত অনেককেই মেরে নিয়ে এসেছে তামাউলিপাসের গ্যারিসনে। কিন্তু আমরা একবারও পেরেছি নিশ্চিতভাবে ওকে সনাক্ত করতে-বল?' মার্টিনেয প্রশ্ন করল।

তরুণ লেফটেন্যান্ট নিরুত্তর।

'শোন, আমি তোমাকে বলছি কী ঘটেছে।' রাগত গলায় শুরু করল মার্টিনেয। 'আমরা আজ পর্যন্ত যত আক্রমণ আর খুন করেছি ওর লোকদের তার সব এক করলেও ওর সাফল্যের সিকিভাগ হবে না।' সারা গায়ের জোর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে একটা নুড়িপাথর ছুঁড়ল ক্যাপ্টেন।

'কিন্তু মেক্সিকোয় ওর ফেরার পথ বন্ধ।'

'ঠিক, হুয়ান কর্টেয আর কোনও দিনই ফিরতে পারবে না মেক্সিকোয়।'

আগাছার ঝোপে কী যেন খুঁজল মার্টিনেয। টান মেরে একটা লিকলিকে লতাগাছ ছিঁড়ল সে, উঁচু করে ধরল লেফটেন্যান্টের চোখের সামনে।

'এটা কী চেন?' বলল মার্টিনেয, 'সাবাডিয়া লতা। হুয়ান কর্টেযের কাছে সবসময় র-হাইডের চাবুক থাকে একটা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই লতা দিয়ে ওরকম চাবুক বানিয়ে খেলা করে। আর এই শেকড়গুলো দেখছ, লেফটেন্যান্ট, ভীষণ তেতো। খোদ জেনারেল ডায়ায একবার হুয়ান কর্টেযের বিপ্লবকে সাবাডিয়া শেকড়ের তিতকুটে স্বাদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।'

লতাগাছটা মাটিতে ফেলে দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেন।

'বাচ্চারা খেলবে, আর ওদের খেলা বিদ্রূপ করবে আমাদের। ঘাসের চাবুক নাচিয়ে চিৎকার করে একটা নামই শুধু জপবে ওরা।'

'সাবাডিয়া?'

'সাবাডিয়া,' প্রতিধ্বনি করল মার্টিনেয।

তরুণ অফিসার নীরব রইল, নতি স্বীকার করেছে মনে মনে।

'ওই লোকটার এখন আর কোন গুরুত্ব নেই,' বলল মার্টিনেয। নদীর অপর তীরের দিকে আর একঝলক তাকিয়ে স্যাডলে চাপল সে। 'হুয়ান কর্টেযের বাঁচামরায় কিস্যু আসে যায় না-যতদিন কচিকাঁচারা ঘাসের চাবুক বানিয়ে খেলবে, মানুষের মনে বেঁচে থাকবে ও।'

'ভাবছি,' পেছন ফিরে আমেরিকার দিকে তাকিয়ে তরুণ ফেলটেন্যান্ট বলল, 'জন্মভূমিতে আর কখনও ফিরতে পারবে না এটা জানলে কেমন লাগে একজন মানুষের?'

'হুয়ান কর্টেয ঠিকই উপলব্ধি করবে এর কষ্ট,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল মার্টিনেয। 'একটা কথা মনে রেখ, লেফটেন্যান্ট: একজন দেশপ্রেমিকের কাছে তার নিজের দেশটাই সবচেয়ে বড়। আমেরিকাতে হুয়ান কর্টেয যে অবস্থাতেই থাকুক, ওর জীবনের সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত বস্তুটাকেই ও পাবে না-নিজের দেশকে।'

'সি। তাই। সাবাডিয়া মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত ভুল রাস্তাই বেছে নিয়েছে।'

'এই সত্যটা কর্টেযের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। এই তোমাকে বলে রাখছি, লেফটেন্যান্ট,' মার্টিনেযের স্বর গাঢ় হলো, 'মুহূর্তের জন্যেও সাবাডিয়া শান্তি পাবে না মনে। ওর শান্তিকে ও পেছনে ফেলে গেছে, আমাদের কাছে-রিও গ্র্যাণ্ডের মেক্সিক্যান পাড়ে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে সদলবলে গ্যারিসনের উদ্দেশে যাত্রা করল মার্টিনেয। যখন সেখানে পৌঁছুল সে, এই প্রাচীন পুণ্যভূমির ওপর অন্ধকার নেমে আসছে।

দুই

দুপুর বারটা থেকে বেলা দুটো-টেক্সাসের দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে এসময়ে দিবানিদ্রা মানুষ ও পশু উভয়ের জন্যই জরুরি। জুলাই-অগাস্টের ভরা গরমে দিনের বেলায় বিনা বিশ্রামে যে লোক পথ চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কপালে নেমে আসে করুণ পরিণতি।

তবু জেড, হর্ট, আর পিস্তলকে যত শিগ্‌গির সম্ভব কোলিতে পৌঁছে পিটম্যানের প্রতীক্ষায় থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পিটম্যান, বার্তায় বলা হয়েছিল, ওখানে পৌঁছে জানাবে কী করতে হবে তাদের। তিনজনের কেউই জানে না কেন পিটম্যানের হঠাৎ করেই ভাড়াটে বন্দুকবাজ প্রয়োজন; বার্তায় সেসম্পর্কে কিছুই উল্লেখ ছিল না।

ওদের মধ্যে একজনকে যথার্থই বন্দুকবাজ বলা যায়। ওর নাম পিস্তল, ল্যাসকো এবং টলোভার এলাকায় এব্যাপারে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছে সে। জেড আর হর্ট ভবঘুরে, মাস কয়েক আগে পিস্তলের সঙ্গে ওদের পরিচয়, আগ্নেয়াস্ত্রে পিস্তলের হাত দেখে সেই থেকে জোঁকের মত লেগে আছে ওর সাথে। ওরাও গোলাগুলিতে বেশ পটু, কিন্তু ভাড়াটে বন্দুকবাজ হতে চাইলে যেরকম ঠাণ্ডা স্নায়ু আর বিকারশূন্যতার প্রয়োজন, দুজনের মধ্যেই তার অভাব রয়েছে।

তাড়া থাকায় পিস্তল ঠিক করেছে দিবানিদ্রায় অযথা সময় অপচয় করবে না। নিজেকে ছাড়া জগৎসংসারে আর কারো প্রতি এতটুকু দয়ামায়া নেই পিস্তলের, তাই ওর হঠকারী সিদ্ধান্তে যে একটা অবলা জীবের প্রাণসংশয় ঘটতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি ও।

পিস্তলের নেতৃত্বে ওরা একটা টিলার মাথায় উঠছিল হঠাৎ ও রাশ টেনে একটা হাত উঁচু করল। নিমেষে থমকে দাঁড়াল জেড আর হর্ট।

'কী ব্যাপার, পিস্তল?'

'হুয়ান কর্টেয ঠিকই উপলব্ধি করবে এর কষ্ট,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল মার্টিনেয। 'একটা কথা মনে রেখ, লেফটেন্যান্ট: একজন দেশপ্রেমিকের কাছে তার নিজের দেশটাই সবচেয়ে বড়। আমেরিকাতে হুয়ান কর্টেয যে অবস্থাতেই থাকুক, ওর জীবনের সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত বস্তুটাকেই ও পাবে না—নিজের দেশকে।'

'সি। তাই। সাবাডিয়া মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত ভুল রাস্তাই বেছে নিয়েছে।'

'এই সত্যটা কর্টেযের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। এই তোমাকে বলে রাখছি, লেফটেন্যান্ট,' মার্টিনেযের স্বর গাঢ় হলো, 'মুহূর্তের জন্যেও সাবাডিয়া শান্তি পাবে না মনে। ওর শান্তিকে ও পেছনে ফেলে গেছে, আমাদের কাছে—রিও গ্র্যাণ্ডের মেক্সিক্যান পাড়ে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে সদলবলে গ্যারিসনের উদ্দেশে যাত্রা করল মার্টিনেয। যখন সেখানে পৌঁছুল সে, এই প্রাচীন পুণ্যভূমির ওপর অন্ধকার নেমে আসছে।

দুই

দুপুর বারটা থেকে বেলা দুটো—টেক্সাসের দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে এসময়ে দিবানিদ্রা মানুষ ও পশু উভয়ের জন্যই জরুরি। জুলাই-অগাস্টের ভরা গরমে দিনের বেলায় বিনা বিশ্রামে যে লোক পথ চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কপালে নেমে আসে করুণ পরিণতি।

তবু জেড, হর্ট, আর পিস্তলকে যত শিগগির সম্ভব কোলিতে পৌঁছে পিটম্যানের প্রতীক্ষায় থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পিটম্যান, বার্তায় বলা হয়েছিল, ওখানে পৌঁছে জানাবে কী করতে হবে তাদের। তিনজনের কেউই জানে না কেন পিটম্যানের হঠাৎ করেই ভাড়াটে বন্দুকবাজ প্রয়োজন; বার্তায় সেসম্পর্কে কিছুই উল্লেখ ছিল না।

ওদের মধ্যে একজনকে যথার্থই বন্দুকবাজ বলা যায়। ওর নাম পিস্তল, ল্যাসকো এবং টলোভার এলাকায় এব্যাপারে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছে সে। জেড আর হর্ট ভবঘুরে, মাস কয়েক আগে পিস্তলের সঙ্গে ওদের পরিচয়, আগ্নেয়াস্ত্রে পিস্তলের হাত দেখে সেই থেকে জোঁকের মত লেগে আছে ওর সাথে। ওরাও গোলাগুলিতে বেশ পটু, কিন্তু ভাড়াটে বন্দুকবাজ হতে চাইলে যেরকম ঠাণ্ডা স্নায়ু আর বিকারশূন্যতার প্রয়োজন, দুজনের মধ্যেই তার অভাব রয়েছে।

তাড়া থাকায় পিস্তল ঠিক করেছে দিবানিদ্রায় অযথা সময় অপচয় করবে না। নিজেকে ছাড়া জগৎসংসারে আর কারো প্রতি এতটুকু দয়ামায়া নেই পিস্তলের, তাই ওর হঠকারী সিদ্ধান্তে যে একটা অবলা জীবের প্রাণসংশয় ঘটতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি ও।

পিস্তলের নেতৃত্বে ওরা একটা টিলার মাথায় উঠছিল হঠাৎ ও রাশ টেনে একটা হাত উঁচু করল। নিমেষে থমকে দাঁড়াল জেড আর হর্ট।

'কী ব্যাপার, পিস্তল?'

'একটা কিছু আছে সামনে,' পিস্তল জবাব দিল।

'কী?'

'বুঝতে পারিনি এখনও,' পিস্তল জানাল।

তিনজনের মধ্যে জেডের দৃষ্টিশক্তি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, পিস্তলকে পাশ কাটিয়ে ঘোড়া নিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গেল সে। মরু সমতলে তখন উদ্বাহু নৃত্য করছে তাপ তরঙ্গ, এখানে সেখানে ঢেউ খেলান লাল বালিয়াড়ি আর জংলা ঝোপ। চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল জেড।

'কী?' জানতে চাইল পিস্তল।

জিভ দিয়ে চুকচুক করে ঠোঁট চাটল জেড। প্রশ্নটা এড়িয়ে হর্টের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। 'তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল।

হর্টের চোখ দুটো উজ্জ্বল। চোখ কোঁচকাল সে। হাতের পিঠ দিয়ে ভুরু মুছল, টুপিটা মাথার পেছনে সামান্য ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রেকাবের উপর। 'মানুষ—একজন,' কিছুক্ষণ পর বলল সে।

'একা?' পিস্তল কৌতূহলী।

'আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে; জেড, তোমার?' হর্ট বলল।

'পিটম্যান আউটফিটের কেউ হতে পারে,' স্বভাবসিদ্ধ সাদামাঠা গলায় জবাব দিল জেড।

হর্ট মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ। পিটম্যান কোলিতে আসবে পুব থেকে। এ ব্যাটা নিছক ভবঘুরে, ওই ওকগাছটার নিচে বসে ঘুম যাচ্ছে।'

'ওই যে ওর ঘোড়া!' হাত তুলে দেখাল পিস্তল, কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। একযোগে তাকাল ওরা, এবং তেল চকচকে স্ট্যালিয়নটা একসঙ্গেই চোখে পড়ল সবার।

অভিজ্ঞ চোখে উঁচু জাতের পশুটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না কারো। পলকে লোভ জেগে উঠল ওদের চোখে, প্রত্যেকের মনেই এক চিন্তা। কিন্তু জেড আর হর্ট পিস্তলের মুখ খোলার অপেক্ষায় রইল।

'ওই জানোয়ারটা আমার চাই,' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলল পিস্তল। 'আমি সামনে দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা পেছন থেকে গিয়ে কাবু করবে শালাকে।'

পিস্তলকে টিলার মাথায় রেখে, ওকগাছের ছায়ায় বিশ্রামরত লোকটার ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাতে দুপাশে ছড়িয়ে পড়ল জেড আর হর্ট, এগোল সন্তর্পণে।

হাঁটুর গুঁতোয় নিজের ঘোড়াকে আগে বাড়াল পিস্তল, নেমে এল সমতলে। সোজা ওকগাছটার দিকে না গিয়ে, দু-তিনশ ফুট দূর দিয়ে ঘুরে এগোল। নিজের অভিজ্ঞতা এবং কুটবুদ্ধি থেকে ও জানে কখনও ঘুমন্ত লোকের দিকে সরাসরি এগোতে নেই, তাকে যেন ভাল করে দেখতে পায় সেজন্য শিকারকে যথেষ্ট সময় দেয়া উচিত।

অবশেষে গাছটার দিকে একসময় রওনা হলো সে, মাথাটা নুয়ে রেখেছে বুকের কাছে যেন সূর্যের কবল থেকে বাঁচবার প্রয়াস পাচ্ছে, কিন্তু টুপির কারনিসের নিচ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে লোকটার প্রকৃত অবস্থানটা কোথায়।

পণ্ডশ্রম। চোখ ধাঁধান বালিয়াড়ির সঙ্গে গাছতলার অন্ধকারের পার্থক্য এত যে কিছুই নজরে পড়ল না তার। সোজা ছায়ায় ঢুকে রাশ টানল পিস্তল, আলোর হেরফেরে মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ পেছনে পায়ের চাপে গাছের ডাল

'একটা কিছু আছে সামনে,' পিস্তল জবাব দিল।
'কী?'
'বুঝতে পারিনি এখনও,' পিস্তল জানাল।
তিনজনের মধ্যে জেডের দৃষ্টিশক্তি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, পিস্তলকে পাশ কাটিয়ে ঘোড়া নিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গেল সে। মরু সমতলে তখন উদ্বাহু নৃত্য করছে তাপ তরঙ্গ, এখানে সেখানে ঢেউ খেলানো লাল বালিয়াড়ি আর জংলা ঝোপ। চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল জেড।
'কী?' জানতে চাইল পিস্তল।
জিভ দিয়ে চুকচুক করে ঠোঁট চাটল জেড। প্রশ্নটা এড়িয়ে হর্টের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। 'তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল।
হর্টের চোখ দুটো উজ্জ্বল। চোখ কোঁচকাল সে। হাতের পিঠ দিয়ে ভুরু মুছল, টুপিটা মাথার পেছনে সামান্য ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রেকাবের উপর। 'মানুষ-একজন,' কিছুক্ষণ পর বলল সে।
'একা?' পিস্তল কৌতূহলী।
'আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে; জেড, তোমার?' হর্ট বলল।
'পিটম্যান আউটফিটের কেউ হতে পারে,' স্বভাবসিদ্ধ সাদামাঠা গলায় জবাব দিল জেড।
হর্ট মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ। পিটম্যান কোলিতে আসবে পুব থেকে। এ ব্যাটা নিছক ভবঘুরে, ওই ওকগাছটার নিচে বসে ঘুম যাচ্ছে।'
'ওই যে ওর ঘোড়া!' হাত তুলে দেখাল পিস্তল, কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। একযোগে তাকাল ওরা, এবং তেল চকচকে স্ট্যালিয়নটা একসঙ্গেই চোখে পড়ল সবার।
অভিজ্ঞ চোখে উঁচু জাতের পশুটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না কারো। পলকে লোভ জেগে উঠল ওদের চোখে, প্রত্যেকের মনেই এক চিন্তা। কিন্তু জেড আর হর্ট পিস্তলের মুখ খোলার অপেক্ষায় রইল।
'ওই জানোয়ারটা আমার চাই,' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলল পিস্তল। 'আমি সামনে দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা পেছন থেকে গিয়ে কাবু করবে শালাকে।'
পিস্তলকে টিলার মাথায় রেখে, ওকগাছের ছায়ায় বিশ্রামরত লোকটার ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাতে দুপাশে ছড়িয়ে পড়ল জেড আর হর্ট, এগোল সন্তর্পণে।
হাঁটুর গুঁতোয় নিজের ঘোড়াকে আগে বাড়াল পিস্তল, নেমে এল সমতলে। সোজা ওকগাছটার দিকে না গিয়ে, দু-তিনশ ফুট দূর দিয়ে ঘুরে এগোল। নিজের অভিজ্ঞতা এবং কুটবুদ্ধি থেকে ও জানে কখনও ঘুমন্ত লোকের দিকে সরাসরি এগোতে নেই, তাকে যেন ভাল করে দেখতে পায় সেজন্য শিকারকে যথেষ্ট সময় দেয়া উচিত।
অবশেষে গাছটার দিকে একসময় রওনা হলো সে, মাথাটা নুয়ে রেখেছে বুকের কাছে যেন সূর্যের কবল থেকে বাঁচবার প্রয়াস পাচ্ছে, কিন্তু টুপির কারনিসের নিচ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে লোকটার প্রকৃত অবস্থানটা কোথায়।
পণ্ডশ্রম। চোখ ধাঁধান বালিয়াড়ির সঙ্গে গাছতলার অন্ধকারের পার্থক্য এত যে কিছুই নজরে পড়ল না তার। সোজা ছায়ায় ঢুকে রাশ টানল পিস্তল, আলোর হেরফেরে মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ পেছনে পায়ের চাপে গাছের ডাল

ভাঙার শব্দ পেল ও, পরক্ষণে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভের হ্যামার টানবার ভারি আওয়াজ।
'কেউ আছে এখানে?' বিস্মিত হবার ভান করল পিস্তল, পাঁই করে ঘুরল কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। 'জানতাম না। আমার কোন কুমতলব নেই-দয়া করে গুলি কর না।'
'নাম।' কঠোর গলা, তবে শয়তানি নেই। ওর বাঁ দিক থেকে আসছে আওয়াজটা।
'খোদার কসম, ভীষণ গরম বাইরে,' বলল পিস্তল। ধীরে সুস্থে নামল স্যাডল থেকে, ঘুরে মুখোমুখি হলো লোকটার।
'হাউডি,' খোশামুদে গলায় বলল পিস্তল।
'এটা আমার বিশ্রামের জায়গা,' বলল লোকটা। 'তোমাকে চলে যেতে হবে।'
চকিতে ক্রোধে পিস্তলের চোখের তারায় রক্ত জমা হলো। কিন্তু নড়াচড়া করল না সে। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নজরে পড়েছে ওর। লোকটার হাতে একটা চমৎকার রিভলভার রয়েছে, অমন অস্ত্র সে আগে কখনও দেখেনি। ল্যাসকোতে বিলি ডিক্সকে খুন করে যেটা হাতিয়েছিল তার চাইতেও সুন্দর। লোকটার ধরবার কায়দাটিও তাৎপর্যপূর্ণ। ওর অভিজ্ঞ চোখ একজন বন্দুকবাজকে চিনতে ভুল করল না। লম্বা, চাবুকের মত ছিমছাম মেদহীন শরীর, গায়ের রঙ শ্যামলা, গভীর কাল চোখ, তাতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তাকালে মনে হয় যেন খুলির ভেতর পর্যন্ত সবকিছু দেখে নিচ্ছে। পিস্তলেরো-বন্দুকবাজ!
'আমার ঘোড়াটাকে একটু আরাম দিতে চাইছিলাম,' বলল পিস্তল। এই রোদের মধ্যে খাটালে নির্ঘাত মারা পড়বে বেচারা, আমাকে হেঁটে যেতে হবে কোলিতে। কাছের পথ না, আরও দেড়দিনের রাস্তা। পরশু ল্যাসকো থেকে রওনা হয়েছি-সামান্য পানি ছাড়া এপর্যন্ত আর কিছুই খায়নি ও।'
ধৈর্য ধরল পিস্তল। কিছুই বলছে না লোকটা। নড়াচড়ার লক্ষণও নেই ওর মাঝে।
'আমাকে একটু থাকতে দিলে উপকৃত হতাম,' পিস্তলের কণ্ঠে মিনতি।
তবু একচুল নড়ল না লোকটা। কিন্তু ওর চোখ দুটো পিস্তলের আপাদমস্তক জরিপ করল।
'কই, কিছু বল?'
'বস-ওখানে,' বলল লোকটা।
'ধন্যবাদ,' স্বস্তি ফুটল পিস্তলের গলায়। টুপি খুলে জিন খসাতে উদ্যত হলো সে।
'কিন্তু তার আগে তোমার বন্দুকগুলো ফেলে দাও,' বলল লোকটা।
ছিটকে সোজা হলো পিস্তল, কটমট করে তাকাল, ধীরে ধীরে কোমর থেকে খুলল গানবেল্ট, ফেলে দিল মাটিতে।
'এবার কারবাইন,' বলল লোকটা।
অক্ষরে অক্ষরে হুকুম তামিল করল পিস্তল।
'খুশি?' পিস্তল বিরক্ত। 'এভাবে কেউ অতিথির সাথে-'

ভাঙার শব্দ পেল ও, পরক্ষণে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভের হ্যামার টানবার ভারি আওয়াজ।

'কেউ আছে এখানে?' বিস্মিত হবার ভান করল পিস্তল, পাঁই করে ঘুরল কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। 'জানতাম না। আমার কোন কুমতলব নেই–দয়া করে গুলি কর না।'

'নাম।' কঠোর গলা, তবে শয়তানি নেই। ওর বাঁ দিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

'খোদার কসম, ভীষণ গরম বাইরে,' বলল পিস্তল। ধীরে সুস্থে নামল স্যাডল থেকে, ঘুরে মুখোমুখি হলো লোকটার।

'হাউডি,' খোশামুদে গলায় বলল পিস্তল।

'এটা আমার বিশ্রামের জায়গা,' বলল লোকটা। 'তোমাকে চলে যেতে হবে।'

চকিতে ক্রোধে পিস্তলের চোখের তারায় রক্ত জমা হলো। কিন্তু নড়াচড়া করল না সে। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নজরে পড়েছে ওর। লোকটার হাতে একটা চমৎকার রিভলভার রয়েছে, অমন অস্ত্র সে আগে কখনও দেখেনি। ল্যাসকোতে বিলি ডিক্সকে খুন করে যেটা হাতিয়েছিল তার চাইতেও সুন্দর। লোকটার ধরবার কায়দাটিও তাৎপর্যপূর্ণ। ওর অভিজ্ঞ চোখ একজন বন্দুকবাজকে চিনতে ভুল করল না। লম্বা, চাবুকের মত ছিমছাম মেদহীন শরীর, গায়ের রঙ শ্যামলা, গভীর কাল চোখ, তাতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তাকালে মনে হয় যেন খুলির ভেতর পর্যন্ত সবকিছু দেখে নিচ্ছে। পিস্তলেরো–বন্দুকবাজ!

'আমার ঘোড়াটাকে একটু আরাম দিতে চাইছিলাম,' বলল পিস্তল। এই রোদের মধ্যে খাটালে নির্ঘাত মারা পড়বে বেচারা, আমাকে হেঁটে যেতে হবে কোলিতে। কাছের পথ না, আরও দেড়দিনের রাস্তা। পরশু ল্যাসকো থেকে রওনা হয়েছি–সামান্য পানি ছাড়া এপর্যন্ত আর কিছুই খায়নি ও।'

ধৈর্য ধরল পিস্তল। কিছুই বলছে না লোকটা। নড়াচড়ার লক্ষণও নেই ওর মাঝে।

'আমাকে একটু থাকতে দিলে উপকৃত হতাম,' পিস্তলের কণ্ঠে মিনতি।

তবু একচুল নড়ল না লোকটা। কিন্তু ওর চোখ দুটো পিস্তলের আপাদমস্তক জরিপ করল।

'কই, কিছু বল?'

'বস–ওখানে,' বলল লোকটা।

'ধন্যবাদ,' স্বস্তি ফুটল পিস্তলের গলায়। টুপি খুলে জিন খসাতে উদ্যত হলো সে।

'কিন্তু তার আগে তোমার বন্দুকগুলো ফেলে দাও,' বলল লোকটা।

ছিটকে সোজা হলো পিস্তল, কটমট করে তাকাল, ধীরে ধীরে কোমর থেকে খুলল গানবেল্ট, ফেলে দিল মাটিতে।

'এবার কারবাইন,' বলল লোকটা।

অক্ষরে অক্ষরে হুকুম তামিল করল পিস্তল।

'খুশি?' পিস্তল বিরক্ত। 'এভাবে কেউ অতিথির সাথে–'

'কথা বলবে না,' আদেশ করল লোকটা।

'আগে জানলে–' প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল পিস্তল।

'রাস্তা খোলা আছে–ইচ্ছে হলে চলে যেতে পার,' লোকটা অনমনীয়।

'আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা। এমন ভাব করছ যেন জায়গার মালিক তুমি!'

'তাই–আপাতত,' বলল লোকটা।

জিন খসাবার পর ঘোড়াটা যখন ঘেসো জমিতে মুখ ডোবাল, ক্যান্টিন থেকে একঢোক পানি খেল পিস্তল। শ্যামবর্ণ একহারা লোকটাকেও খেতে আমন্ত্রণ জানাল সে।

'আমার পানি আছে,' চাঁছাছোলা জবাব এল।

মাটিতে জাঁকিয়ে বসল পিস্তল। চোখ বুজল। শান্ত অথচ সতর্ক শিকারী বেড়ালের মত আত্মবিশ্বাস ওর, নিশ্চিত তার শিকার ফাঁদে পড়বে। তবু আক্রমণের আগ মুহূর্তে শিকারী বেড়াল যেমন সংশয়ভরে লেজ নাড়ে, তেমনি একটা চোখ খুলে লোকটাকে মাপল পিস্তল। মেক্সিক্যান! অথচ পোশাকআশাক বাকস্কিনের, টুপিটাও মেক্সিক্যানরা যেরকম ব্যবহার করে সেরকম চওড়া কারনিসের সমব্রেরো নয়–কিন্তু বেল্টের রুপোর বাকল, বুটজোড়ার কারুকাজ আর ও যে স্যাডলে বসে আছে সবই নির্ভেজাল মেক্সিকোর জিনিস। স্ট্যালিয়নটাও তারিফের যোগ্য। সবকিছুতে উন্নত রুচির পরিচয় মেলে।

নড়ে উঠল পিস্তল, প্রতিপক্ষের প্রতিক্রিয়া বোঝার উদ্দেশ্যে একটা পা আর একটার ওপর তুলে দিল। যা জানতে চেয়েছিল ওতেই জানা হয়ে গেল। লোকটা নিজে নড়াচড়া করল না বটে, কিন্তু তার রিভলভার নড়ল। পিস্তলের বুক বরাবর স্থির হলো ওটা।

হ্যাট টেনে নিজের মুখখানা আর একটু ঢাকল পিস্তল। এখানে পৌঁছুতে জেড আর হর্টের যত সময়ই লাগুক অসুবিধে নেই। যতক্ষণ সে এই গণ্ডির ভেতরে আছে তার ওপর নজর রাখতে বাধ্য হবে মেক্সিক্যান। পেছন থেকে ওকে কাবু করবে জেড। শাইয়েনদের মতই ভয়ঙ্কর ধূর্ত ওই জেড।

তবে অপেক্ষার অবসরে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে একটু মাথা ঘামাল পিস্তল। ওর হাবভাব নিঃসন্দেহে একজন পিস্তলেরোর মতই, কিন্তু ইংরেজি বলনে বিন্দুমাত্র আঞ্চলিক টান নেই কোথাও। একজন স্কুলে পড়া আমেরিকানের যেমন হয়, পিস্তলের কানে লোকটার কথাবার্তা সেইরকম মার্জিত ঠেকেছে।

একটা ঘণ্টা কাটল। শ্লথ দুঃসহ গরমপূর্ণ একটা ঘণ্টা। নিশ্চয়ই ওর ওপর চড়াও হবার আগে সবদিক ভেবেচিন্তে এগোচ্ছে ওরা, ভাবল পিস্তল।

চোখটা ফাঁক হলো আবার।

চকিতে দেখতে পেল ও ঘাসের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে জেড। একচোখেই ওর তৎপরতা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল সে। বালুতে সাপের মত বুক পেট ঘষটে ওকগাছের নিচে দাঁড়ান লোকটার পেছন থেকে মরূদ্যানের দিকে আসছে জেড। একটা ইস্পাতের ছুরি দাঁতে চেপে ধরে আছে ও। ক্ষণিকের জন্য ঝিক করে উঠল ওটার ফলা। কল্পনায় ছুরিটার কার্যক্ষমতা অনুভব করল পিস্তল। জেডের ভাবভঙ্গি বিষধর সাপের মতই ধীর স্থির অথচ নিশ্চিত।

'কথা বলবে না,' আদেশ করল লোকটা।
'আগে জানলে–' প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল পিস্তল।
'রাস্তা খোলা আছে–ইচ্ছে হলে চলে যেতে পার,' লোকটা অনমনীয়।
'আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা। এমন ভাব করছ যেন জায়গার মালিক তুমি!'
'তাই–আপাতত,' বলল লোকটা।
জিন খসাবার পর ঘোড়াটা যখন ঘেসো জমিতে মুখ ডোবাল, ক্যান্টিন থেকে একঢোক পানি খেল পিস্তল। শ্যামবর্ণ একহারা লোকটাকেও খেতে আমন্ত্রণ জানাল সে।
'আমার পানি আছে,' চাঁছাছোলা জবাব এল।
মাটিতে জাঁকিয়ে বসল পিস্তল। চোখ বুজল। শান্ত অথচ সতর্ক শিকারী বেড়ালের মত আত্মবিশ্বাস ওর, নিশ্চিত তার শিকার ফাঁদে পড়বে। তবু আক্রমণের আগ মুহূর্তে শিকারী বেড়াল যেমন সংশয়ভরে লেজ নাড়ে, তেমনি একটা চোখ খুলে লোকটাকে মাপল পিস্তল। মেক্সিক্যান! অথচ পোশাকআশাক বাকস্কিনের, টুপিটাও মেক্সিক্যানরা যেরকম ব্যবহার করে সেরকম চওড়া কারনিসের সমব্রেরো নয়–কিন্তু বেল্টের রুপোর বাকল, বুটজোড়ার কারুকাজ আর ও যে স্যাডলে বসে আছে সবই নির্ভেজাল মেক্সিকোর জিনিস। স্ট্যালিয়নটাও তারিফের যোগ্য। সবকিছুতে উন্নত রুচির পরিচয় মেলে।
নড়ে উঠল পিস্তল, প্রতিপক্ষের প্রতিক্রিয়া বোঝার উদ্দেশ্যে একটা পা আর একটার ওপর তুলে দিল। যা জানতে চেয়েছিল ওতেই জানা হয়ে গেল। লোকটা নিজে নড়াচড়া করল না বটে, কিন্তু তার রিভলভার নড়ল। পিস্তলের বুক বরাবর স্থির হলো ওটা।
হ্যাট টেনে নিজের মুখখানা আর একটু ঢাকল পিস্তল। এখানে পৌঁছুতে জেড আর হর্টের যত সময়ই লাগুক অসুবিধে নেই। যতক্ষণ সে এই গণ্ডির ভেতরে আছে তার ওপর নজর রাখতে বাধ্য হবে মেক্সিক্যান। পেছন থেকে ওকে কাবু করবে জেড। শাইয়েনদের মতই ভয়ঙ্কর ধূর্ত ওই জেড।
তবে অপেক্ষার অবসরে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে একটু মাথা ঘামাল পিস্তল। ওর হাবভাব নিঃসন্দেহে একজন পিস্তলেরোর মতই, কিন্তু ইংরেজি বলনে বিন্দুমাত্র আঞ্চলিক টান নেই কোথাও। একজন স্কুলে পড়া আমেরিকানের যেমন হয়, পিস্তলের কানে লোকটার কথাবার্তা সেইরকম মার্জিত ঠেকেছে।
একটা ঘণ্টা কাটল। শ্লথ দুঃসহ গরমপূর্ণ একটা ঘণ্টা। নিশ্চয়ই ওর ওপর চড়াও হবার আগে সবদিক ভেবেচিন্তে এগোচ্ছে ওরা, ভাবল পিস্তল।
চোখটা ফাঁক হলো আবার।
চকিতে দেখতে পেল ও ঘাসের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে জেড। একচোখেই ওর তৎপরতা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল সে। বালুতে সাপের মত বুক পেট ঘষটে ওকগাছের নিচে দাঁড়ান লোকটার পেছন থেকে মরূদ্যানের দিকে আসছে জেড। একটা ইস্পাতের ছুরি দাঁতে চেপে ধরে আছে ও। ক্ষণিকের জন্য ঝিক করে উঠল ওটার ফলা। কল্পনায় ছুরিটার কার্যক্ষমতা অনুভব করল পিস্তল। জেডের ভাবভঙ্গি বিষধর সাপের মতই ধীর স্থির অথচ নিশ্চিত।

এখন প্রায় লোকটার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে জেড। পিস্তলের মগজে ঢুকল না কেন আঘাত হানছে না সে। তারপর ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল সে, বুঝল ডাইভার্সন হিসেবে অন্যদিক থেকে আসছে হর্ট।
জেড উঠে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্য করল পিস্তল, ছুরিটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে অথচ ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে আসছে দ্রুত। আর এককদম, তার পরেই ওটা আমূল ঢুকে যাবে লোকটার পিঠে।
খুরের আওয়াজে চঞ্চল হয়ে উঠল মেক্সিক্যান, দাঁড়াল সোজা হয়ে, তারপর আচমকা, পিস্তল কিছু করে উঠবার আগেই, ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। জেডের ছুরি ধরা হাতটা শূন্যে বাতাস কাটল নিষ্ফলভাবে। ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেক্সিক্যানটার গায়ের ওপর।
চোখের নিমেষে ডাইভ দিয়ে নিজের একটা রিভলভার তুলে নিল পিস্তল। দুরন্ত বেগে হর্ট ঢুকল মরূদ্যানে। পিস্তল ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল একবার। মাটিতে কুস্তি লড়ছিল জেড আর মেক্সিক্যান, গুলির শব্দে দুজনেই থমকে গেল।
'হাতিয়ার ফেলে দাও; মেক্স,' ওর কাছে হেঁটে গিয়ে বলল পিস্তল। তারপর, হর্ট আর জেডকে উদ্দেশ করে খিকখিক করে হাসল ও। বলল, 'এই শালা নেড়ি কুত্তাটা কি বলছিল, জান? এই জায়গাটা নাকি ওর কেনা।'
লোকটা প্রতিবাদ করল না কোন।
'বেশ বেশ, এখন এটা আমার!' হাতের পিঠ দিয়ে ওর গালে চড় মারল পিস্তল, পড়ে গেল লোকটা। চুপচাপ শুয়ে রইল মাটিতে।
'ওঠ!' হুকুম করল পিস্তল।
লোকটা উঠে দাঁড়াল।
'জেড! হর্ট! ভাল করে দেখ–খাঁটি মেক্সিক্যান পিস্তলেরো। ওর রিভলভারটা দেখেছ। স্যাডল! কম করেও হাজার ডলার দাম হবে ওগুলোর। বুট, ঘোড়া সবই বলে দিচ্ছে এ লোক একজন বন্দুকবাজ,' হাসল পিস্তল। 'অবশ্য একজন মেক্সিক্যানকে যদি তোমরা মানুষ বল।'
আবার ওকে চড় কষাল পিস্তল। ফের ধূলিশয্যা নিল লোকটা। হর্ট আর জেড হাসল দাঁত কেলিয়ে, সিক্স-শূটার ধরে রেখেছে স্থির নিশানায়।
'ওঠ!'
উঠল লোকটা।
ফের ওকে মারল পিস্তল, এবার মুগুরের মত ডানহাতি ঘুসিটা মেক্সিক্যানের পেটে আঘাত হানল। পাঁচ আঙুলের শক্ত গিঁটের বাড়িতে দুপ্ করে শব্দ হলো একটা।
'চল,' সঙ্গীদের বলল পিস্তল। 'স্ট্যালিয়নটার পিঠে জিন চাপাও। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।'
'একটু বসে গেলে–'
আগুন ঝরাল পিস্তলের চোখ। 'তোমাকে যেতে হবে না,' হর্টকে বলল সে।
'এমন করছ কেন, পিস্তল–' মিনমিন করে উঠল হর্ট।
'আমি কিছুই করছি না। স্রেফ চলে যাচ্ছি।'
ঝুঁকে রুপোর গিল্টি করা কারবাইন আর সিক্স-শূটারটা কুড়িয়ে নিল পিস্তল।

ওগুলোকে পরখ করবার ফাঁকে জেডের উদ্দেশে মুখ খুলল ও।

'দেখ তো, ওর স্যাডলব্যাগে কী আছে।'

পা চালাল জেড, পিস্তলকে অহেতুক খেপিয়ে তুলবার ইচ্ছে নেই ওর। মাটিতে হাঁটু গেড়ে স্যাডলব্যাগ দুটো ঘাঁটাঘাঁটি করল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এল ধীর পায়ে।

'নাই কিছু। কয়েকটা কার্তুজ, একজোড়া প্যান্ট, শার্ট আর এই চাবুকটা।'

হাতের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর ওপর থেকে একটিবারও চোখ ফেরাল না পিস্তল। প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে নেড়েচেড়ে।

'কসম, কী জিনিস! বাপ জন্মে দেখিনি!'

'আমরা তৈরি, পিস্তল,' লাগামে ধরে স্ট্যালিয়নটাকে টেনে আনতে আনতে জানাল হর্ট। 'তোমার ঘোড়ার কী হবে? রেখে যাবে ওর জন্য?' হাতের ইশারায় মেক্সিক্যানকে দেখাল ও। লোকটা তখন প্রাথমিক ধকল কাটিয়ে উঠেছে, নির্লিপ্ত চেহারায় বসে রয়েছে মাটিতে।

'মেরে ফেল,' বলল পিস্তল। 'না–দাঁড়াও এক মিনিট। দেখ!'

লাগাতার গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হলো আকাশ বাতাস। পিস্তল দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তার নতুন সিক্স-শূটারখানার কর্মক্ষমতা পরখ করল অবলা জীবটার ওপর। গুলির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল ঘোড়ার নিষ্প্রাণ দেহ।

'আউ! দেখলে, হর্ট?' জেড মাথা ঝাঁকাল। 'মাটিতে পড়ার আগেই ওর খুলি ফুটো করেছে পাঁচবার। জব্বর শুটিং, পিস্তল!'

খুশি খুশি চেহারায় ফুঁ দিয়ে রিভলভারের মাযল থেকে পোড়া বারুদ সাফ করল পিস্তল। মাটিতে বসে থাকা লোকটার দিকে একপলক তাকিয়ে ফের গুলি ভরতে শুরু করল।

'মেক্স, তুমি বলেছিলে এটা তোমার জায়গা,' বলল পিস্তল। 'তাই থাক। যত খুশি ভোগ কর। তবে তোমার জিনিস আমি নিয়ে যাচ্ছি। পানি, ঘোড়া, বন্দুক, স্যাডল–সব। তুমি জায়গা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। আমার বিশ্বাস বদলাবদলিটা অন্যায় কিছু হচ্ছে না।'

জেড আর হর্টের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল, হাসির দমকে মুখ ঢাকল হাতের আড়ালে।

'এখান থেকে কোলি যাট মাইল, শুধুই বালু,' বলল পিস্তল। 'পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে হলে একটু কষ্টই করতে হবে তোমাকে।'

'তোমার সঙ্গে ওখানে দেখা হবে আমার,' শান্ত কণ্ঠে বলল লোকটা।

'কথা দিচ্ছি,' পিস্তলের গলায় বিদ্রূপ, 'তোমার জিনিস ফেরত নিতে হলে কোলিতে আসতে হবে তোমাকে–আমি অপেক্ষা করব।'

'ফেরত চাই।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি আসছ তুমি?'

'দেখা হবে ওখানে।' ভাবলেশহীন চেহারায় বলল লোকটা, এতটুকু বদলাল না ওর গলার স্বর। এমনভাবে বলল কথাগুলো যেন অনেকদিনের চেনা কোন বন্ধুর সাথে

আলাপ করছে। 'আসব আমি।'

পিস্তলের মুখের হাসি মুছে গেল। 'শোন, মেক্স, ফের যদি কখনও আমার আশপাশে দেখি, খুন করব তোমাকে। বুঝেছ? তোমার বন্দুক দিয়েই খুন করব তোমাকে, ছ্যাঁদা করে দেব কপাল–ঠিক দুই চোখের মাঝখানে।'

লোকটা দাঁড়িয়ে রইল। নীরব।

স্ট্যালিয়নের মুখ ঘুরিয়ে, ওকে হাঁটিয়ে ঢাউস আকৃতির ক্যান্টিনটার কাছে গেল পিস্তল, ঝুঁকে তুলে নিল ওটা, তারপর আর একটিবারও পেছনে না তাকিয়ে মরূদ্যান ছেড়ে রৌদ্রকরোজ্জ্বল মরুভূমিতে নামল। জেড আর হর্ট তাদের ঘোড়া ছোটাল ওর পেছন পেছন। ওকগাছের ছায়াতলে মেক্সিক্যান লোকটাকে ফেলে রেখে গেল একলা।

ঘোড়সওয়ার তিনজন দৃষ্টিসীমার আড়াল হবার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল হুয়ান কর্টেযের শরীরে। দুই লাফে তার মালপত্রের কাছে পৌঁছে গেল সে। জামাকাপড় মাটি থেকে কুড়িয়ে ভরল স্যাডলব্যাগে, চামড়ার চাবুকখানা তুলে নিয়ে ওটার কাঁটাঅলা লূপটা বাধল নিজের বাম কবজিতে।

বার দুয়েক হেঁচকা টান মেরে চাবুকটা সমান করল সে, একটু থেমে রওনা হলো তিন ঘোড়সওয়ারকে ধাওয়া করতে। কাপড়ের ছোট্ট পুঁটুলিটা ডান বগলের তলায়, বাঁ হাতে চাবুক, তালুতে কুণ্ডলী পাকান চার ফুট বেলবটম চামড়া, ইস্পাতের এক ইঞ্চি ক্ষুরধার ফলাটা বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে আলতোভাবে ধরা।

ধীরে কিন্তু একনাগাড়ে হাঁটতে লাগল সে। মাঝে মধ্যে থেমে কোথাও বসে জিরোচ্ছে দু-এক মিনিট, তার পরে ফের চলা। তিনটে ঘোড়ার ট্রেইল তার সামনে দিয়ে হারিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমার ওপাশে।

র‍্যাটল সাপটাকে ও যখন দেখতে পেল তখন বেলা ডুবুডুবু। লম্বা পেটমোটা একটা সাপ, চ্যাপটা মাথাখানা তুলে ফণা ধরে আছে। ইস্পাতের ফলাটা বেরিয়ে গেল কর্টেযের দু-আঙুলের ফাঁক থেকে, চার ফুট চাবুকের কুণ্ডলীটা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

মাত্র একবারই আঘাত হানল সে। বাতাসে শিস কেটে নিঃশব্দ আজরাইলের মত ছুটে গেল ইস্পাতের ফলা, ছোবল মারল হীরক আকৃতি মাথার পেছনে।

কবন্ধ সাপটার দিকে আর ফিরেও তাকাল না কর্টেয, টানটান শরীরে ঋজু ভঙ্গিতে পা ফেলে এগোল সামনের দিকে।

তিন

কোলির শেরিফের দুনিয়াটা নিতান্তই সোজা সরল–জটিলতার ছিটেফোঁটাও নেই সেখানে। টেক্সাসের এই ধূলিমলিন রুক্ষ শহরটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বহুকাল আগেই নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে সে, পরিস্থিতিসাপেক্ষে তারই কিছু রদবদল করে নেয় সময়ে সময়ে। একজন সৎ শেরিফ হিসেবে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক আছে যারা সবাই নিপাট ভালমানুষ, এবং কিছু লোক একেবারেই মন্দ। আর এই দুই প্রান্তের

আলাপ করছে। 'আসব আমি।'

পিস্তলের মুখের হাসি মুছে গেল। 'শোন, মেক্স, ফের যদি কখনও আমার আশপাশে দেখি, খুন করব তোমাকে। বুঝেছ? তোমার বন্দুক দিয়েই খুন করব তোমাকে, ছ্যাঁদা করে দেব কপাল–ঠিক দুই চোখের মাঝখানে।'

লোকটা দাঁড়িয়ে রইল। নীরব।

স্ট্যালিয়নের মুখ ঘুরিয়ে, ওকে হাঁটিয়ে ঢাউস আকৃতির ক্যান্টিনটার কাছে গেল পিস্তল, ঝুঁকে তুলে নিল ওটা, তারপর আর একটিবারও পেছনে না তাকিয়ে মরূদ্যান ছেড়ে রৌদ্রকরোজ্জ্বল মরুভূমিতে নামল। জেড আর হর্ট তাদের ঘোড়া ছোটাল ওর পেছন পেছন। ওকগাছের ছায়াতলে মেক্সিক্যান লোকটাকে ফেলে রেখে গেল একলা।

ঘোড়সওয়ার তিনজন দৃষ্টিসীমার আড়াল হবার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল হুয়ান কর্টেযের শরীরে। দুই লাফে তার মালপত্রের কাছে পৌঁছে গেল সে। জামাকাপড় মাটি থেকে কুড়িয়ে ভরল স্যাডলব্যাগে, চামড়ার চাবুকখানা তুলে নিয়ে ওটার কাঁটাঅলা লুপটা বাঁধল নিজের বাম কবজিতে।

বার দুয়েক হেঁচকা টান মেরে চাবুকটা সমান করল সে, একটু থেমে রওনা হলো তিন ঘোড়সওয়ারকে ধাওয়া করতে। কাপড়ের ছোট্ট পুঁটুলিটা ডান বগলের তলায়, বাঁ হাতে চাবুক, তালুতে কুণ্ডলী পাকান চার ফুট বেলবটম চামড়া, ইস্পাতের এক ইঞ্চি ক্ষুরধার ফলাটা বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে আলতোভাবে ধরা।

ধীরে কিন্তু একনাগাড়ে হাঁটতে লাগল সে। মাঝে মধ্যে থেমে কোথাও বসে জিরোচ্ছে দু-এক মিনিট, তার পরে ফের চলা। তিনটে ঘোড়ার ট্রেইল তার সামনে দিয়ে হারিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমার ওপাশে।

র‍্যাটল সাপটাকে ও যখন দেখতে পেল তখন বেলা ডুবুডুবু। লম্বা পেটমোটা একটা সাপ, চ্যাপটা মাথাখানা তুলে ফণা ধরে আছে। ইস্পাতের ফলাটা বেরিয়ে গেল কর্টেযের দু-আঙুলের ফাঁক থেকে, চার ফুট চাবুকের কুণ্ডলীটা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

মাত্র একবারই আঘাত হানল সে। বাতাসে শিস কেটে নিঃশব্দ আজরাইলের মত ছুটে গেল ইস্পাতের ফলা, ছোবল মারল হীরক আকৃতি মাথার পেছনে।

কবন্ধ সাপটার দিকে আর ফিরেও তাকাল না কর্টেয, টানটান শরীরে ঋজু ভঙ্গিতে পা ফেলে এগোল সার্মনের দিকে।

তিন

কোলির শেরিফের দুনিয়াটা নিতান্তই সোজা সরল–জটিলতার ছিটেফোঁটাও নেই সেখানে। টেক্সাসের এই ধূলিমলিন রুক্ষ শহরটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বহুকাল আগেই নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে সে, পরিস্থিতিসাপেক্ষে তারই কিছু রদবদল করে নেয় সময়ে সময়ে। একজন সৎ শেরিফ হিসেবে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক আছে যারা সবাই নিপাট ভালমানুষ, এবং কিছু লোক একেবারেই মন্দ। আর এই দুই প্রান্তের

মাঝামাঝি রয়েছে ভালয় মন্দয় মেশান মানুষ–এদের কারো মধ্যে ভালর পরিমাণ বেশি, কারো মধ্যে মন্দের।

একুশ বছরের চাকরি জীবনে শেরিফ জো টম্পসন চোর, ডাকাত, খুনে-বদমাশ, নারী ধর্ষণকারী, বেশ্যার দালাল, জুয়াড়ি, মাতাল–নানা ধরনের লোক দেখেছে। এদের শায়েস্তা করতে গিয়ে বহু বিনিদ্র রাত কেটেছে তার।

এখন, এই মধ্যবয়সে, অপরাধ জগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম লোকদের পাল্লায় পড়তে চলেছে জো টম্পসন। এরা আত্মরক্ষার মুখোশে নরহত্যাকে একটা শিল্পে পরিণত করেছে। দুনিয়ার সব জায়গায় এদের একটাই পরিচয়–ভাড়াটে বন্দুকবাজ।

'আরও তিনজন এসেছে, হ্যাপ। পিটম্যান তলব পাঠাবার পর থেকে এই নিয়ে ছজন হলো,' কারাপ্রাচীরের সুরক্ষিত গরাদের ওপাশ থেকে বলল টম্পসন। 'ওই ছোকরার নামই বোধহয় পিস্তল–ল্যাসকোয় থাকে।'

হ্যাপের বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও কঞ্চির মত মজবুত, ভাঙবে তবু মচকাবে না। জানালায় এসে বাইরে উঁকি মারল সে। 'হ্যাঁ,' বলল। ওর হাতে নাস্তার এঁটো থালাবাসনসমেত ট্রে, টম্পসন আর লুকাস পিটম্যানের জন্য এনেছিল। 'ও-ই। যদিও এর আগে ওকে একবারই দেখেছি, তবে চিনতে ভুল হয়নি। বাকি দুজনের নাম জানি না।'

টম্পসন অফিসের দরজাটা সামান্য ফাঁক করতে হ্যাপ আস্তে করে বেরিয়ে গেল। দরজায় হুড়কো লাগিয়ে ফের জানালায় গিয়ে বসল শেরিফ। একদৃষ্টে জরিপ করতে লাগল পিস্তল জেড আর হর্টকে। দেখল নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে স্যালুনে ঢুকে গেল ওরা।

কোলির শেরিফ, জো টম্পসনের পথে যারাই আসে প্রয়োজনবোধে সকলের প্রতি মমতা সহানুভূতি দেখাতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু অবস্থাভেদে, এবং প্রায়ই তাই ঘটে, কঠোর জেদী স্পর্শকাতর পুলিস অফিসার হতেও পিছপা হয় না টম্পসন।

জো টম্পসনের জীবনে কোন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ কখনোই আসেনি। পিটম্যানের মত এক বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক হবার স্বপ্ন সে দেখেনি কোনদিন, নিজের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে। ধরাবাঁধা ছকমাফিক জীবন যাপন করে টম্পসন, এতেই তার আনন্দ। আর ভালবাসে নিজের শহরের ভালর জন্য অকাতরে পরিশ্রম করতে। যেসব লোক উচ্চাভিলাষী, বড় বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে তাদেরকে সে শ্রদ্ধা করলেও, এই উচ্চাভিলাষী মনোভাবটিকে ও বুঝে উঠতে পারে না ঠিকমত। নিজের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ঝঞ্ঝাটে পালন করতে পারলেই জো টম্পসন খুশি–এর বেশি কিছু চায় না। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ওর যা ধারণা তার অতিরিক্ত কিছু করবার চেষ্টাও সে করে না কখনও।

তবু, ড্যান্স-হলের নর্তকী, ক্ল্যারা ক্যযিকে হত্যার দায়ে পিটম্যানের ছেলে লুকাসকে ও যখন গ্রেফতার করে তখনই টম্পসন ভেতরে ভেতরে টের পেয়েছিল, যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজই এবার এক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তার দিকে। জো টম্পসন এই বসন্তে উনচল্লিশে পা দিয়েছে। কঠিন উত্তেজনাপূর্ণ জীবন যাপন করতে গিয়ে এ বয়সেই পাক ধরেছে ওর চুলে। তবে দেহের বাঁধন অটুট। সিংহের বুকের মত চওড়া ছাতি। বিরাট হাত দুটোয় অসম্ভব শক্তি, অনায়াসে পিটিয়ে

মাঝামাঝি রয়েছে ভালয় মন্দয় মেশান মানুষ–এদের কারো মধ্যে ভালর পরিমাণ বেশি, কারো মধ্যে মন্দের।

একুশ বছরের চাকরি জীবনে শেরিফ জো টম্পসন চোর, ডাকাত, খুনে-বদমাশ, নারী ধর্ষণকারী, বেশ্যার দালাল, জুয়াড়ি, মাতাল–নানা ধরনের লোক দেখেছে। এদের শায়েস্তা করতে গিয়ে বহু বিনিদ্র রাত কেটেছে তার।

এখন, এই মধ্যবয়সে, অপরাধ জগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম লোকদের পাল্লায় পড়তে চলেছে জো টম্পসন। এরা আত্মরক্ষার মুখোশে নরহত্যাকে একটা শিল্পে পরিণত করেছে। দুনিয়ার সব জায়গায় এদের একটাই পরিচয়–ভাড়াটে বন্দুকবাজ।

'আরও তিনজন এসেছে, হ্যাপ। পিটম্যান তলব পাঠাবার পর থেকে এই নিয়ে ছজন হলো,' কারাপ্রাচীরের সুরক্ষিত গরাদের ওপাশ থেকে বলল টম্পসন। 'ওই ছোকরার নামই বোধহয় পিস্তল–ল্যাসকোয় থাকে।'

হ্যাপের বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও কঞ্চির মত মজবুত, ভাঙবে তবু মচকাবে না। জানালায় এসে বাইরে উঁকি মারল সে। 'হ্যাঁ,' বলল। ওর হাতে নাস্তার এঁটো থালাবাসনসমেত ট্রে, টম্পসন আর লুকাস পিটম্যানের জন্য এনেছিল। 'ও-ই। যদিও এর আগে ওকে একবারই দেখেছি, তবে চিনতে ভুল হয়নি। বাকি দুজনের নাম জানি না।'

টম্পসন অফিসের দরজাটা সামান্য ফাঁক করতে হ্যাপ আস্তে করে বেরিয়ে গেল। দরজায় হুড়কো লাগিয়ে ফের জানালায় গিয়ে বসল শেরিফ। একদৃষ্টে জরিপ করতে লাগল পিস্তল জেড আর হর্টকে। দেখল নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে স্যালুনে ঢুকে গেল ওরা।

কোলির শেরিফ, জো টম্পসনের পথে যারাই আসে প্রয়োজনবোধে সকলের প্রতি মমতা সহানুভূতি দেখাতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু অবস্থাভেদে, এবং প্রায়ই তাই ঘটে, কঠোর জেদী স্পর্শকাতর পুলিস অফিসার হতেও পিছপা হয় না টম্পসন।

জো টম্পসনের জীবনে কোন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ কখনোই আসেনি। পিটম্যানের মত এক বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক হবার স্বপ্ন সে দেখেনি কোনদিন, নিজের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে। ধরাবাঁধা ছকমাফিক জীবন যাপন করে টম্পসন, এতেই তার আনন্দ। আর ভালবাসে নিজের শহরের ভালর জন্য অকাতরে পরিশ্রম করতে। যেসব লোক উচ্চাভিলাষী, বড় বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে তাদেরকে সে শ্রদ্ধা করলেও, এই উচ্চাভিলাষী মনোভাবটিকে ও বুঝে উঠতে পারে না ঠিকমত। নিজের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ঝঞ্ঝাটে পালন করতে পারলেই জো টম্পসন খুশি–এর বেশি কিছু চায় না। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ওর যা ধারণা তার অতিরিক্ত কিছু করবার চেষ্টাও সে করে না কখনও।

তবু, ড্যান্স-হলের নর্তকী, ক্ল্যারা ক্যাথিকে হত্যার দায়ে পিটম্যানের ছেলে লুকাসকে ও যখন গ্রেফতার করে তখনই টম্পসন ভেতরে ভেতরে টের পেয়েছিল, যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজই এবার এক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তার দিকে। জো টম্পসন এই বসন্তে উনচল্লিশে পা দিয়েছে। কঠিন উত্তেজনাপূর্ণ জীবন যাপন করতে গিয়ে এ বয়সেই পাক ধরেছে ওর চুলে। তবে দেহের বাঁধন অটুট। সিংহের বুকের মত চওড়া ছাতি। বিরাট হাত দুটোয় অসম্ভব শক্তি, অনায়াসে পিটিয়ে

ছাতু করে ফেলতে পারে একজন জোয়ান লোককে। মনোবলও দারুণ। কিন্তু সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে সে। একটা সূক্ষ্ম চুলের ওপর রয়েছে ও, সামান্যতম এদিক ওদিকে এতকালের তিলে তিলে সঞ্চিত মান-সম্মান-সম্ভ্রম সব নিমেষে ধুলোয় মিশে যাবে–প্রাণহানি ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রত্যেকের জীবনেই এরকম সংকটময় মুহূর্ত আসে, তার জীবনেও এসেছে–কিন্তু অনেক দেরিতে। কথাটা মনে হতেই নিজের ওপর রাগ হলো ওর, মুখটা বিস্বাদ ঠেকল। মাত্র সেদিন সন্ধ্যায়ই সে ভাবছিল ঢের জনসেবা হয়েছে, এবার বিয়ে-থা করে সংসার পাতবে। তবু, আগে হোক বা পরে, সংকট এসেছে–এবং তার স্বরূপ চিনতেও ভুল হয়নি তার।

তিক্ত মনে নিজের অবস্থানটা খুঁটিয়ে বিচার করল জো টম্পসন। ইচ্ছে করলেই সমস্ত যশ সম্মানের মোহ ত্যাগ করে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে সে–অথবা যদি এর শেষ দেখতে চায় সেটাও তার এক্তিয়ারের মধ্যেই রয়েছে।

গোটা ব্যাপারটাই ঘটে গেছে আচমকা, আগাম আভাস ছাড়াই।

লুকাস পিটম্যান এক ঠোঁটকাটা বেশ্যাকে গুলি করে খুন করেছে। স্যাল পিটম্যানের ওপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটাকে কাজে লাগাতে চাইছে কোলির জনগণ। পিটম্যানের ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার ওপর তাদের যে বিদ্বেষ এই সুযোগে তার যদি কিছুটাও লাঘব হয় নিজেদেরকে ওরা ভাগ্যবান বলে মনে করবে।

স্যল পিটম্যান হুমকি দিয়েছে তার ছেলের গায়ে কেউ যদি ফুলের টোকাটিও দেয় তাকে আস্ত রাখবে না সে। যদি ফাঁসিতে ঝোলাবার চেষ্টা করা হয়–গোটা শহরটাকেই ছারখার করে দেবে।

একজন খাঁটি মানুষ বলতে যা বোঝায়, জো টম্পসন তাই–জীবনভর একটা স্থির লক্ষ্যাভিসারী। ঝড়ের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তার সামনে কী কী পথ খোলা আছে আর একবার ভাবল সে।

হতাশ হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দিল ও। হয় এসপার নয় ওসপার। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, নয়তো চলে যাও লেজ গুটিয়ে।

নিজের চেয়ার ছাড়ল টম্পসন, হাতের শটগানটা সশব্দে নামিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর, মাথার ওপরে দুহাত তুলে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়। তাড়াতাড়ি মনস্থির করতে হবে ওকে।

'অ্যাই, শেরুফ!' ইস্পাতের ছোট্ট খাঁচা থেকে ভেসে এল লুকাস পিটম্যানের গলা। 'অ্যাই, শালা শেরুফ! শুনে যাও!'

চোখ বুজল টম্পসন। সেলে ঢুকে লুকাস পিটম্যানকে ধোলাই করবার প্রচণ্ড তাগিদটা সংবরণ করল অতিকষ্টে। আজ পর্যন্ত কোন কয়েদির গায়ে হাত তোলেনি সে, হঠাৎ করে এখন সেটা শুরু করতে চায় না।

তারপর সহসাই, সবিস্ময়ে, জো টম্পসন উপলব্ধি করল তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। কয়েদিকে সেল থেকে বের করে পেটাবার ইচ্ছেটা দমন করতে গিয়ে ওর ভেতরটা দারুণভাবে নাড়া খেয়েছিল। ফলে শেরিফ টম্পসন যখন আড়মোড়া ভেঙে তার বুটের ইস্পাতমোড়া তিন ইঞ্চি উঁচু গোড়ালির ওপর নেমে এল তখন সে

ছাতু করে ফেলতে পারে একজন জোয়ান লোককে। মনোবলও দারুণ। কিন্তু সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে সে। একটা সূক্ষ্ম চুলের ওপর রয়েছে ও, সামান্যতম এদিক ওদিকে এতকালের তিলে তিলে সঞ্চিত মান-সম্মান-সম্ভ্রম সব নিমেষে ধুলোয় মিশে যাবে-প্রাণহানি ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রত্যেকের জীবনেই এরকম সংকটময় মুহূর্ত আসে, তার জীবনেও এসেছে-কিন্তু অনেক দেরিতে। কথাটা মনে হতেই নিজের ওপর রাগ হলো ওর, মুখটা বিস্বাদ ঠেকল। মাত্র সেদিন সন্ধ্যায়ই সে ভাবছিল ঢের জনসেবা হয়েছে, এবার বিয়ে-থা করে সংসার পাতবে। তবু, আগে হোক বা পরে, সংকট এসেছে-এবং তার স্বরূপ চিনতেও ভুল হয়নি তার।

তিক্ত মনে নিজের অবস্থানটা খুঁটিয়ে বিচার করল জো টম্পসন। ইচ্ছে করলেই সমস্ত যশ সম্মানের মোহ ত্যাগ করে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে সে-অথবা যদি এর শেষ দেখতে চায় সেটাও তার এক্তিয়ারের মধ্যেই রয়েছে।

গোটা ব্যাপারটাই ঘটে গেছে আচমকা, আগাম আভাস ছাড়াই।

লুকাস পিটম্যান এক ঠোঁটকাটা বেশ্যাকে গুলি করে খুন করেছে। স্যল পিটম্যানের ওপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটাকে কাজে লাগাতে চাইছে কোলির জনগণ। পিটম্যানের ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার ওপর তাদের যে বিদ্বেষ এই সুযোগে তার যদি কিছুটাও লাঘব হয় নিজেদেরকে ওরা ভাগ্যবান বলে মনে করবে।

স্যল পিটম্যান হুমকি দিয়েছে তার ছেলের গায়ে কেউ যদি ফুলের টোকাটিও দেয় তাকে আস্ত রাখবে না সে। যদি ফাঁসিতে ঝোলাবার চেষ্টা করা হয়-গোটা শহরটাকেই ছারখার করে দেবে।

একজন খাঁটি মানুষ বলতে যা বোঝায়, জো টম্পসন তাই-জীবনভর একটা স্থির লক্ষ্যাভিসারী। ঝড়ের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তার সামনে কী কী পথ খোলা আছে আর একবার ভাবল সে।

হতাশ হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দিল ও। হয় এসপার নয় ওসপার। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, নয়তো চলে যাও লেজ গুটিয়ে।

নিজের চেয়ার ছাড়ল টম্পসন, হাতের শটগানটা সশব্দে নামিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর, মাথার ওপরে দুহাত তুলে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়। তাড়াতাড়ি মনস্থির করতে হবে ওকে।

'অ্যাই, শেরুফ!' ইস্পাতের ছোট্ট খাঁচা থেকে ভেসে এল লুকাস পিটম্যানের গলা। 'অ্যাই, শালা শেরুফ! শুনে যাও!'

চোখ বুজল টম্পসন। সেলে ঢুকে লুকাস পিটম্যানকে ধোলাই করবার প্রচণ্ড তাগিদটা সংবরণ করল অতিকষ্টে। আজ পর্যন্ত কোন কয়েদির গায়ে হাত তোলেনি সে, হঠাৎ করে এখন সেটা শুরু করতে চায় না।

তারপর সহসাই, সবিস্ময়ে, জো টম্পসন উপলব্ধি করল তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। কয়েদিকে সেল থেকে বের করে পেটাবার ইচ্ছেটা দমন করতে গিয়ে ওর ভেতরটা দারুণভাবে নাড়া খেয়েছিল। ফলে শেরিফ টম্পসন যখন আড়মোড়া ভেঙে তার বুটের ইস্পাতমোড়া তিন ইঞ্চি উঁচু গোড়ালির ওপর নেমে এল তখন সে

পুরোপুরি এক নতুন মানুষ: দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অচঞ্চল।

'অ্যাই, শেরুফ! শালা! আরও খাবার দাও!' জঘন্য ভাষায় আবার গালিগালাজ করল লুকাস। শান্ত পায়ে ওর সেলের দরজায় গিয়ে হাজির হলো শেরিফ।

'বাছা,' ভরাট গলায় বলল ও, 'নাস্তা খেয়েছ তুমি, ডিনারের আগে আর কিছু পাবে না।'

'আ-আমি ক্ষুধার্ত!'

'চুপচাপ বসে থাক, ল্যুক,' বলল টম্পসন। 'ডিনারের আগে কিস্যু পাবে না, বেহুদা চেঁচামেচি কর না।'

তেড়ে এল লুকাস, চেপে ধরল দরজার পুরু গরাদগুলো। হিমশীতল ইস্পাতের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। বাবা আসুক, তখন বুঝবে মজাটা-এখনও সময় আছে, নিজের ভাল চাও তো আমি যা চাই দাও।'

নিজেকে সংযত করল টম্পসন। 'বাছা,' কেটে কেটে বলল ও, 'তুমি কয়েদি, আমি জেইলর। জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমি নাচার। আমাদের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই, তবু ফের যদি আমাকে গাল দাও-তুলোধুনো করব তোমাকে।'

কাটা জানালাটা লাগিয়ে দিল জো টম্পসন। এক মুহূর্ত দাঁড়াল সে, লুকাস পিটম্যানের গাল শোনবার অপেক্ষায় রইল। কিন্তু কারাপ্রকোষ্ঠের ভেতর থেকে কোন শব্দই বেরোল না।

আপনমনে হাসল টম্পসন। এই একুশ বছরের পুলিসী জীবনে খুব কম কয়েদিই ওরকম ছোট্ট কারা প্রকোষ্ঠের ভেতরে তার সঙ্গে হাতাহাতি করবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। যে দু-একজন সাহসী হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র একজনই জয়ী হতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত। ঘটনাটা মনে পড়তে জো টম্পসনের হাসি চওড়া হয়ে আকর্ণ বিস্তৃত হলো। একবার এক রোগা ঢ্যাঙা পাদ্রি বাইবেলের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্য তার তাঁবুতে আগুন ধরাতে উদ্যত হয়। এতে জীবনসংশয় দেখা দেয় উপস্থিত ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানদের। তখন পাদ্রির মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য কয়েদ করা হয় ওকে। সারা রাত লোকটা ধর্মকথা শোনায় টম্পসনকে, বাইবেলের শ্লোক আউড়ে ওকে অভিযুক্ত করতে থাকে। শেষমেশ টম্পসন বিরক্ত হয়ে সেলে ঢুকে লড়তে আহ্বান জানায় লোকটাকে।

সাদরে রাজি হয়ে যায় পাদ্রি। প্রায় মিনিট বিশেক ছোট্ট সেলের চারদেয়ালের মধ্যে হাতাহাতি করে ওরা এবং একপর্যায়ে জো টম্পসনকে ধরাশায়ী করে পাদ্রি। জ্ঞান ফিরে পেয়ে জো দেখতে পায় দুহাতে মুখ ঠেকে নতজানু হয়ে পাদ্রি আপন কৃতকর্মের জন্য খোদার কাছে মাফ চাইছে।

দরজার দিকে একটা কান খাড়া করল জো। না, লুকাস পিটম্যানের বেয়াদপির শখ মিটে গেছে।

শটগানটা তুলে জানালার পাশে নিজের জায়গায় ফিরে গেল ও, অপেক্ষা করতে লাগল। সার্কিট জাজ আসতে আরও দুদিন বাকি। বিচারক এলে শুরু হবে মামলা। এ দুদিনে বহুকিছুই ঘটে যেতে পারে।

ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীসহ শহরে এসে ছেলেকে জেলখানা থেকে বের করবার চেষ্টা করতে পারে পিটম্যান। শহরবাসীরা আচমকা আক্রমণ করে লুকাসকে ফাঁসিতে

পুরোপুরি এক নতুন মানুষঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অচঞ্চল।

'অ্যাই, শেরুফ! শালা! আরও খাবার দাও!' জঘন্য ভাষায় আবার গালিগালাজ করল লুকাস। শান্ত পায়ে ওর সেলের দরজায় গিয়ে হাজির হলো শেরিফ।

'বাছা,' ভরাট গলায় বলল ও, 'নাস্তা খেয়েছ তুমি, ডিনারের আগে আর কিছু পাবে না।'

'আ-আমি ক্ষুধার্ত!'

'চুপচাপ বসে থাক, ল্যুক,' বলল টম্পসন। 'ডিনারের আগে কিস্যু পাবে না, বেহুদা চেঁচামেচি কর না।'

তেড়ে এল লুকাস, চেপে ধরল দরজার পুরু গরাদগুলো। হিমশীতল ইস্পাতের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। বাবা আসুক, তখন বুঝবে মজাটা-এখনও সময় আছে, নিজের ভাল চাও তো আমি যা চাই দাও।'

নিজেকে সংযত করল টম্পসন। 'বাছা,' কেটে কেটে বলল ও, 'তুমি কয়েদি, আমি জেইলর। জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমি নাচার। আমাদের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই, তবু ফের যদি আমাকে গাল দাও-তুলোধুনো করব তোমাকে।'

কাটা জানালাটা লাগিয়ে দিল জো টম্পসন। এক মুহূর্ত দাঁড়াল সে, লুকাস পিটম্যানের গাল শোনবার অপেক্ষায় রইল। কিন্তু কারাপ্রকোষ্ঠের ভেতর থেকে কোন শব্দই বেরোল না।

আপনমনে হাসল টম্পসন। এই একুশ বছরের পুলিসী জীবনে খুব কম কয়েদিই ওরকম ছোট্ট কারা প্রকোষ্ঠের ভেতরে তার সঙ্গে হাতাহাতি করবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। যে দু-একজন সাহসী হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র একজনই জয়ী হতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত। ঘটনাটা মনে পড়তে জো টম্পসনের হাসি চওড়া হয়ে আকর্ণ বিস্তৃত হলো। একবার এক রোগা ঢ্যাঙ্গা পাদ্রি বাইবেলের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্য তার তাঁবুতে আগুন ধরাতে উদ্যত হয়। এতে জীবনসংশয় দেখা দেয় উপস্থিত ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানদের। তখন পাদ্রির মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য কয়েদ করা হয় ওকে। সারা রাত লোকটা ধর্মকথা শোনায় টম্পসনকে, বাইবেলের শ্লোক আউড়ে ওকে অভিযুক্ত করতে থাকে। শেষমেশ টম্পসন বিরক্ত হয়ে সেলে ঢুকে লড়তে আহ্বান জানায় লোকটাকে।

সাদরে রাজি হয়ে যায় পাদ্রি। প্রায় মিনিট বিশেক ছোট্ট সেলের চারদেয়ালের মধ্যে হাতাহাতি করে ওরা এবং একপর্যায়ে জো টম্পসনকে ধরাশায়ী করে পাদ্রি। জ্ঞান ফিরে পেয়ে জো দেখতে পায় দুহাতে মুখ ঠেকে নতজানু হয়ে পাদ্রি আপন কৃতকর্মের জন্য খোদার কাছে মাফ চাইছে।

দরজার দিকে একটা কান খাড়া করল জো। না, লুকাস পিটম্যানের বেয়াদপির শখ মিটে গেছে।

শটগানটা তুলে জানালার পাশে নিজের জায়গায় ফিরে গেল ও, অপেক্ষা করতে লাগল। সার্কিট জাজ আসতে আরও দুদিন বাকি। বিচারক এলে শুরু হবে মামলা। এ দুদিনে বহুকিছুই ঘটে যেতে পারে।

ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীসহ শহরে এসে ছেলেকে জেলখানা থেকে বের করবার চেষ্টা করতে পারে পিটম্যান। শহরবাসীরা আচমকা আক্রমণ করে লুকাসকে ফাঁসিতে

চড়াবার পাঁয়তারা করাও অসম্ভব না। হ্যাপের মুখে নিয়মিত শহরের হাল হকিকত জানতে পাচ্ছে টম্পসন। জেলের ভেতরে ওদের খাবার দিয়ে যাবার সময় অনেক খবরই যোগান দেয় হ্যাপ। ও জানিয়েছে, শহরবাসীরা নিশ্চিত মামলা আরম্ভ হলে বিচারে নির্ঘাত ফাঁসি হবে লুকাসের। কিন্তু অন্যদিকে, হ্যাপের বক্তব্য অনুযায়ী, পিটম্যান যদি তার ছেলেকে জেল ভেঙে উদ্ধার করবার অপচেষ্টা চালায় সর্বশক্তিতে তার সাথে যুঝবে ওরা।

এ অবস্থায় একটা পথই খোলা আছে জো টম্পসনের সামনে; জেলখানার দরজায় ভেতরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে, কোলের ওপর লিভাররাইট শটগানটা রেখে চুপচাপ অপেক্ষা করা।

জানালায় বসে নীরবে শহরের হাবভাব লক্ষ্য করছে টম্পসন। ওর আধবোজা চোখে এড়াচ্ছে না কোনকিছু। মনস্থির করতে পারায় এখন শান্ত বোধ করছে ও। দুপুরের খররৌদ্রদহনে সকালের কর্মব্যস্ত শহরটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য ওর পরিচিত। রোজ ভোরে বিছানা ছেড়েই সে যেমন দাড়ি কামায় তেমনি এগুলোও তার জীবনের অভ্যস্ত ছবি। সকালের কর্মচাঞ্চল্য হঠাৎ করেই যেন থমকে দাঁড়ায় দুপুরে। নীরব হয়ে যায় সমস্ত কলকোলাহল। এসময়, যাদের সংসার আছে তারা বাসায় ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে খানিকক্ষণ ঘুম যায়। অন্যরা ঝিমোয় স্যালুনে বা কোন রোয়াকের ছায়ায় বসে। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো মাছি হয়তো ভোঁ শব্দ তুলে উড়ে যায় ঘোড়ার কানের পাশ দিয়ে, বিরক্তভাবে মাথা নাড়ায় ওরা, লেজ ঝাপটায় অলস ভঙ্গিতে। রাস্তার ঘেয়ো কুকুরগুলোও সুযোগ বুঝে গুটিসুটি মেরে বিশ্রাম নেয় কোথাও শুয়ে। নিজের মনকে একটা স্থির লক্ষ্যে বাঁধতে পেরে প্রফুল্ল বোধ করছে জো টম্পসন। সেই চিরকেলে সদাহাস্যময় শেরিফটি আবার ফিরে এসেছে ওর মধ্যে।

কাঁটায় কাঁটায় বারটায় দুপুরের খাওয়া নিয়ে উপস্থিত হলো হ্যাপ।

'তোমার ডেপুটির ফেরার সময় হয়নি?' ডেস্কের ওপর খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে, টম্পসনের দিকে না তাকিয়েই প্রশ্নটা করল হ্যাপ।

'হয়েছে।'

'সবাই বলাবলি করছে ও নাকি আর ফিরে আসছে না।'

'আসবে। ও খুব ভাল ছেলে।'

'না, আমি ওদের বক্তব্যটাই তোমাকে জানালাম আর কি।'

টেবিল থেকে সরে দাঁড়াল হ্যাপ। দেহের ভর বদল করল এক পা থেকে আর এক পায়ে। 'বেশ,' বলল একসময়, 'তুমি যখন ওর ফিরে আসা সম্পর্কে এতই নিশ্চিত তখন কথাটা বলেই ফেলি তোমাকে।'

নিমেষে সতর্ক হয়ে উঠল টম্পসন। 'কী কথা?'

'টলোভারে না গিয়ে দক্ষিণে গেছে,' বলল হ্যাপ।

'কে?'

'তোমার ডেপুটি।'

'অসম্ভব, তুমি ঠাট্টা করছ!'

'না, সত্যি ভেগেছে তোমার ডেপুটি।' আপন বিশ্বাসে হ্যাপ অটল। 'জো, তুমি এযাত্রা নাক অবধি ডুবে গেছ।'

একলাফে চেয়ার ছাড়ল টম্পসন, কাঁধ চেপে ধরল বুড়োর, ঝাঁকাল সজোরে। 'কী বলছ যা-তা?'

দুর্বল হাতে টম্পসনের মুঠি ছাড়াতে ব্যর্থ চেষ্টা করল হ্যাপ। ব্যথায় বিকৃত হলো ওর ফোকলা গাল, আড়ষ্ট হয়ে গেল গলা। 'আহ্, ছাড়, লাগছে,' বলল হ্যাপ।

'ডুবে গেছি মানে?' টম্পসন নাছোড়বান্দা।

'তোমার ডেপুটি ঘরভাড়া মিটিয়ে সব মালপত্রসহ ভেগেছে। দুটো বাড়তি কম্বল সঙ্গে নিয়েছে ও। উত্তরে যাবার বদলে দক্ষিণে রওনা হয়েছে। কাউকে কিছু বলেনি, কিন্তু ওর মতলব বুঝতে বাকি থাকেনি কারো···তুমি ঠুলি পরে আছ তাই, নইলে তুমিও দেখতে পেতে পরিষ্কার।'

'অসম্ভব, আইক গ্রেভস একাজ করতেই পারে না,' বলল টম্পসন। 'তবু কোলির কেউ যদি মনে করে সত্যি সত্যিই ভেগেছে ও, এবং ভেবে থাকে এর সুযোগ গ্রহণ করবে–তাহলে তার কপালে খারাবি আছে। যাও, হোটেলে ফিরে গিয়ে কথাটা জানিয়ে দাও সবাইকে।'

'কোন্ কথা?'

'এইমাত্র যা বললাম।'

'তুমি কেবল তোমার কল্পনার কথাই বকে যাচ্ছ। ভাবছ টলোভার থেকে সসৈন্যে মার্শাল লরেনকে নিয়ে যেকোন মুহূর্তে ফিরে আসবে আইক। তুমি কি এটাই জানাতে বলছ আমাকে, তুমি বিশ্বাস কর আইক ফিরে আসবে, অথচ যখন সবাই জানে ও আর আসছে না?'

কথার মারপ্যাঁচে আটকা পড়ে গুম মারল টম্পসন। নিজেকে ওর ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত মনে হচ্ছে। জানে বুড়ো ওকে শুধু শুধু ভড়কে দিতে চাইছে না–মন থেকে ওর ভাল চায় হ্যাপ। শূন্য পকেটে যেদিন সে প্রথম পশ্চিমে আসে, ওই বুড়োই এতিম ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়েছিল। টম্পসন জানে, আজীবন অকৃতদার হ্যাপ ওকে আপনজনের মতই স্নেহ করে।

জানালায় ফিরে গিয়ে দাঁত কিড়মিড় করল ও। 'যাও, ওদের গিয়ে বল,' রুক্ষ বাজখাঁই স্বরে টম্পসন বলল, 'আইক ফিরে আসুক চাই না আসুক, যে শালাই আইনের সীমানা ডিঙাবে আমার সঙ্গে লড়তে হবে তাকে! আর সেটা হবে এই লিভাররাইট শটগানটা দিয়ে! যাও, জানিয়ে দাও ওদের!'

অবসন্ন পায়ে দরজার সামনে গিয়ে থামল বুড়ো। 'জো, মিছেমিছি মাথা গরম কর না,' বলল সে। 'মনে রেখ ঈশ্বর কী বলেছেন, "চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।" কোলির লোকেরাও সেটাই চাইছে–ক্ল্যারা ক্যযির রক্তের বদলে লুকাস পিটম্যানের রক্ত।'

'আমি যা বললাম তাই কর।'

'করব। কিন্তু আমি যা বললাম তোমাকে–সেটা ভুলে যেয়ো না।' হুড়কোয় হাত রাখল হ্যাপ। 'জো, তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি কড়া মানুষ, কিন্তু মনটা সরল। ওই চোখ আর দাঁত সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য ভুলে যেয়ো না। কোলির লোকেরা বদলা নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে।'

'তুমি শুধু কথাটা ছড়িয়ে দাও,' রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল জো টম্পসন।

'এতেই চলবে–খুশি হব আমি।'

'ঠিক আছে। বলব, জো,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করল হ্যাপ। 'বলব আমি।'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

পরবর্তী আধঘণ্টায় কোলির শেরিফ তার শহরবাসীদের সমস্ত কর্মব্যস্ততা স্তিমিত হয়ে একপর্যায়ে থেমে যেতে দেখল। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদের জ্বালায় ক্লান্ত মানুষজন ঘরের কিংবা দালানকোঠার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে দুদণ্ড। চলমান সময়ের সাথে সাথে জো টম্পসনও একসময় ভুলে গেল তার সহকারীর ভীরুতার কথা, তার শহরটির মতই প্রশান্ত হয়ে উঠল সে।

অবশেষে বিকেল হলো। কেটে গেল দিবাভাগের প্রচণ্ড উত্তাপ। জো টম্পসন লক্ষ্য করল ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠছে রাস্তা, শুরু হয়েছে লোক চলাচল। পরিস্থিতির কোনরকম তারতম্য ঘটেনি। নতুন কোন ভবঘুরে বন্দুকবাজ আসেনি শহরে। জেলখানার আশপাশে ছোট ছোট জটলা বাঁধেনি কোন, এমন কোন তৎপরতার আভাস নেই যা থেকে মনে হতে পারে ক্রুদ্ধ জঙ্গী জনতা লুকাস পিটম্যানকে আইনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করবার মতলব আঁটছে। নেহাত সাদামাঠা চলাফেরা, রোজই কোলিতে যেমনটি দেখা যায়; অলস ঘোরাঘুরি, দুপুরের ঘুমে সবার চোখ লাল, টেক্সাসের অনলবর্ষী সূর্যের প্রতাপে শরীর ঘর্মাক্ত, মুখ আঠাল।

মাঝরাস্তা ধরে একটা লোককে হেঁটে শহরে ঢুকতে দেখে জো টম্পসন নড়েচড়ে বসল। লোকটার ডান বগলের নিচে কাপড়ের পুঁটুলি, বাঁ হাতের তালুতে একটা র-হাউডের চাবুক গোটান। সঙ্গে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা ঘোড়া নেই। আসছে উত্তর থেকে। স্পষ্টতই বিপাকে পড়েছিল লোকটা, ফলে মরু এলাকায় জীবনধারণের সবচেয়ে অপরিহার্য যেসব জিনিস সেগুলো খোয়াতে হয়েছে। উঠে জানালা ঘেঁষে দাঁড়াল টম্পসন। তার আন্দাজ ঠিক, শেরিফের অফিসের দিকেই আসছে লোকটা। রাস্তার ডানে বাঁয়ে, ফুটপাতে নজর বোলাল টম্পসন, যখন নিশ্চিত হলো কাছেপিঠে কেউ নেই, তখন লোকটা দোরগোড়ায় আসামাত্র তাকে ভেতরে ঢোকাবার জন্য প্রস্তুত হলো সে। পরক্ষণে ভাঁজ পড়ল ওর কপালে।

আস্তাবলের ওঅটর ট্রাফের পাশে থেমে গেছে নবাগত আগন্তুক। কাপড়ের পুঁটুলিটা নামিয়ে রেখেছে মাটিতে, উবু হয়ে পানিতে মুখ দেবার আগে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে রাস্তাঘাট। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গভীর আগ্রহের সঙ্গে শেরিফ টম্পসন আগন্তুকের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। খুব অল্পই পানি খাচ্ছে ও। এর অর্থ লোকটা জানে সে কী করছে। জানালায় দাঁড়িয়ে শেরিফ দেখল গুনে গুনে ছয় আঁজলা পানি খেল আগন্তুক। তারপর টুপিটাকে মগ হিসেবে ব্যবহার করে ট্রাফে ডুবিয়ে বার কয়েক পানি ঢালল মাথায়। এতকিছুর পরেও ওর সাবধানী দৃষ্টি পলকের জন্য সরেনি রাস্তার ওপর থেকে। এরকম উত্তপ্ত দিনে পানি খরচে লোকটার কৃচ্ছ্রতা লক্ষ্য করে মনে মনে ওর তারিফ করল টম্পসন। তারপর যথাসময়ে উঠে গিয়ে আগন্তুক টোকা দেয়ামাত্র, খুলে দিল দরজা।

'আপনিই শেরিফ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ, বাছা। তোমার সমস্যাটা কী? রোদে থাকে না অসুখ করবে, ভেতরে এস।'

'আমার নাম হুয়ান কর্টেয।'

ভেতরে ঢুকল সে এবং টম্পসন দরজায় হুড়কো আঁটল আবার।

'কাল দুপুরে উত্তরের মরুভূমিতে তিনজন লোক আমার ওপর হামলা করেছিল। ওরা আমার ঘোড়া, অস্ত্র, ক্যান্টিন সব লুট করে নিয়ে গেছে। পানি ছাড়া ষাট মাইল রাস্তা হাঁটতে বাধ্য করেছে আমাকে। লোকগুলো কোথায় আছে আমি জানি, আসার পথে স্যালুনের হিচে আমার ঘোড়াটাকে দেখেছি।'

'কাল দুপুর থেকে এই ষাট মাইল পথ পানি ছাড়া এসেছ?' টম্পসনের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

মাথা ঝাঁকাল কর্টেয। 'ভাবলাম, আমি নিজেই কিছু করবার আগে ব্যাপারটা আপনাকে জানান দরকার।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছ, বাছা,' মৃদু স্বরে আস্তে আস্তে বলল শেরিফ। সামনে দাঁড়ান আগন্তুকের রোদে পোড়া তামাটে অবয়ব, গভীর কাল দুটো চোখ, সবকিছু জরিপ করল। ওর মুখ, পরনের বেশভূষা ধুলোয় একাকার, ব্যতিক্রম শুধু বাঁ হাতে ধরা চাবুকটা–আশ্চর্যরকমের ঝকঝকে। 'জিনিসগুলো তোমার প্রমাণ করতে পারবে?'

'ঘোড়াটা স্প্যানিশ স্ট্যালিয়ন, কাল, ষোল ফুট উচ্চতা, নাকের কাছে সাদা ছোপ, পায়ে সাদা বুটি। স্যাডলের পমেলটা রুপোর, আমার নাম খোদাই করা আছে। কারবাইনটা রুপো দিয়ে ঝালাই করা, বাঁটে আমার নাম খোদাই করা। রিভলভারটা নীলচে ইস্পাতের। বাঁট হাতির দাঁতের–এবং আমার নাম লেখা।'

গভীর মনোযোগসহকারে কথাগুলো শুনল জো টম্পসন। শব্দের চাইতে কণ্ঠস্বরটাই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। প্রত্যয়ের ছাপ আছে। একজন সৎ মানুষের গলা, কিছু লোকের অন্যায় আচরণে যে ক্ষুব্ধ। 'মেক্সিক্যান?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মেক্সিক্যান,' কর্টেয জবাব দিল।

'তোমার কথাবার্তা কিন্তু একদম আমেরিকানদের মত।'

'আমার মায়ের জন্ম মেরিল্যাণ্ডে, ওখানেই বড়।'

'অ।'

মুক্ত হাতটা দিয়ে জো টম্পসন কপালের ঘাম মুছল. 'বাছা, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্যালুনে গিয়ে ওদেরকে পাকড়াও করলেই চলত। লোকজনের সামনে তোমার জিনিস সনাক্ত করতে তুমি–'

'কিন্তু এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়?' কর্টেয বিরক্ত।

'না। তোমার হয়তো মনে হতে পারে তুমি মেক্সিক্যান বলেই আমি দায়িত্ব এড়াতে চাইছি–আসলে ব্যাপারটা তা না।'

টম্পসনের কণ্ঠে ধ্বনিত অকপট আত্মবিশ্বাসের সুর স্পর্শ করল কর্টেযের হৃদয়, নরম হলো সে। 'ঠিক আছে, শেরিফ, আমি একাই সামলাতে পারব।' দরজার দিকে এগোল ও।

জো টম্পসন বলবার সুযোগও পেল না লুকাস পিটম্যানকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে ওর সঙ্গে যেতে পারবে না সে, তার আগেই রোদ ঝলসান রাস্তায় নেমে পড়ল কর্টেয।

'শুনে যাও, তোমার কাছে একটা পিস্তল পর্যন্ত নেই!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে লোকটাকে ডাকল টম্পসন।

কিন্তু কর্টেয কানে তুলল না সেকথা।

সশব্দে দরজা বন্ধ করল জো টম্পসন। এত জোরে যে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল গরাদগুলো। ছুটে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল ও, দেখল নবাগত ছিপছিপে যুবকটি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে স্যালুনের দিকে, কাপড়ের পুঁটুলিটা আগের মতই ডান বগলের তলায় রয়েছে। তবে এখন চাবুকটা সোজাসুজি ঝুলছে নিচের দিকে, ইস্পাতের ফলাটা আঁক কষছে ধুলোর বুকে।

'জাহান্নামে যাক!' বলল টম্পসন। 'খোদা!' পরমুহূর্তে দাবি জানিয়ে প্রার্থনা করল ও, 'ছেলেটাকে তুমি দেখ!'

অপলক চোখে টম্পসন লক্ষ্য করল রাস্তার অপর পাশে পৌঁছে গেছে হুয়ান কর্টেয, ব্যাটউইং পাল্লা ঠেলে অদৃশ্য হলো স্যালুনের ভেতর।

'খোদা, তুমিই ওর একমাত্র আশা ভরসা,' বিড়বিড় করে বলল শেরিফ।

চার

একজন দক্ষ বন্দুকবাজের চরিত্রে যে গুণটি সবচেয়ে জরুরি–সাহস–পিস্তলের মধ্যে তা পুরোমাত্রায় আছে। ও ক্ষিপ্র, নির্ভুল লক্ষ্যভেদী। এজন্যে সে গর্ব বোধ করে। এই গর্ব জিনিসটি একজন বন্দুকবাজের জীবনে বিরাট সম্বল। এটা তার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়–ফলে কর্মদক্ষতার অনেকটাই নির্ভর করে এর ওপর। তবে আর একটি বস্তুর ওপর ওর লোভ দারুণ–অর্থ।

বার রেইলে পেট ঠেকিয়ে পিস্তল ভাবছিল এবার কী ধরনের কাজ করতে হতে পারে তাকে। ও জানে পিটম্যান ক্ষমতার শিখরে উঠেছে আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে। বিশাল বাথান। অজস্র টাকা। ক্যানসাস সিটির সবকটা দুঁদে আইনজীবী ওর পকেটে। কোন সমস্যায় পড়লে ওরাই আইনের মারপ্যাঁচে জিততে সাহায্য [illegible] পিটম্যানকে। কিন্তু, পিস্তল জানে, আইনজীবীরা যখন কোন কাজে ব্যর্থ হয় অথচ [illegible] পিটম্যান চায় কাজটা শেষ করতে, তখন তার ভাড়াটে বন্দুকবাজদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

ইতিপূর্বে ওর হয়ে একবার কাজ করেছে পিস্তল। সেসময় ভবিষ্যতে আবার ডাক পাবার মত যোগ্যতাই দেখিয়েছিল ও। দক্ষ হাতে শায়েস্তা করেছিল ল্যাসকোর রাজনীতিকদের। তারপর মজুরি বুঝে নিয়ে স্যল পিটম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল।

তবে এবার পিস্তলের সিদ্ধান্ত অন্যরকম। পিটম্যান যা বলবে তা-ই করবে সে, কিন্তু যখন খেলা সাঙ্গ হবে, সে চলে যাবে না। থাকবে। বন্দুকবাজের প্রয়োজন পিটম্যানের মত লোকের সবসময়ই হবে, ক্যানসাস সিটির আইনজীবীরা যে কাজ করতে পারবে না সেটা সামলাবার জন্য। পিটম্যান নিজে কাজের লোক, সুতরাং আর একজন কাজের লোকের ওজন বুঝতে ভুল করবে না। ওই রুক্ষ গোঁয়ার বুড়োর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটা: লোকচরিত্র বুঝে সেইমত কাজ আদায় করতে জানে

তার কাছ থেকে।
স্যল পিটম্যান: এই নামটা পিস্তলের জন্য একটা সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। অস্ত্র হাতে তুলে নেবার পর থেকে এরকম সুযোগ ওর জীবনে আর আসেনি।
তাই হঠাৎ করেই ও যখন ঘাড় ফিরিয়ে, জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে কর্টেযকে দেখতে পেল, দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনাল ওর মনে। আঁচ পেল বিপদের।
বারের উদ্দেশে ঘুরল ও, গ্লাসের অবশিষ্ট তরল পদার্থটুকু শেষ করে আড়চোখে তাকাল রাস্তার দিকে। আদরের চাপড় মারল পেটে। ওর জন্য আর একটা ড্রিংকের অর্ডার দিল জেড আর হর্ট। জো টম্পসন যেমন করেছিল, কর্টেয যখন সামান্য খেয়ে বেশি পানি মাথায় ঢালছিল তখন ওকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করল পিস্তল। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করলেও বাইরে সম্পূর্ণ নির্বিকার রইল ও, অপেক্ষায় থাকল এর পর কী ঘটে দেখবার জন্য।
চড়া পারিশ্রমিকে একটা কাজ করতে কোলিতে এসেছে সে। টাউন শেরিফ আর একজন পিস্তলেরোর সাথে ঝামেলায় জড়ালে তার পকেটে একটা ফুটোকড়িও আসবে না। শেরিফের সঙ্গে তার মোকাবেলা হবেই তা নয়। কিন্তু একান্তই যদি কারও সাথে লড়তে হয়, সেখানে অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকতে হবে। উপযুক্ত জায়গা আর সময়টিও সে বেছে নেবে তার পছন্দ অনুযায়ী। পিস্তলেরোকে শিক্ষা দেবার ইচ্ছেটা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলল সে।
ধৈর্য ধরল পিস্তল। কর্টেয এগোল জেলখানার দিকে, শেরিফের অফিসে ঢুকল। মনস্থির করে ফেলল পিস্তল। বারের দিকে ফিরল সে, গলায় ঢালল লাল পানি, আড়মোড়া ভাঙল। 'তোমরা দুজন আপাতত এখানেই থাক,' সহজভাবে বলল ও। 'আমি একটু ঘুরে আসছি।' চোখ টিপল সে, জানে জেড বা হর্ট কারোরই সাহস হবে না ওকে প্রশ্ন করবার।
'সন্ধ্যে না হতেই জোশ?' ফোড়ন কাটল হর্ট।
মুখ টিপে হাসল পিস্তল।
'জোশের আবার সকাল সন্ধ্যা কী?' ইন্ধন যোগাল জেড।
ফের সেই মুখটেপা হাসি, আলতোভাবে ওদের দুজনেরই পিঠ চাপড়ে দিল পিস্তল, ঘুরে চোরা চোখে তাকাল রাস্তার দিকে। কর্টেযকে দেখতে না পেয়ে হাঁপ ছাড়ল ও, আস্তে করে সরে এল বার থেকে।
স্যালুন থেকে বেরিয়ে সোজা লিভারি স্ট্যাবলে গেল ও, ঘোড়া ভাড়া করে রওনা হলো কোলির বাইরে, স্যল পিটম্যানের ক্যাম্পের উদ্দেশে। জেড আর হর্টকে তার বিপদ সামলাতে হবে সেজন্য একটুও অনুশোচনা জাগছে না ওর মনে। তবে ওই জিনিসগুলো নিতে পারল না এই যা দুঃখ। পরে সময় সুযোগ বুঝে অনুশীলন করবে বলে রুপোর কারবাইন আর সিক্স-শূটারটা সে রেখে দিয়েছিল স্যাডলব্যাগে। কোন লোক, ওগুলো তুলে রাখবার সময় সঙ্গী দুজনের কাছে ব্যাখ্যা করেছিল পিস্তল, কক্ষনো নতুন অস্ত্র নিয়ে কাজে নামে না। একজন বন্দুকবাজের কাছে একটা সিক্স-শূটার নিছক মারণাস্ত্র নয়–তার হাতের একটা বাড়তি অংশ। নতুন অস্ত্রে হাত পাকাতে সময় নেয়, পিস্তল জানিয়েছিল ওদের। কিন্তু আপাতত ওটারই তার অভাব। পিটম্যানের তলবের ধরন থেকেই সে বুঝেছে কাজটা জরুরি, হাতে বেশি সময় নেই।

কর্টেযকে দেখে কোলি ছেড়ে চলে যাবার পেছনে এটাও একটা কারণ। চলার পথে নানান চিন্তা ভাবনা ভিড় জমাল ওর মাথায়। সব মানুষ সব কাজ পারে না। কেউ দক্ষ হয় কারবাইন চালনায়, কেউ ঘোড়া বশ মানাতে জানে, আবার কেউ কেউ ভাল জুয়াড়ি হয়। প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ গুণ থাকে যেটায় অধিকাংশের চেয়ে পারদর্শী হয় সে। এই ধারণাটিকেই পিস্তল তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পুঁজি করছে। রিভলভার চালাতে জানে সে। সেরা না হলেও অধিকাংশের চাইতে দক্ষ। এটাই তার একমাত্র সম্বল। আর স্যল পিটম্যান বর্তমানে এমন রাস্তায় চলছে যেখানে এর প্রয়োজন পড়বে পদে পদে।

লোকটার স্বরূপকে কোলিতে সবার আগে চিনতে পারল যে মানুষটি সে হ্যাপ। শ্যেন দৃষ্টি মেলে বাইরের লোকটাকে জরিপ করবার পাশাপাশি ওর ভেতরটাকেও দেখে নিল সে। হোটেল পোর্চের ছায়াতলে বসে নিশ্চিন্ত মনে ঝিমুচ্ছিল হ্যাপ, স্মৃতির জাবর কাটছিল। হঠাৎ রাস্তার উলটোদিকে কর্টেযকে দেখতে পেল ও এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটার ভঙ্গিতে একটা নিশ্চিত অভিপ্রায়ের ভাবকে প্রত্যক্ষ করল। ওর কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই; কাপড়চোপড় ময়লা তাও লক্ষ্য করল বুড়ো। তারপর কর্টেয যখন শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে এল এবং ওর পেছনে সশব্দে আছড়ে পড়ল জেলখানার দরজা। হ্যাপের বুঝতে বাকি রইল না অল্পক্ষণের মধ্যে গুরুতর একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল সে, বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ দুটো।
কর্টেয যখন রাস্তা পেরিয়ে হিচরেইলে বাঁধা স্ট্যালিয়নটার সামনে এসে থামল, সস্নেহে হাত বোলাল ওর পিঠে, কানে কানে স্প্যানিশ ভাষায় বলল কিছু, পোড় খাওয়া দৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক জরিপ করল হ্যাপ।
'চমৎকার জানোয়ার,' বলল সে, কর্টেযকে আর একটু ভাল করে দেখবে বলে এগিয়ে গেল এককদম।
'হ্যাঁ, দারুণ,' বলল কর্টেয।
'চেন ঘোড়াটাকে?'
'হ্যাঁ।'
'আমারও তাই মনে হয়, যেভাবে আদর করলে।'
কাঠের বারান্দায় উঠে স্যালুনের দরজার উদ্দেশে রওনা হলো কর্টেয।
'শোন,' নিচু গলায় ওর অবসর বিনোদনের চার সঙ্গীকে বলল হ্যাপ, 'ঝামেলা শুরু হলো বলে। সাবধান; গোলাগুলি হবে।'
একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করল চারটে চেয়ারের পায়া। স্যালুনের দরজার ভেতরে পা রাখল কর্টেয। ওর ঠিক পেছনেই রইল হ্যাপ।
'পালাও!' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'বিপদ!'
বুড়োর চিৎকারে খদ্দেররা ঝটপট সরে গেল ঘরের দুপাশে, দেখবার চেষ্টা পর্যন্ত করল না ব্যাপারটা কী। জেড আর হর্ট ঘুরে দাঁড়াল বার থেকে। দুজনেরই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল কর্টেযকে দেখে।
'সিনরস,' সহজ সুরে বলল কর্টেয, 'দেখতেই পাচ্ছ, এসে পড়েছি আমি।'

পিস্তলকে খুঁজে পাবার আশায় দ্রুত আশপাশে ঘুরে এল ওর চোখ, না পেয়ে ভ্রূ কোঁচকাল।

'আরে, মেক্স, কেমন আছ? দ্যাখ, জেড। শহরে একটা দারুণ ভূত এসেছে। খুব জলদি হাঁটে, তাই না? নিশ্চয়ই সারা রাত হেঁটেছে। পিস্তল তোমাকে দেখলে খুশিই হবে।'

'এখানে আসার আগে মনে করে একটা রিভলভারও আননি সঙ্গে?' কর্টেযের ফাঁকা হোলস্টারটার দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল জেড। 'আজব ব্যাপার, লড়াই করতে এসেছ অথচ তোমার কাছে একটা অস্ত্র পর্যন্ত নেই।'

'আছে,' কর্টেযের গলা শান্ত, শীতল। তারপর লোক দুটোর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। 'তোমাদের অস্ত্র বারের ওপর নামিয়ে রাখ।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল হর্ট। 'দেখ, মেক্স, তোমার লড়াই পিস্তলের সঙ্গে। তবু যদি আমাকে ঘাঁটাও, আমিই খতম করব তোমাকে।'

'বারের ওপর,' ইস্পাতকঠিন সুরে বলল কর্টেয।

'আমাকে যদি এটা ধরতেই হয়, তবে সেটা ধরব তোমাকে খুন করার জন্য, মেক্স,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হর্ট। 'যেমন পিস্তল বলেছিল, দুচোখের মাঝখানে।'

'এই শেষবারের মত সাবধান করছি, সিনর,' বলল কর্টেয। 'আর্মস ফেলে দাও।'

'সরে যাও, জেড,' বলল হর্ট। 'আমি মজা দেখাচ্ছি ওকে।'

'নড়বে না!' সাবধান করল কর্টেয। 'কেউ না।'

'সরো, জেড,' ঝামটা মারল হর্ট। 'ও আমার।'

এবার স্যালুনের দুদেয়ালে দাঁড়ান লোকজনের উদ্দেশে তাকাল সে। 'তোমরা সবাই শুনেছ ও কী বলেছে–অস্ত্র আছে ওর সাথে। অতএব, এ লড়াইতে অন্যায় কিছু নেই। কথাটা মনে রাখবে তোমরা, বুঝেছ!'

কর্টেযকে মোকাবেলা করতে পাঁই করে ঘুরল হর্ট। 'জেড, তোমাকে না বললাম সরে যেতে। ও আমার।'

কর্টেয দাঁড়িয়ে রইল, বাঁ হাত শরীরের পাশে, চাবুকটা ওর পায়ের ঈষৎ পেছনে ঝুলছে নিচমুখী হয়ে।

'সরো।' জেডকে ধাক্কা লাগাল হর্ট।

মুহূর্তে ঝলসে উঠল চাবুকটা, নিঃশব্দে, ইস্পাতের ফলার আঘাতে জেডের ডান হাতে দশ ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত সৃষ্টি হলো একটা, মাংস হাঁ হয়ে উঁকি মারল ধবধবে হাড়।

চাবুকটা নিঃশব্দে ফিরে এল জায়গায়, মাটিতে লুটাচ্ছে ইস্পাতের ফলা, রক্তাক্ত।

কেউ নড়ল না। অস্বস্তিকর নীরবতা নেমেছে স্যালুনে, বিস্ময়ে ঝুলে পড়েছে সবার চোয়াল, নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস হতে চাইছে না কারো।

'অস্ত্র জমা দাও বারে,' কর্টেয বলল আবার। 'তোমরা চোর!'

ফ্যালফ্যাল করে মাটিতে বসে পড়া জেডের দিকে তাকাল হর্ট। পিস্তলের সঙ্গে নিজের পার্থক্যটা দিব্যচোখে দেখতে পেল সে। চিরকাল এই বিশেষ গুণটির অভাব বোধ করেছে ও–এবং এখন আবারও করছে।

পিস্তল শালা গেল কোথায়! দিশেহারা চোখে ভিড়ের মধ্যে বন্ধুকে খুঁজল ও–পেল না।

ফের মুখ খুলল কর্টেয। 'আর কিন্তু বলব না। জমা দাও আর্মস।'

আবার জেডের দিকে তাকাল হর্ট–মাটিতে একহাঁটু গেড়ে ককাচ্ছে, চেপে ধরেছে রক্তাক্ত হাতখানা। চোখাচোখি হলো ওদের। তারপর নিজের অজ্ঞাতসারেই চেঁচিয়ে উঠল হর্ট এবং হাত বাড়াল রিভলভারের দিকে। 'জেড, কুইক!'

রিভলভার বের করল ও। জেড ছেড়ে দিল ওর রক্তাক্ত হাতটা, ক্রস-ড্র করবার প্রয়াস পেল আনাড়ি ভঙ্গিতে। দুপ্ করে একটা চাপা শব্দ হলো কর্টেযের পেছনে–তার পরে আর একটা।

একবার ছোবল হানল চাবুকটা; ঘরসুদ্ধ মানুষ দেখল চোখ ধাঁধান ক্ষিপ্রতায় কর্টেযের বাঁ হাতটা চকিতে আগে বাড়ল একবার এবং সেই সঙ্গে একহাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল ও। ট্রিগার টেপার সময় পেল না হর্ট, তার আগেই ইস্পাতের ফলাটা ওর চিবুকের ঠিক নিচে শ্বাসনালীটা দ্বিখণ্ডিত করল, প্রথমে ফিনকি দিয়ে, তারপর গলগল করে রক্ত ছুটল, গলার চামড়া ঠেলে বেরিয়ে পড়ল ঘাড়ের মাংস, চর্বি।

কাটা কলাগাছের মত দড়াম করে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল হর্ট। ইতিমধ্যে চাবুকটা ফিরে এসেছে কর্টেযের পায়ের কাছে। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরাল ও। দেখল বাঁ হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে জো টম্পসন, ওর ধূমায়িত পয়েন্ট ফোর ফাইভটা জেডের দিকে তাক করা, ক্ষণিকের জন্য হর্টের দিকে একবার ঘুরল সেটা, তবে কোন দরকার ছিল না এর–চাবুকটা আঘাত হানবার অল্প কয়েক সেকেণ্ড পরেই অক্কা পেয়েছে ও।

জেড হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মাটিতে, নিভে আসছে চোখের আলো।

'মিস্টার–' অতিকষ্টে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল জেড।

'বল ওদেরকে,' শান্ত সুরে বলল কর্টেয।

'মিস্টার–'

'বল!'

থরথরিয়ে কেঁপে উঠল জেড। বুজে এসেছে চোখ, ব্যর্থ চেষ্টা করল খুলবার। তারপর ওভাবেই ভাঙা ভাঙা স্বরে কথা বলতে শুরু করল। 'আমরা বাগে পেয়েছিলাম···ওকে···উত্তরের মরুভূমিতে···বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমরা··· ওর ঘোড়া অস্ত্র পানি কেড়ে নেই। তবে এর জন্য দায়ী পি···পিস্তল। সে-ই আমাদের বাধ্য করেছে।'

ঘুরে, জো টম্পসনের দিকে তাকাল কর্টেয। 'কী, এবার বিশ্বাস হয়েছে?'

জেডের দিকে চোখ নামাল টম্পসন। শুষ্ক ঠোঁটজোড়া ভিজিয়ে নিল একবার। ঝুঁকে হাত রাখল জেডের বুকে। 'মারা গেছে,' বলল সে।

'বিশ্বাস হয়েছে ওর কথা?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

'মৃত্যুপথযাত্রীর শেষকথা? হ্যাঁ, হয়েছে, বাছা।'

দাঁড়িয়ে রইল ওরা, চোখ দুই মৃত লোকের দিকে। ঘরে উপস্থিত অন্যান্য সবাই এগিয়ে এল নীরবে, বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল জেড আর হর্টকে। ওদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করছে না কেউ। জেডের স্বীকারোক্তি শুনতে পেয়েছে সবাই। কারো ঘোড়া কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে তাকে পানি ছাড়া অসহায় অবস্থায় ফেলে আসা

পশ্চিমের মানুষদের চোখে ক্ষমাহীন অপরাধ। এরকম অবস্থায় এই ঘরের যেকোন লোকই খুন করত ওদের।

বিস্ময়ের প্রাথমিক ঘোর কেটে যেতেই ঘরটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। একসঙ্গে অব্যক্ত স্বরে সরব হলো সবাই। শুরু হলো ফিসফিস গুঞ্জন। হর্টকে দেখল ওরা, বিচ্ছিন্ন শ্বাসনালীটা জরিপ করল, তারপর জেডের দিকে তাকাল। ওর বুকে টম্পসনের বুলেট। তারপর সকলে একযোগে কর্টেযের হাতে ঝুলন্ত চাবুকটার দিকে ফিরল। ওদের চোখ বিস্ফারিত, পলক পড়ছে না। একটুবাদেই যখন সম্বিত ফিরে পেল, অর্ধেকের বেশি লোক কেটে পড়ল কামরা থেকে।

'ধন্যবাদ, শেরিফ,' বলল কর্টেয। 'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'শুরুতেই তোমার সঙ্গে আসা উচিত ছিল আমার। তিনজনের বিপক্ষে একজন–' ভুরু কোঁচকাল শেরিফ। 'আরে, পিস্তল কোথায়?'

'হ্যাঁ···আর একটা রয়ে গেছে,' বলল কর্টেয।

'না, নেই,' চেঁচিয়ে বলল হ্যাপ। 'এইমাত্র কথা হলো ডাক্তার চার্চলাণ্ডের সঙ্গে। দশ মিনিটও হয়নি পিস্তলকে শহর থেকে চলে যেতে দেখেছে ও।'

জো টম্পসনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল কর্টেয। দুজনের কেউই একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। তারপর আবার মেঝেতে পড়ে থাকা লাশ দুটোর দিকে তাকাল শেরিফ, কানের লতি চুলকাল। 'এর দরকার ছিল না কোন–অবশ্য এমনিতেও একদিন না একদিন ফাঁসিতে ঝুলত ওরা।' ধীরে ধীরে কর্টেযের দিকে পলক তুলল সে। 'এবার কি পিস্তলের পেছনে যাবে?'

জবাব দিতে সময় নিল কর্টেয। 'আমিও চাইনি এরকম কিছু ঘটুক। নাহ্, যাব না। আমার জিনিস আমি ফিরে পেয়েছি।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ কর্টেযকে মাপল টম্পসন, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'তুমি বললে আমি ওর পিছু নিতে পারি।'

কর্টেয ঘাড় নাড়ল।

'তাহলে এখানেই চুকে বুকে গেল ব্যাপারটা,' হাকিমের ভঙ্গিতে রায় ঘোষণা করল টম্পসন। 'আমিও এবার···'

রাস্তা থেকে ভেসে আসা একটা উল্লসিত চিৎকারে জো টম্পসনের বক্তব্যে ছেদ পড়ল মাঝপথে।

'কেউ একটা দড়ি আন! আমরা এবার পেয়েছি ওকে!'

নিমেষে জমে গেল টম্পসনের রক্ত। 'পিটম্যান। ছেলেটাকে ধরে ফেলেছে ওরা!'

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল হুয়ান কর্টেয। কেবল হ্যাপ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল রাস্তার দিকে। ঘাড় ফেরাল সে। মাথা নাড়ল। 'ওরা জেলখানার দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, জো, মনে হয় শেষরক্ষা করতে পারবে না তুমি।'

'চুপ কর! একটা বন্দুক নিয়ে এস আমার সঙ্গে।' হুঙ্কার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল শেরিফ, ছিটকে বেরিয়ে গেল ব্যাটউইং পাল্লা ঠেলে। এত জোরে যে দেয়ালের গায়ে সশব্দে বাড়ি খেল ওগুলো। লাফিয়ে রাস্তায় নামল ও, উঁচু করল হাতের লিভাররাইটখানা। সপ্তম পর্দায় উঠে গেল টম্পসনের গলা।

ওর হাঁকডাককে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না কেউ। কর্টেয বাইরে এসে রাস্তায়

নামল। ঝট করে স্ট্যালিয়নটার দিকে ঘুরল সে, বুট থেকে টেনে বের করল কারবাইন, তারপর স্যাডলব্যাগের মুখ খোলা রয়েছে দেখে হাত ঢোকাল ভেতরে। পয়েন্ট ফোর ফাইভের স্পর্শ পেল ওর আঙুলগুলো। পরখ করল ওটা, গুলি ভরা আছে টের পেয়ে, বের করে হোলস্টারে পুরল। কারবাইন আগের জায়গায় তুলে রাখল ও, চাবুকের লেজটা রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে। আবার বাজখাঁই স্বরে হুঙ্কার ছাড়ল টম্পসন। 'এক পাও নড়বে না কেউ!'

জেলখানার দরজার ওপর স্থির হয়ে গেল জনতার হাত, ঘুরে জো টম্পসনের মুখোমুখি হলো ওরা।

'দরজা ছাড়! এক্ষুণি! না হলে গুলি করব!'

'জো, তু-মি এ-কা!' ভিড়ের মধ্য থেকে সুর করে চেঁচিয়ে উঠল একটা গলা।

'আমার হাতের শটগানটা দোনলা। একটা সিক্স-গানও আছে! খোদার কসম, তোদের অন্তত কয়েকটা বেজন্মাকে সঙ্গে নিয়ে–'

বুকভরে শ্বাস টানল শেরিফ। হুকুম করল জলদগম্ভীর স্বরে। 'সরে যাও!'

জনতা হটল, তবে জেলখানার দিকে বা ওখান থেকে পিছাতে নয়–ওরা গুটি গুটি এগোল জো টম্পসনকে ধরতে।

'আয়,' চিৎকার করল শেরিফ। 'আয়, বেজন্মার দল, তোদের নিয়েই আজ মরব আমি।' হাতের লিভাররাইটটা উঁচু করল সে।

সহসা থমকে দাঁড়াল জঙ্গী জনতা। ফুটপাত থেকে নেমে জো টম্পসনের দিকে মাত্র কয়েক কদম এগিয়েই জমে গেছে ওরা।

ওদের এই আকস্মিক পরিবর্তনে একটু বিস্মিত হলো টম্পসন, আড়চোখে লক্ষ্য করল কর্টেয তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'সরে যাও, বাছা, এটা তোমার লড়াই না।'

'আপনার জন্য আমার কিছু করা উচিত, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'এভাবে না।'

'আর কোন রাস্তা আছে, শেরিফ?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

'আমার এখন তর্ক করার সময় নেই। তোমার যদি আমার সাথেই মরার ইচ্ছে হয়ে থাকে, ঠিক আছে–একসাথেই মরব আমরা।'

হ্যাপ নীরবে কর্টেযের পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' খেঁকিয়ে উঠল টম্পসন।

শিশুর মত লাজুকভাবে হাসল হ্যাপ, কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিছু। এখন অবশ্য পেয়েছি।' হর্টের পিস্তলের হ্যামারটা পেছনে টানল সে।

একসাথে, কর্টেয হ্যাপ আর জো টম্পসন এগোল জঙ্গী জনতার দিকে।

ধীর একতালা অচঞ্চল হাঁটা। টম্পসন মাঝখানে, দুদিকে কর্টেয আর হ্যাপ। লিঞ্চ মবের সঙ্গে ক্রমশ ব্যবধান কমিয়ে আনছে ওরা···দশ ফুট···পাঁচ ফুট···তিন···

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা, নালার পানির মত দুপাশে সরে গিয়ে জেলগেটের দিকে এগোনর সুযোগ করে দিচ্ছে ওদের। তারপর ওরা আগে বাড়তেই ফের পেছনে জোড়া লেগে যাচ্ছে জনতার নালাটা।

মুহূর্তের জন্য হাঁটা থামাল না টম্পসন। ফুটপাতের কিনারে ওর পথ রোধ করে

দাঁড়াল মুদি দোকানের কর্মচারী, কার্কল্যাণ্ড ফ্রমসেট। চট করে শটগানের ব্যারেলটা ওপর দিকে তুলল টম্পসন, সজোরে বাড়ি মারল কার্কল্যাণ্ডের মাথায়।

টম্পসন বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করছিল কেউ কেউ, কিন্তু চাবুকটা নিঃশব্দে ঝলসে উঠল একবার, সামান্য আঁচড় কাটল একজনের বাহুতে, চোখের পলকে ডান হাতে পয়েন্ট ফোর ফাইভটা বের করল কর্টেয।

একটা অসন্তুষ্ট গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে, তবে রাস্তা ছেড়ে দিল ওরা।

জেলখানার লাগোয়া ফুটপাতটা দখল করল টম্পসন। হ্যাপ আর কর্টেয জনতার দিকে মুখ করে ওর দুপাশে অবস্থান নিল। প্রত্যেকেরই অস্ত্র তৈরি।

টম্পসন চাবি ঢুকিয়ে জেলগেটের তালা খুলল, তারপর ঘুরে মুখোমুখি হলো শহরবাসীদের।

'এটা অন্যায়–তোমরাও তা জান।'

'ল্যুক পিটম্যান দোষী–তুমি নিজেও তা জান!' চিৎকার করল এক লোক।

'না, জানি না।' হুঙ্কার ছাড়ল টম্পসন।

'তফাতটা কোথায়? আগে বা পরে, লুকাস পিটম্যানকে মরতেই হবে–বিচারে জুরি বাছাই করা হবে আমাদের মধ্যে থেকেই। তফাতটা কী শুনি?'

'আছে,' বলল টম্পসন।

'আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আর তুমি বললেই হয়ে যাবে না সেটা,' পেছনের সারি থেকে বলল কেউ একজন।

ফের উঁচু হলো লিভাররাইট। 'এই শটগান বলছে জাজ গ্রেসন না আসা পর্যন্ত আমি যা বলব তাই হবে।'

'এ অপমান আমরা ভুলব না, জো টম্পসন!' বলল একজন।

কর্টেযের দিকে শটগানটা ছুঁড়ে দিল টম্পসন। ওটাকে ধরেই জনতা বরাবর তাক করল সে। আলাদা আলাদা দুটো কাজ, কিন্তু দেখাল একটার মত। ফুটপাত থেকে লিঞ্চ মবের ভিড়ে নেমে পড়ল টম্পসন, পাকড়াও করল প্রায় তার সমান দশাসই এক লোককে।

শার্টের কলারে ধরে লোকটার মাথা নিজের মুখের কাছে টেনে আনল ও। 'আমাকে হুমকি দিয়ো না, হ্যানোভার,' বলল টম্পসন। 'তাহলে আমিও ভুলব না সেটা।'

জনতার পছন্দ হলো না ব্যাপারটা, জো টম্পসনের দিকে বৃত্তটা ছোট করে আনল ওরা। একরাউণ্ড ফাঁকা ফায়ার করল কর্টেয, তারপর শহরবাসীরা যখন তাকাল ওর দিকে, চাবুকটা বার কয়েক আগুপিছু করল। 'ভাইসব–' বলল মেক্সিক্যান।

'তুমি বরং চলে এস, জো,' বলল হ্যাপ।

জনতার রোষ তখন ভেঙে গেছে। ঘৃণার দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল টম্পসন, ফিরে এল ফুটপাতে। কর্টেযের কাছ থেকে শটগানটা ফেরত নিল সে, কিন্তু নিশানা করল না। রেখে দিল কনুইয়ের ভাঁজে।

'এখন তোমরা তোমাদের কাজে যাও,' হুকুম করল সে, কর্তৃত্বের সুর ওর গলায়, তবে আগের মত ততটা ক্রুদ্ধ নয়। 'আর আমাকেও আমারটা করতে দাও। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে লুকাস পিটম্যান ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে ক্ল্যারা ক্যযিকে। কথাটা

ঠিক হতে পারে–নাও হতে পারে। বার সদস্যের জুরি বোর্ডই সিদ্ধান্ত নেবে সেটা, মামলা পরিচালনা করবেন জাজ গ্রেসন। আইন যা বলবে তা-ই হবে লুকাস পিটম্যানের।'

'স্যল পিটম্যানের কথা ভুলে গেলে? বন্দুকবাজ ভাড়া করেছে সে। ওর মতলব তুমি জান,' বলল একজন।

'হ্যাঁ, সে চেষ্টা ও করতে পারে,' গমগমে গলায় বলল টম্পসন, 'সেক্ষেত্রে, তোমরা এইমাত্র যেরকম ব্যবহার পেলে, ওর কপালেও তাই জুটবে।'

জো টম্পসনের চোখ আগুন ছড়াল ওদের উদ্দেশে। 'আমি সারা দিন এখানে অপেক্ষা করতে পারব না।'

কর্টেয আর হ্যাপকে ইশারা করল সে, তিনজন লোক ধীর পায়ে ঢুকল জেল অফিসে, দরজা লাগিয়ে হুড়কো তুলে দিল।

পাঁচ

জো টম্পসন তার কয়েদিকে জরিপ করতে গেল। ফিরে এসে দেখল হ্যাপ ওর ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে একগাদা পোস্টার নাড়াচাড়া করছে, দ্রুত চোখ বোলাচ্ছে ওগুলোর ওপর। প্রতিটা পোস্টারে পশ্চিমের কুখ্যাত আউট-লদের ছবি ছাপা, নিচে লেখা ওদেরকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে কত টাকা ইনাম মিলবে।

'কী করছ, হ্যাপ? ভেবেছ ওই দুজনের মাথার ওপর পুরস্কার আছে? নেই। ওরা অত নামকরা নয়–'

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল হ্যাপ। কাগজগুলো একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে উঁচু করে ধরল একটা পোস্টার। 'তুমিই সাবাডিয়া, না?' কর্টেযের দিকে চোখ রেখে বলল ও। হাতে ধরা পোস্টারটার গায়ে টোকা মারল। 'দ্যাখ এটা!'

'সাবাডিয়া!' টম্পসন তাকাল কর্টেযের দিকে। 'নিশ্চয়ই বুড়ো বয়সে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হ্যাপ।' কর্টেযের ওপর চোখ পড়তে চুপ করে গেল ও। মেক্সিক্যান লোকটা তখন ঘুরে বৃদ্ধ আর শেরিফের মুখোমুখি হয়েছে।

'আপনার কয়েদি নিরাপদ, শেরিফ?' কর্টেয জিজ্ঞেস করল।

'তুমিই সেই মেক্সিক্যান? সাবাডিয়া?' জানতে চাইল জো টম্পসন। অভ্যাসের বশে তার হাত চলে গেল কোমরে। পরক্ষণে ও আর হ্যাপ দেখল কর্টেয পা ফাঁক করে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে, কোন জাদুবলে হাতে উঠে এসেছে রিভলভার। 'কী ব্যাপা...' পিছিয়ে গেল টম্পসন।

'ঠিক! ঠিক!' আহ্লাদে ধেই ধেই করে একপাক নাচল হ্যাপ। 'ওকে দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম আমি। মনে মনে বলেছিলাম এ লোক কেউকেটা না হয়েই যায় না।'

'আপনার চোখ খুব তীক্ষ্ণ, আংকল,' কর্টেয বলল। 'হ্যাঁ, শেরিফ, আমিই হুয়ান

কর্টেয-সাবাডিয়া।'

'বোঝা উচিত ছিল আমার। চাবুকটা দেখেই বোঝা উচিত ছিল,' বলল জো। 'দেখ তো, পোস্টারে বলা আছে না সাবাডিয়ার কাছে সব সময় চাবুক থাকে একটা, গায়ে লাগলে মনে হয় সাপে ছোবল দিয়েছে?' জানতে চাইল টম্পসন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল হ্যাপ। 'লুকাস পিটম্যানকে নিয়ে অত ব্যস্ত না থাকলে তুমি নিজেই ভেদ করতে পারতে রহস্যটা। তোমার হয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হত না।'

'দুঃখিত,' বলল কর্টেয। 'আপনারা যদি কথা দেন আমাকে আটকাবেন না,' হাতের রিভলভারটা নাচাল ও, 'এটা সরিয়ে ফেলতে পারি আমি।'

জো টম্পসন কথাটা ভাবল মনে মনে। 'সত্যি, তখন তুমি অত লোকের বিরুদ্ধে আমার পাশে এসে না দাঁড়ালেও পারতে...'

'আহ্, তুমি চুপ কর তো, জো,' শেরিফের কথার মাঝখানে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল হ্যাপ। 'মাঝে মাঝে তুমি আমাকে ভীষণ কষ্ট দাও! দেখতে পাচ্ছ না, এ লোক সাধারণ কোন আসামী না? সীমান্তের ওপাশে বহুলোকের চোখে ও জাতীয় বীর। আমার ধারণা তোমাকে দেশছাড়া করেও আশ মেটেনি ডায়াযের, তোমাকে ছোট করার জন্য পোস্টারও ছাপিয়েছে।' ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল হ্যাপ। 'জাতীয় বীরের বিরুদ্ধে হ্যাণ্ডবিল, হুঁঃ!'

কর্টেয স্মিত হাসল।

'আলবত কথা দেবে ও,' খেই ধরল হ্যাপ। 'আটকাবার চেষ্টা করলে আমি নিজে তোমাকে জেলখানা ভেঙে উদ্ধার করব না!' টম্পসনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল বুড়ো। 'ও স্রেফ একটা কাঠখোট্টা পুলিস অফিসার-'

'আহ্, হ্যাপ,' ভর্ৎসনা করল টম্পসন। কর্টেযের মুখের ওপর থেকে এতক্ষণ মুহূর্তের জন্য চোখ সরায়নি ও। 'ঠিক আছে, মিস্টার। পিস্তল রেখে দিতে পার তুমি। ইচ্ছে হলে চলে যাও, আমি বাধা দেব না। তবে আমার হাতে এই খুনের মামলাটা না থাকলে হয়তো আমি অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিতাম। আমেরিকায় ডাকাতদের সঙ্গে কোনরকম খাতির নেই। সে মেক্সিক্যানই হোক আর যে-ই হোক।'

উল্লাসে দুহাত শূন্যে ছুঁড়ল হ্যাপ। 'শেরিফ, তুমি একটা নিরেট খচ্চর-তবে সৎ।'

'তুমি থামবে,' টম্পসন বিরক্ত।

একদিকে সরে গেল বুড়ো, বসল চুপটি করে। নীরব প্রতিবাদে থেকে থেকে কাঁপছে ওর গাল। তবু নিরুত্তর রইল।

হ্যাণ্ডবিলটা তুলে নিল টম্পসন, পড়তে লাগল মনোযোগ দিয়ে। আবার জানালায় ফিরে গেল কর্টেয, নজর রাখল রাস্তার ওপর। রিভলভারটা হোলস্টারে রেখে দিয়েছে ও, চাবুক গুঁজে রেখেছে বেল্টে, হাত দুটো বুকের কাছে বাঁধা। হ্যাণ্ডবিলটা পড়ে এর বক্তব্য হজম করতে ঝাড়া পাঁচটা মিনিট লাগল টম্পসনের।

'এখানে বলা হয়েছে তোমার দেশের নিরীহ লোকজনকে হত্যা করেছ তুমি,' শেরিফের কণ্ঠে অভিযোগ।

'মিথ্যে অজুহাত,' মৃদু গলায় বলল কর্টেয, রাস্তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে। 'নিরীহ জনগণকে যারা খুন করেছে, কেড়ে নিয়েছে তাদের জমি-আমি শুধু

তাদেরকেই মেরেছি। খুন করেও ওরা পার পেয়ে গেছে, সিনর, কারণ ওদের ওপর তার আশীর্বাদ।'

'ডায়ায?'

'সি।'

'এখানে আরও বলা হয়েছে,' হ্যাণ্ডবিলের প্রসঙ্গে ফিরে এল টম্পসন, 'তুমি অবৈধ উপায়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছ। তোমার কাজকারবার ডাকাতি ছাড়া কিছুই না-বিপ্লবের কথাবার্তা আসলে একটা মুখোশ।'

কর্টেয ঘুরে দাঁড়াল। জো টম্পসনের দিকে তাকাল সে। সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল ও, স্থির স্বচ্ছ দৃষ্টি। 'সিনর, হ্যাণ্ডবিলে লেখা থাকলেই কথাটা সত্যি হয়ে যায় না।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' মাথা চুলকাল টম্পসন। 'তবু দশ হাজার ডলার। একেবারে কম টাকা না।'

'টাকা ওর কাছে কোন ব্যাপার না, শেরিফ। সমস্ত দেশ যখন ওর পদতলে অনাহারে ধুঁকছে তখন টাকার কী মূল্য?'

'তবু-'

জানালা থেকে সরে এল কর্টেয। হ্যাপের পানে তাকাল ও, তারপর জো টম্পসনের দিকে। 'অ্যাডিওস,' বলল মৃদু স্বরে।

দরজার দিকে পা বাড়াল কর্টেয।

'শোন, সাবাডিয়া, দাঁড়াও একমিনিট!' বলল হ্যাপ। উঠে কর্টেযের পাশে চলে এল সে। 'তুমি জান না, টেক্সাসের সমস্ত বন্দুকবাজ বাউন্টি হান্টার ওই পুরস্কারের লোভে তোমার পিছু নেবে?'

'জানি।'

'তাহলে নিজের ভাল চাও তো চাবুকটা লুকিয়ে ফেল। ওটাই তোমার মরণফাঁদ।'

ভুরু কোঁচকাল কর্টেয, পরমুহূর্তে মাথা ঝাঁকাল ওপর নিচ। 'ঠিক। আর একবার আপনাকে ধন্যবাদ, আংকল।'

'হ্যাপ। আর ওসব আংকল টাংকল ছাড়-সত্তর বছর বয়সেই বুড়ো বানিয়ে দিতে চাও আমাকে।'

'ধন্যবাদ, হ্যাপ। চাবুকটা ব্যবহার করার সময় আমার খেয়াল থাকবে।'

'খেয়াল থাকার কথা তো বলিনি আমি। বলেছি কেউ যেন বুঝতে না পারে ওটা ব্যবহারে তুমি এতটা দক্ষ। সবচেয়ে ভাল হয় লুকিয়ে রাখতে পারলে।'

জো টম্পসন একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল ওদের কথাবার্তা, ওর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্লেষণ করছিল অপেক্ষাকৃত তরুণ লোকটির চরিত্র।

'এখান থেকে কোথায় যাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি না। যাব কোথাও একটা,' কর্টেয বলল।

'টাকা পয়সা আছে সঙ্গে?'

'অল্প কিছু।'

কাছে সরে এল টম্পসন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হুয়ান কর্টেযের চোখের তারায়।

'বাছা, তোমার যদি অন্য কোথাও কাজ না থাকে, কোলিতেই তোমাকে ব্যবহার করতে পারি আমি।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল হ্যাপ। 'আমি যা ভেবেছিলাম, তুমি দেখছি, তার চেয়ে পাগল!'

'হ্যাপ!' শাসন করল টম্পসন।

'উনি ঠিক কথাই বলছেন, শেরিফ।'

'কীভাবে ঠিক বলল? আমার সহকারীর পদটা তোমাকে দিতে চাই আমি। হুলিয়ার ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই–ওটা তোমার আর মেক্সিকোর রাষ্ট্রপ্রধান ডায়াযের সমস্যা। আমার দৃষ্টিতে তুমি একজন স্বাধীন সুনাগরিক। তোমার একটা চাকরি দরকার, আর আমার দরকার বিশ্বস্ত লোক।'

'ধন্যবাদ,' বলল কর্টেয। 'কিন্তু আমার পক্ষে সেটা নেয়া সম্ভব না। কাজটা করতে ভয় পাচ্ছি তা কিন্তু না, সিনর।'

'জানি, কিন্তু বাধাটাই-বা কোথায়?' জানতে চাইল টম্পসন।

'এতে করে আপনার ঝামেলা আর একটু বাড়বে।'

'সে ভাবনা আমার,' টম্পসন জেদ করল।

'না।'

'আমার কোন কথাই কি তোমার মত পালটাতে পারবে না?'

'না।'

বুকভরে শ্বাস টানল জো টম্পসন, টুপিটা নামাল মাথা থেকে। বসল ডেস্কের কিনারে। 'বাছা, আমার সাহায্য দরকার। স্যাল পিটম্যান ধনকুবের। এই শহরের মানুষ ঘৃণা করে তাকে। ওদের অনেককালের রাগ ওর ওপর। যা কিছু করেছে আইনের বলেই করেছে, তবে লোকটা ভীষণ রুক্ষ, গোঁয়ার। অনেক কষ্ট দিয়েছে সে এলাকাবাসীদের মনে। এবার ওরা ওর একমাত্র সন্তান লুকাসকে পাকড়াও করেছে। বিনা প্ররোচনায় এক নর্তকীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে ও।

'পিটম্যানকে চেনে কোলির লোকেরা, ওর কাজের ধরন ধারণ জানে। ওরা ভয় করছে একগাদা ঝানু উকিল নিয়ে এখানে এসে হাজির হবে সে। বেকসুর খালাস পাবে ওর ছেলে। ভয় সন্দেহ আর বিকৃত সাহস–সব তালগোল পাকিয়ে গেছে এই শহরে।

'শহরের লোকেরা চাইছে তাদের এতদিনের অপমানের ঝাল তুলতে। স্যাল পিটম্যানের সঙ্গে বরাবর হতে। ওদের ভয় অতীতে যেমন করেছে এবারও তেমনি আইনকে কাঁচকলা দেখাবে পিটম্যান। তাই ওদের মধ্যে কেউ কেউ লুকাসকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে চাইছে। যদিও ওই লোকগুলো যে সবাই খারাপ তা না, ওদের মধ্যে আমার দু-চারজন বন্ধুও আছে–এবং জানে এটা করতে গেলে আমি প্রাণপণ বাধা দেব। আবার অন্যদিকে,' পানির গামলার কাছে উঠে গেল টম্পসন, একঢোক খেয়ে বলল, 'অন্যদিকে ওরা জানে ছেলেটাকে ওরা যদি ফাঁসিতে ঝোলায় পিটম্যান ছারখার করে ফেলবে গোটা শহরটাকেই।

'তাই বেশির ভাগ লোকই বিচারের পক্ষে। কিন্তু যেহেতু ওদের আশঙ্কা এবারেও

পিটম্যান তার কোন একটা চাল খাটিয়ে কিস্তিমাত করবে, ওরা আগেভাগে সে রাস্তা বন্ধ করতে চাইছে।'

'বড্ড গোলমেলে ছবি,' বলল কর্টেয।

'প্রতিহিংসার ছবি,' ভারাক্রান্ত গলায় বলল টম্পসন। 'পুরো ব্যাপারটাই স্যাল পিটম্যানের ওপর বদলা–বাইরে যে দলটাকে দেখলে ক্ল্যারা ক্যযির ব্যাপারে তাদের কোনরকম সহানুভূতি নেই। ওরা শুধু চাইছে এই সুযোগটাকে ওদের প্রতিহিংসার স্বার্থে ব্যবহার করতে। বুঝেছে এটাই ওদের মোক্ষম মওকা, তাই ভয় পেলেও হাতছাড়া করতে চাইছে না সেটা।'

হ্যাপ দেহের ভর বদল করল। কর্টেয অনড়, ভাবলেশহীন চোখে দেখছে জো টম্পসনকে।

'পিটম্যান ব্যবসার কাজে সেন্ট লুইতে রয়েছে। নইলে, আমার ধারণা, এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত সবকিছু। তবে আসছে সে, পথে দল ভারি করছে ভাড়াটে বন্দুকবাজদের জুটিয়ে। যে তিনজন তোমার ঘোড়া চুরি করেছিল তারাও ওর ভাড়াটে বন্দুকবাজ। তুমি সবই শুনলে, বাছা: পিটম্যান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে করেই হোক তার ছেলেকে উদ্ধার করবে সে, কোলির লোকেরাও আদাজল খেয়ে লেগেছে ওকে ঝুলিয়েই ছাড়বে। আর আমি পড়েছি এ দুপক্ষের মাঝে আটকা। আমার দায়িত্ব আইনের যেন কোনরকমে বরখেলাফ না হয় তা নিশ্চিত করা।'

'কেন?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

'কারণ চাকরিতে ঢোকার সময় আমার শপথ। জীবন বাজি ধরেছি এজন্য। আইনই আমার জীবনের সব–কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি একে রক্ষা করতে হলে সবাইকে সমান অধিকার দিতে হবে, লুকাস পিটম্যানের মত সাড়ে হারামজাদারও অধিকার আছে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবার।'

'জো টম্পসন,' দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল হ্যাপ, 'তোমার ওয়াশিংটনে ধরনা দেয়া উচিত। ভাল বলতে পার।'

'মানুষের অধিকার,' মৃদুস্বরে বলল কর্টেয।

'কিছু বললে, বাছা?' প্রশ্ন করল টম্পসন।

'ন্যায় সুবিচার এসবের জন্য আমিও লড়েছি, সিনর,' বলল কর্টেয। 'এখন এগুলো আমার কাছে স্রেফ কতকগুলো কথার কথা।'

'আমার কাছে না,' বলল টম্পসন। 'প্রলাপের মত শোনাবে, কিন্তু সত্যি বলছি, সাবাডিয়া, আমেরিকাকে আমি দেখতে চাই ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে।'

'সি। তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আংকল হ্যাপের কথাই ঠিক। রাজনীতিতেই আপনাকে মানাত ভাল।'

'আমার বলা কিন্তু শেষ হয়নি এখনও।'

'আমার এবার যেতে হয়,' দরজার উদ্দেশে ঘুরে, বলল কর্টেয।

'আমি দুঃখিত, সাবাডিয়া,' সহসা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল জো টম্পসন। 'তোমাকে অনুরোধ করার আগে আমার ভাবা উচিত ছিল এই শহরটার সাথে তোমার নাড়ির কোন যোগ নেই। এটা তোমার দেশ নয়।'

'একজন দেশপ্রেমিক তার হৃদয়ের টানে কাজ করে, সিনর। আমার হৃদয় আমি

রিও গ্র্যাণ্ডের দক্ষিণ পাড়ে ফেলে এসেছি–মেক্সিকোতে।'

'বুঝতে পারছি।'

'আমি থাকতাম। কিন্তু এই কাজটা হবে ঠাণ্ডা, সিনর। আমার মনের সঙ্গে কোন যোগ থাকবে না এর। কাউকে লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করতে হলে তার শরীরে উষ্ণ রক্তস্রোতের প্রয়োজন হয়। যেমন...'

'যেমন তোমার ঘোড়া চুরি যাবার পর হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। তাই, আংকল।'

এতক্ষণে জো টম্পসন উপলব্ধি করল হুয়ান কর্টেয ওরফে সাবাডিয়ার কাছে কী অসম্ভব প্রস্তাব রেখেছে সে। আর একটা দেশের মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের সমস্যা নিয়ে কর্টেযের কোন মাথাব্যথা থাকতে পারে না। তার প্রস্তাব যদি গ্রহণ করত মেক্সিক্যান, তবে সেটা হত একজন বন্দুকবাজ ভাড়া করবারই সামিল–ঠিক এমুহূর্তে যা করছে পিটম্যান।

'শেরিফ, আপনি কি একজন পিস্তলেরোকে সঙ্গে নেবেন?' কর্টেয প্রশ্ন করল। 'টাকার জন্য যে সবকিছু করতে পারে? এটাই যার পেশা?'

'ওভাবে কথাটা বলিনি আমি,' বলল টম্পসন।

'জানি,' জবাব দিল কর্টেয। 'আমি জানি, শেরিফ। সেজন্যই আমার আপত্তির কারণটা ব্যাখ্যা করে বললাম আপনাকে।'

দরজা খুলে বাইরে পা রাখল সে। 'তাহলে চলি, শেরিফ টম্পসন, আংকল, আর একবার ধন্যবাদ আপনাদের–এবং অ্যাডিওস।'

কপাট বন্ধ করে দিল ওরা, ঘুরল জানালার দিকে। দেখল স্ট্যালিয়নটার কাছে হেঁটে গেল ও, রেকাবে পা রেখে চাপল স্যাডলে, মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেল কোলি থেকে।

'সাবাডিয়া!' অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা শ্বাসটা হুস্ করে একবারে ছেড়ে দিল হ্যাপ। 'শালা! মাঝরাস্তা দিয়ে ওকে যখন হেঁটে আসতে দেখেছিলাম তখনই আমি টের পেয়েছিলাম লোকটা সাংঘাতিক একটা কিছু না হয়েই যায় না। সাবাডিয়া–স্বচোখে দেখলাম আজ–এবং রিয়্যাল অ্যাকশনে।'

'আচ্ছা, হ্যাপ, তুমি কি কখনও ভেবে দেখছ, অন্তত একটিবারের জন্যেও ভেবেছ, তোমাকে যদি তোমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বলা হয় আর কোনও দিন ফিরতে পারবে না তুমি, কেমন লাগবে তোমার?'

'কে, কে এমন কাজটা করবে তাই শুনি?' চটে উঠল হ্যাপ।

জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না জো টম্পসন। জানালা থেকে সরে গেল ও। 'যাই, এইবেলা একটু ঘুমিয়ে নিই, আবার একটা রাত জাগতে হবে।' টান মেরে বুটজোড়া খসিয়ে ফেলল সে। মাটিতে ফেলবার আগে একটু থেমে তাকাল তিন ইঞ্চি গোড়ালি দুটোর দিকে। 'ছেলেটাকে আমার ভাল লেগেছে, সাচ্চা লোক।'

হ্যাপের দিকে পলক তুলল টম্পসন। 'ও, ভাল কথা। এখন থেকে তুমি আমার ডেপুটি। মজুরি পাবে।'

'আমি! কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'আমার ব্যাজ কই?' বুড়োর গলায় অসন্তোষ।

খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল টম্পসন। 'ওপরের ডানদিকের ড্রয়ারে আধডজন আছে। একটা তুলে নাও। না, দুটো। কিন্তু জানালা থেকে নড়বে না–আর তেমন মারাত্মক কিছু না দেখলে জাগাবে না আমাকে।'

'আচ্ছা, জো, আমি যদি তিনটে ব্যাজ লাগাই, আমাকে কি তিনজন ডেপুটির সমান বেতন দেয়া হবে?'

জবাব দিল না শেরিফ, মৃদু হেসে পাশ ফিরল। আধপাগলা বুড়োকে এখন কথায় পেয়েছে। সুযোগ দিলে রাত কাবার করে দেবে।

শোয়ামাত্রই ওর ঘুম এল না। একটা পাষাণভার চেপে বসে আছে ওর বুকে। কিছুতেই লিঞ্চ মবের উন্মত্ততাকে ভুলতে পারছে না ও। স্যালুনের মৃত্যুদৃশ্যটা বারবার ভেসে উঠছে চোখে। আর একটা মুখ–সে মুখ হুয়ান কর্টেযের।

নিঃসঙ্গ ট্রেইলে চলছে লোকটা, ভাবল টম্পসন।

একজন মানুষ, এবং একটি দেশ। একজন্মে কোন মানুষেরই দুটো পিতৃভূমি হয় না, এই প্রথম সত্যটা উপলব্ধি করল সে।

হুয়ান কর্টেযের ক্ষেত্রে সেই দেশ মেক্সিকো। কিন্তু এখন তা ওর জন্য রুদ্ধ।

সত্যিই, ছেলেটাকে ভাল লেগেছে আমার, গাঢ় ঘুমে অচেতন হবার আগমুহূর্তে আপনমনে বলল জো টম্পসন।

ছয়

সেই রাতে চাঁদ ছিল। বিরাট থালার মত, হেলে পড়ে ঝুলছিল আকাশে। উজ্জ্বল, মনোরম। এমন সুন্দর চাঁদ জীবনে আর কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না অশ্বারোহীর।

এবছর কুয়াশা তাড়াতাড়ি আসবে, ভাবল সে।

কথাটা ওর বাবা হরহামেশা বলতেন। আর ওর মা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাতেন তাতে, তারপর উনানের পাশে খেলায় বিভোর ছেলের প্রতি ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে নীরব দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা করতেন তাকে।

দেশের বাড়ি বন্ধুবান্ধব মেক্সিকোর কথা না ভেবে থাকতে পারে না ও। কোন মানুষ যে এতটা একলা হতে পারে এর আগে সে কোনও দিন টের পায়নি।

টিমোটিও, দারিও, অ্যাম্ব্রসিও। এই নামগুলোকে চিনতে, বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ও। মেক্সিকো থেকে ও পালিয়ে আসবার সময়, পথে ওই তিনজনই ছায়ার মত পাহারা দিয়েছে ওকে।

স্ট্যালিয়নের গতি মন্থর করল অশ্বারোহী, তারপর থেমে একটা পা ভাঁজ করে রাখল পমেলের উপর। চাঁদের দিকে তাকাল সে, কিন্তু ওর চোখে ভেসে উঠল ওর দেশের উত্তপ্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলোর স্মৃতি; দেখতে পেল প্রচণ্ড রোদে বাবার সঙ্গে ও পাহাড়ে গেছে বুনো ঘোড়াগুলোকে ধরে করিডায় ফিরিয়ে আনতে। কোরালের দেয়াল

ঘেঁষা একচালাটাকে ওই নামেই ডাকত ছেলেটা। এবং তারপর, সেই বুনো ঘোড়াদের বশ মানাবার সে কী প্রাণান্ত চেষ্টা। ওইসব সময় ভয় করত ওর—মৃত্যুভয়।

চাঁদটাকে অপলকে দেখছে অশ্বারোহী, কিন্তু ওই হেলেপড়া চাঁদকে ছাড়িয়ে সে তলিয়ে গেছে তার ভাবনার অতলে। তার নৈঃসঙ্গ্য, সোনার হরিণ ধরবার প্রতি অসীম ব্যাকুলতা তাকে ক্রমশ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্মৃতির গভীরে⋯

জেনারেল ভূমিসংস্কারের অঙ্গীকার করেছেন।

কিন্তু ঘোড়সওয়ারের, এবং তার মত আরও অনেকেরই বিশ্বাস, জেনারেলের ওয়াদা সত্ত্বেও বড় বড় ভূস্বামীদের দৌরাত্ম্য তিলমাত্র কমেনি।

এরপর সেই রাতের কথা মনে পড়ল ওর, যে রাতে টিমোটিও, দারিও আর অ্যাম্ব্রসিও ওর বাসায় এসেছিল, তেরেসার কাছ থেকে ওর ফিরে আসবার অপেক্ষায় কোরালের অন্ধকারে বসেছিল ওরা।

'আমরা সংখ্যায় অনেক!'

'তোমাকে আসতে হবে!'

'তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। তুমি ঘোড়া চেন, পাহাড়ে কোথায় পাওয়া যাবে ওদের জান।'

প্রথমে বিশ, পঞ্চাশ, তারপর একশ। এবং তারপর, চূড়ান্ত পর্যায়ে, দেড়শ—কিন্তু ওই পর্যন্তই, আর বাড়েনি। ফেডারেলরা অগুনতি, সুপরিচালিত। জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে।

স্যাডলের ওপর কুঁজো হয়ে বসল অশ্বারোহী। কী লাভ হয়েছে? সত্যিকার অর্থে কোন পরিবর্তন কি এসেছে?

আসেনি।

শূন্যে ঠেকেছে সবকিছু। এই হাল হয়েছে তার। ঠাঁই হয়েছে হেলেপড়া চাঁদের নিচে—সে এখন একজন মামুলি ভবঘুরে।

তামাউলিপা, কোয়াহুইলা, শিহুয়াহুয়া গ্যারিসন আক্রমণে যারা আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের মধ্যে তার নামও যোগ হলে ভাল হত। ভূস্বামীদের হামলা করেছে ওরা—মারাও গেছে প্রচুর। শেষের দিকে, যখন নিহতদের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে নতুন কেউ এগিয়ে আসছিল না, ফেডারেল সেনা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে হ্রাস করছিল ওদের শক্তি, তখন প্রতিটা লড়াইতে পুরোভাগে থেকেছে সাবাডিয়া। কিন্তু সামান্য দু-একটা জখম ছাড়া সেরকম গুরুতর আঘাত সে পায়নি। মৃত্যু ঘেঁষেনি তার কাছে। অন্যদের কাছে এসেছে। লুতেরো, মার্কোস, লুই, জর্জ—এমনি সব নাম, পরিচিত মুখ। ওদের সবাইকে মনে আছে ওর। একটা মুখও ভুলতে পারেনি, কিংবা ওদের নামকে।

ঠিকানাবিহীন মানুষ যেভাবে এগোয়, চাঁদের দিকে তাকিয়ে, নির্জন মরুপ্রান্তরের বুক চিরে অনিশ্চিতের পথে ধাবিত হলো অশ্বারোহী। ওর স্মৃতিতে একের পর এক উঠে আসছে বিভিন্ন জায়গার নাম, দিন-তারিখ-সময়। চেনামুখের মিছিল।

কেন?

প্রশ্নটা ঝুলে রইল ওর মাথায়, যেমন ঝুলছে চাঁদ—হেলেপড়া, মনোরম। অশ্বারোহীর কাছে, চাঁদটাকে ঝলসান রুটির মত মনে হয়। নির্বোধ অথচ নিঃশঙ্ক এক যোদ্ধার স্মৃতির আগুনে ওই চাঁদের শরীরটা যেন জ্বলছে হাপরের মত। কাজটা

অন্যভাবে করা উচিত ছিল, এখন বুঝতে পারছে সে। কথা দিয়ে—জ্বালাময়ী অফুরান কথা দিয়ে। ফেডারেল সেনার অত্যাচারের মুখে প্রয়োজন ছিল অনমনীয় অথচ অহিংস মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের।

আইনের পথে করা উচিত ছিল কাজটা।

অস্ত্রের ভাষায় নয়।

কিন্তু কী করবে ওরা: তারুণ্যের আবেগকে সুশৃঙ্খল করবার মত সেদিন তো কেউ ছিল না ওদের সঙ্গে।

কত ক্ষতি হয়েছে? একেবারে কম করে ধরলে, নিজের জন্মভূমিতে বাস করবার অধিকার হারিয়েছে ও; হারিয়েছে ওর প্রেমকে, ফেডারেল বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে তেরেসা; নিজের রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছে অগণিত মানুষ।

লাভের পরিমাণ?

চেতনা! বিশ্বাস!

যে বিশ্বাসের জন্য নিজেদের জীবনকে বাজি রেখেছিল ওরা, যার বাস্তবায়ন ছিল ওদের একমাত্র স্বপ্ন তাকেই হারিয়েছে। ওই লক্ষ্যের সামনে তাদের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, জীবন সবই ছিল গৌণ। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্র আত্মত্যাগ স্বীকারে দোষ কোথায়?

কিন্তু সব শেষ হয়ে গেছে এখন, এবং সেই সাথে স্বেচ্ছাচারের কাছে হার মেনেছে ন্যায়ের সংগ্রাম। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সামনে পদদলিত হয়েছে আইন। যুক্তি নতি স্বীকার করেছে আবেগের কাছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিহত।

হেলেপড়া চাঁদকে দেখা বন্ধ করল অশ্বারোহী। স্মৃতির দুয়ার লাগিয়ে দিল সে। ব্যর্থতার তিক্ত স্বাদে মুখটা ওর তেতো ঠেকছে।

স্ট্যালিয়নের রাশ টেনে অশ্বারোহী যখন স্যাডল থেকে নামল তখন প্রায় দুপুর রাত। নিজের অজান্তেই, ঝটপট ছোট করে আগুন জ্বেলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কফি তৈরি আর মাংসের জার্কি ঝলসাতে।

এক এক করে সব ঘটনা মনে করছে ও; শিহুয়াহুয়াতে সে যখন প্রায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, আর তেরেসার সাথে তার একান্ত মুহূর্তগুলোর তাতান স্মৃতি মনে করবার সময় ওর চোখ বুজে এল। গ্যারিসনের অস্ত্রগুলো কবজা করতে পারলে অনেক লোককে দলে পেত ও। স্ট্যালিয়নের পিঠে বসা পুরোভাগের লোকটার ভূমিকা উলটেপালটে বিচার করল অশ্বারোহী। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল ওর বুক ঠেলে। তখনকার ভুলেই ওর আজকের এই পরিণতি।

তারপর সহসাই, ওর স্মৃতির কোন এক গহিন কোণে ওই চেতনা বিশ্বাসের অর্থ রূপ পেতে শুরু করল। কৌলির লিঞ্চ মবে দেখা মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর চোখে। ওই সব মুখই কি সে গ্যারিসনে উচ্ছৃঙ্খল জনতার মাঝে দেখেনি? যে পিস্তলেরো ওর ঘোড়া চুরি করেছিল তার সঙ্গে কি একজন ফেডারেল অফিসারের চেহারার কোনও তফাত আছে? ওই লোকটার সাথে অন্য যে দুজন ছিল তাদের চেহারা কি শক্তিমান প্রভুর পা-চাটা কুকুরের মত নয়? সবশেষে, জো টম্পসন আর হ্যাপকে দেখতে পেল ও। রণক্ষেত্রে ওর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা লড়েছে তাদের মধ্যেও কি অবিকল ওরকম চেহারা দেখেনি সে?

স্যল পিটম্যানের মত মানুষ কেমন হয় অশ্বারোহী জানে। ক্যাফে ক্যান্টিনায় ওদের সুপুত্রদের ও দেখেছে।

আগুনের আলোয় বসে একবার শিখা তারপর চাঁদের দিকে তাকিয়ে অশ্বারোহী ভাবল ওর সঙ্গে যাদের চিন্তাভাবনার মিল আছে তাদের যদি পরপার থেকে কথা বলার ক্ষমতা থাকত, এরকম অবস্থায় কী বলত ওরা? লুতেরো, মার্কো, লুই, জর্জ?

আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তের যে পাশেই থাকুক সাবাডিয়া, ওদের বক্তব্যে কি তাতে হেরফের হত? শয়তানের চেহারা সে নিজেই যখন সনাক্ত করতে পেরেছে তখন সাবাডিয়ার সামনে কি আর কোন পথ খোলা আছে? এই শয়তানের বিরুদ্ধেই কি সাবাডিয়া চিরদিন লড়ে আসছে না?

দেশ যা-ই হোক তার বিশ্বাসটা কি বদলে যাবে তাই বলে, হুয়ান কর্টেয, সাবাডিয়া?

লড়াইটা, শেরিফ টম্পসনকে তুমি বলেছ, তোমার জন্য হবে নিরুত্তাপ, শীতল।

কতটা শীতল, সাবাডিয়া? তোমার চেতনাকে দমিয়ে দিতে রিও গ্র্যাণ্ডের বুকে একটা সূক্ষ্ম রেখাকে সুযোগ দেবে তুমি? ওরকম একটা সূক্ষ্ম রেখা, এত সূক্ষ্ম যে আজ পর্যন্ত কেউ তা দেখতে পায়নি এবং হয়তো ভবিষ্যতেও পাবে না, তোমার আবেগ তোমার জীবনকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আর তুমি, সাবাডিয়া, নীরবে সহ্য করবে তাই?

জো টম্পসন যে ন্যায়ের পক্ষে লড়ছে এ-ব্যাপারে কি তোমার কোন সংশয় আছে?

তুমি কি চাও অন্যায় অবিচার জয়ী হোক কোথাও?

সাবাডিয়ার বন্দুক চাবুক অর্থের বিনিময়ে কেনা যাবে, একটিবারের তরেও কি এই চিন্তা ঠাঁই পেয়েছে তোমার মনে?

না!

হুয়ান কর্টেয আর জো টম্পসনের সংগ্রামের মাঝে কোন পার্থক্যই যখন নেই তখন তো বিনা পারিশ্রমিকেই সাহায্য করতে পারতে তুমি।

রিও গ্র্যাণ্ডের মধ্যবর্তী ওই সূক্ষ্ম রেখার একদিকের লড়াইটা বড়। অন্য পাশেরটা ছোট-তফাত শুধু মাপের। যাও, সাবাডিয়া, যাও।

উঠে দাঁড়াল অশ্বারোহী। ঝটপট লাথি মেরে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল সে, পটের তলানি কফিটুকু ছাইয়ের গাদায় নিক্ষেপ করে এগোল স্ট্যালিয়নের দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজের ট্রেইল মাড়িয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ফিরে চলল সে কোলির উদ্দেশে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের অনন্ত আপসহীন সংগ্রামে যোগ দিতে। নিজের অস্ত্র শক্তিকে ওই সংগ্রামে শরিক করবে ও-আবার নামবে সাবাডিয়া পিস্তলেরোর ভূমিকায়।

রিও গ্র্যাণ্ডের এপাশে আসবার পর থেকেই যে কণ্ঠস্বরগুলো অবিরাম শুনতে পাচ্ছিল ও এখন কোলির দিকে ফিরতি পথ ধরায় লুতেরো, মার্কোস, লুই, জর্জের সেই ডাক থেমে গেছে।

দূর-পাহাড়ের ওপাশে চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ, তবু পথের রেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল অশ্বারোহী, তাই স্ট্যালিয়নের গতি বাড়াতে দ্বিধা করল না।

সাত

কোলির উত্তরে, মরুভূমির বুকে নিজের তাঁবুতে একাকী বসে আছে স্যল পিটম্যান। সেন্ট লুই থেকে ঝড়ের বেগে এখানে ছুটে এসেছে সে। লুকাস যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেদিনও সে এভাবে ছুটে গিয়েছিল ডাক্তারের বাড়ি। একুশ বছরের ব্যবধানে দুবার স্যল মরিয়া হয়ে পথে নেমেছে-দুবারই ছেলের জন্য কথাটা মনে হতেই পিটম্যানের কপালে ভাঁজ পড়ল।

টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা টিমটিমে লণ্ঠন. আঙুলের ফাঁকে নিভু নিভু সিগার, হাতের কাছে ব্র্যাণ্ডির বোতল, অর্ধেকটা খালি। থমথম করছে টেক্সাস এলাকার সবচেয়ে ডাকসাইটে বাথান মালিকের চেহারা। লুকাসই তার জীবনের সব, ওর জন্য সবকিছু করতে পারে সে, গত দুঘণ্টায় এই সত্যটা দুবার উপলব্ধি করেছে পিটম্যান। প্রথমবার, ওকে ভূমিষ্ঠ করাতে ডাক্তারের কাছে ছুটে গিয়েছিল, আর এবার কোলিতে ছুটে যাচ্ছে তার জীবন বাঁচাতে। লুকাসকে কেউ কাঠগড়ায় তুলুক, এটা তার কাম্য নয়; তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে সেন্ট লুইয়ে ওর সেরা আইনজীবীর কাছে তলব পাঠিয়েছে পিটম্যান-তার অন্য পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হলে কাজে লাগাবে ওকে।

টেবিলের একপাশে, যেখানে ডিনারের উচ্ছিষ্ট থালাবাসন ঠেলে দিয়েছে ও তার ধারে, ওর গানবেল্টটা পড়ে আছে। বাড়ি থেকে পালাবার সময় ওর বাবার ড্রয়ার থেকে ওই রিভলভারটাই চুরি করেছিল পিটম্যান। হাড়ের বাঁটে সাতটা পরিষ্কার দাগ রয়েছে, খোদাই করা, এখন মসৃণ হয়ে গেছে কালের ঘষায়।

তবে দাগগুলো ঠিকই রয়েছে। সাতবার বেরিয়েছে এবং সাতবার ফিরে এসেছে। একজন মানুষের জীবনালেখ্য ফুটে উঠেছে ওর রিভলভারের বাঁটে।

প্রবাদটা বহুবার শুনেছে ও। স্যল পিটম্যানের ধারণা একেবারে মিথ্যে নয় এটা; হোটেল বা স্যালুনের ছায়ায় বসে বুড়োরা যেসব অদ্ভুত গল্প করে সেগুলো ছেলেভুলান ছড়া মনে হলেও আসলে তা না-সত্য কাহিনি।

রিভলভারের বাঁটটার দিকে হাত বাড়াল ও, স্পর্শ করল দাগগুলো। বহুকাল পর ওগুলোর প্রতি আবার ওর খেয়াল পড়ল। তার জোয়ান বয়সের সাক্ষী ওরা···ইওডোরা তখন যুবতী···লুকাস শিশু।

সাতবার। এর মধ্যে একবার, মাত্র একবারই, কোন সুযোগ দেয়নি বিপক্ষকে। বাকি ছজন, বদরাগী কার্স মেলন থেকে শুরু করে পাদ্রি, ওই নামেই নিজের পরিচয় দিয়েছিল ভবঘুরে লোকটা। ছনম্বরে ওর পালা আসে, একবার এক ক্যাটল ড্রাইভের সময় চোখ রাঙিয়ে পিটম্যানের গরু ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেছিল লোকটা। কার্স মেলন থেকে পাদ্রি। দুজনের মাঝখানে মরগ্যান ভ্রাতৃদ্বয়, আলফ ও ট্রিপ। জুয়ার টেবিলে ঝগড়া, জোচ্চুরি করেছিল। চার। আরও দুজন। সিম্প ড্রেটন-কিলিংকুলের পিস্তলবাজ শেরিফ। ওকে মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল সে। এবং তারপর ল্যাসকোতে পিয়ার্স বাক্সম্যান। ল্যাসকো তখন একটা ছোট্ট কাউ ক্যাম্প।

দক্ষিণপশ্চিমের বিশাল বাথান অঞ্চলে যাবার পথে ক্লান্ত গরু ব্যবসায়ীদের বিশ্রামস্থল; প্রতিবারেই আত্মরক্ষার খাতিরে পিস্তল ধরেছে ও। তবে সপ্তম, অর্থাৎ শেষবারেরটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন।

পিটম্যান বাঁটের শেষ কাটাচিহ্নটা স্পর্শ করল। কালের গ্রাসে অন্যগুলোর মতই মসৃণ হয়ে গেছেঃ একজন কুখ্যাত লোকের পরিণতি বহন করছে দাগটা–ক্যারোলাইনা উইলবার বও। ছজন মহিলাকে ধর্ষণ করে ও, ইওডোরা পিটম্যান তাদের একজন।

একনাগাড়ে এগার দিন পথ চলে পিটম্যান পাহাড়ি প্রান্তরে খুঁজে পায় ওর দুশমনকে। সাপের কামড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ধুঁকছিল লোকটা। এমনিতেও মারাই যেত–পিটম্যান ওর মাথার পেছনে গুলি করে মৃত্যুটা আর একটু ত্বরান্বিত করেছিল কেবল।

পিটম্যানের ঐশ্বর্যের একটি কপর্দকও উপার্জিত হয়নি ওই রিভলভারটার সাহায্যে। যখনই কোন লোকের উদ্দেশে গুলিবর্ষণ করেছে ওটা, সেটা হয় ওর আত্মরক্ষার জন্য অথবা ওর পরিবারের নিরাপত্তাবিধানের তাগিদে।

আজ আবার ডাক পড়েছে ওটার। সস্নেহে হাড়ের বাঁটে হাত বোলাল পিটম্যান। ছিমছাম মেদবর্জিত লম্বা ব্যারেলের বিশ্বস্ত বন্ধু। সাতবার এসেছে। সাতবারই মর্যাদা রেখেছে বন্ধুত্বের। অনেকদিনের সুখ দুঃখের সাথী।

পিটম্যান গড়পরতা উচ্চতার মানুষ। একশ ষাট পাউণ্ড ওজন। ছুঁচাল হাড্ডিসার মুখ। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট। চোখ দুটো বাজপাখির মত, কোটরগত। পাক ধরেছে কাল চুলের ডগায়। যত ছোট করেই ছাটুক, গজাবার সময় ডগাগুলো সাদাই বের হয় সর্বদা। সামনের দিকে টাক পড়ায় লণ্ঠনের ম্লান আলোয় চিকচিক করছে কপাল। এই উনচল্লিশেও স্যল পিটম্যানের দেহের বাঁধুনি অটুট। যেদিন ও প্রথম দক্ষিণে কোম্যাঞ্চে এলাকায় এসে ওইসব ভবঘুরে উপজাতীয়দের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিল তার সাথে ওর আজকের কাঠামোর খুব একটা তফাত নেই।

যদিও কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছেঃ এখন ওর কাপড় আসে নিউ ইয়র্কের সেরা, বনেদি দরজিবাড়ি থেকে; বুটজোড়া ফোর্ট ওঅর্থের টি.এল. ডল্যাঞ্জার কোম্পানির।

বোতলটা তুলে ব্র্যাণ্ডি পান করল পিটম্যান। তাঁবুর বাইরে শোরগোল চলছে, কান খাড়া করল সেদিকে। স্বাভাবিক শান্ত ঢিলেঢালা পরিবেশ। এসময়ের যেকোন কাউ ক্যাম্পেই চোখে পড়বে এরকম দৃশ্য। আলোচনার বিষয়বস্তুও প্রায় এক। নিজেদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছে বন্ধুদের কাছে। কার জীবনে কটা মেয়ে এসেছে তাই বলছে রসিয়ে রসিয়ে। কোলিতে পৌঁছুবার পর কী ঘটবে সে ব্যাপারে জল্পনাকল্পনা নেই কোন। কর্তার কাজের কৈফিয়ত কর্মচারীর চাইতে নেই। এরা পিটম্যানের কর্মচারী–সে যা হুকুম দেবে তাই পালন করবে অক্ষরে অক্ষরে। এই অলিখিত অনুশাসনটি স্যল পিটম্যান তার চেনাজানা অন্য যেকোন লোকের চাইতে ভাল বোঝে। একসময় ও নিজেও ওদেরই একজন ছিল, বহু আউটফিটে চাকরি করেছে, জানে মালিক যখন যা নির্দেশ দেয়, তা-ই করতে হয়।

থিতিয়ে এল বাইরের অলস গুলতানি। পরবর্তী একটা ঘণ্টায় পিটম্যান কোলি আক্রমণের পরিকল্পনাটা সরিয়ে রাখল একপাশে, ওর ট্রাভেল ব্যাগে সেন্টলুইয়ের

আইন উপদেষ্টারা যেসব কাগজপত্র ভরে দিয়েছে, যেকারণে ওর সেন্ট লুইয়ে যাওয়া, সেগুলোর ব্যাপারে ভাবতে শুরু করল। ব্র্যাণ্ডির বোতলটা শেষ করে, ও যখন লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে কাগজগুলো পড়তে নিল, পিস্তল উস্কোখুস্কো চেহারায় নিঃশব্দে পা রাখল তাঁবুর ভেতরে।

পলকে উঠে এল হাড়ের বাঁট লাগান রিভলভারটা, পিস্তল তাঁবুর পর্দা পুরোপুরি সরাবার আগেই তাক করল নিশানা।

'থাম, নইলে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব,' বলল পিটম্যান।

'দাঁড়ান, মিস্টাহ্ পিটম্যান, আমি, পিস্তল, ল্যাসকো থেকে আসছি। আমাকে মনে নেই?'

'পিস্তল?' পিটম্যানের কণ্ঠে সংশয়।

'জি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই ছুটে আসছি, সাহ্।'

'পিস্তল?' বলল পিটম্যান। 'আলোয় এসে দাঁড়াও, টুপিটা নামাও মাথা থেকে। টুপি পরা অবস্থায় আমি আবার চিনতে পারি না কাউকে।'

নির্দেশমত কাজ করল পিস্তল।

'অ, হ্যাঁ, পিস্তল। আচ্ছা, ওটাই কি তোমার নাম?'

'কেউ কেউ অবশ্যি ওই নামেই ডাকে, সাহ্,' লম্বা চওড়া ভণিতা করল পিস্তল। 'তবে আপনি যদি আসল নাম জানতে···'

পিস্তলের কথা শেষ হবার আগেই তাঁবুর ভেতরে ঢুকল এক লোক, ওর শিরদাঁড়ায় ঠেসে ধরল একটা লম্বা ব্যারেলের পয়েন্ট ফোর ফাইভ রিভলভার। 'নড়বে না, মিস্টার,' বলল সে।

'ঠিক আছে, স্যাম,' বলল পিটম্যান। 'আমি চিনি ওকে।'

পিস্তল অনড়।

'আপনার ভুল হয়নি তো, মিস্টার পিটম্যান,' স্যামের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'উনি বলেছেন ঠিক আছে।' ঘুরে পেছনে দাঁড়ান লোকটার মুখোমুখি হলো পিস্তল। 'ফের যদি আমার পেছনে লাগ কখনও তোমাকে খুন করব আমি।'

টেবিলের ওপর সিক্স-শূটারটা নামিয়ে রেখেছে পিটম্যান, চেয়ারে হেলান দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় পর্যবেক্ষণ করছে তার লোক দুটোকে।

স্যাম ক্রেইল দীর্ঘকায়, পেটা শরীর, নির্দয়। ওর লম্বা ব্যারেলের পয়েন্ট ফোর ফাইভটা রেশমের মতই মসৃণ, আর যে হোলস্টারে ওটা আছে তার ভেতরটা যেন লোহার পাত, কঠিন, ড্র করবার সময় বাধার সৃষ্টি করবে না কোথাও। সর্বদা একটা শিশুসুলভ সারল্য ফুটে থাকে স্যাম ক্রেইলের চেহারায়। বয়স বড়জোর চব্বিশ কি পঁচিশ। সিক্স-গানে হাত চালু। পিটম্যানের জানামতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে পিস্তলও তার একটা কাজ অত্যন্ত দক্ষভাবে সমাধা করেছিল ল্যাসকোতে। পিটম্যানের তা মনে আছে। চোখ কুঁচকে ওদের লক্ষ্য করছে সে, দুজনেই ওর ভাড়া করা লোক, এখন পরস্পরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

এককদম পিছু হটল স্যাম, হোলস্টারে পয়েন্ট ফোর ফাইভটা আলতোভাবে ফেলে হাসল পিস্তলের দিকে তাকিয়ে। 'খেলনাটা সরাও, খোকা,' মাথা ঝাঁকিয়ে পিস্তলের রিভলভারটা দেখাল ও। 'তোমার রক্তে মিস্টার পিটম্যানের তাঁবুটা নোংরা

করতে আমার খুব কষ্ট লাগবে।'

'উনি মনে করবেন না কিছু,' একপা পিছিয়ে স্যাম ক্রেইলের ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জটা লুফে নিল পিস্তল। 'আমি সাফ করে দেব পরে।'

দুজনের ব্যবধান বেশি হলে ছয় ফুট। এই অবস্থায় ড্র করলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার প্রশ্নই ওঠে না, দুজনেই নির্ঘাত মারা পড়বে। অন্য সময়ে মাথা ঘামাত না পিটম্যান, কিন্তু ওদেরকে তার দরকার, বিশেষ করে এখন যখন সে বুঝতে পারছে দুজনেই তাদের কাজের লাইনে যোগ্য লোক।

'অনেক হয়েছে,' শান্ত গলায় বলল পিটম্যান।

'লোকটা কে, মিস্টার পিটম্যান,' জিজ্ঞেস করল স্যাম।

'তোমার যম,' সহজ ভঙ্গিতে ফোড়ন কাটল পিস্তল। 'যাকে জীবনে কখনও দেখবে বলে তুমি আশা করনি।'

'তুমি?' অবাক হবার ভান করল স্যাম ক্রেইল। 'কী বলছ, খোকা, ওই লোহাটা প্রথম যেদিন তুমি ঝুলিয়েছ সেদিন থেকেই তোমার ওপর আমার চোখ।'

'এখন তাহলে শেষবারের মত দেখে নাও,' বলল পিস্তল।

'আমি না বললাম থামতে,' গলা একটুও না চড়িয়ে বলল পিটম্যান। কিন্তু ওর স্বরে এমন কিছু প্রকাশ পেল যা কেবল একজন অকুতোভয় সেনাপতিরই থাকে—যার হুকুম অন্যরা মানতে অভ্যস্ত। পিটম্যানের আজকের এই জায়গায় উঠে আসবার মূলে যেসব গুণ, সেগুলোর মধ্যে এটাও একটা। স্যাল পিটম্যান শুধু একজন ধনী প্রতাপশালী বাথান মালিকই নয়, একাধারে খনি ও শেয়ার ব্যবসার মিডলম্যানও বটে। এবং শিগ্‌গিরই পশ্চিমের রেলরাস্তার একটা বড় অংশীদার হতে যাচ্ছে।

ওই কণ্ঠস্বর দুজনেরই আনুগত্যবোধে নাড়া দিল প্রবলভাবে, মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল ওরা। তীক্ষ্ণধার ছুরির মত পিটম্যানের কথাগুলো দুজনের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল গরম বাতাস কেটে। জোঁকের মুখে নুন পড়ার অবস্থা হলো ওদের।

'এখন যাও, নিজেদের কাজ কর গিয়ে,' একটু নরম হলো পিটম্যানের সুর। 'তোমাদের মধ্যে যদি কোন গোলমাল থাকেও পরে বোঝাপড়া কর সেটা…আমার এখানে কোনরকম রেষারেষি সহ্য করব না আমি।'

'আপনার নিরাপত্তা দেখা আমার দায়িত্ব—আমি সেটাই পালন করছিলাম,' নাকের সর্দি মুছে বলল স্যাম ক্রেইল, চোখ পিস্তলের ওপর স্থির।

'জানি।'

'জি, স্যার।'

'এর নাম পিস্তল—আর ও স্যাম ক্রেইল,' হাত নেড়ে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিল পিটম্যান। তারপর পিস্তলের দিকে ঘুরে ভুরু কোঁচকাল। 'তোমাকে আমি কোলিতে দেখা করতে বলেছিলাম, এখানে না।'

'ওখানে নতুন কিছু ঘটনা ঘটেছে, ভাবলাম আপনি হয়তো জানতে চাইবেন,' বলে স্যাম ক্রেইলের ওপর থেকে চোখ সরাল পিস্তল।

'কী ঘটনা?'

'আপনার ছেলেকে ফাঁসি দেয়ার জন্য খেপে উঠেছে লোকজন, জো টম্পসন একা ঠেকিয়ে রেখেছে।'

আবার মুখ খুলবার আগে. তার শ্বাস প্রশ্বাস সহজ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল স্যাল পিটম্যান। 'কারা চায় লুকাসকে ফাঁসি দিতে?'

'কোলির প্রতিটা লোক।'

'তুমি ঠিক জান?'

'কাল রাতটা আমি হোটেল স্যালুনেই কাটিয়েছি; এছাড়া আর কোন কথা ছিল না ওদের মুখে।'

'বলে যাও।'

'জেলখানার ভেতরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে জো টম্পসন। একটা দোনলা লিভাররাইট আছে ওর কাছে। পষ্টাপষ্টি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে ও কেউ যদি ওকে ঘাঁটাতে যায় তার দফা রফা করে দেবে।'

'হুঁ, জো টম্পসন,' ধীর গলায় বলল পিটম্যান। 'টম্পসন লোকটা কাজের।'

পিস্তল নীরব রইল।

হাত বাড়িয়ে স্যাল পিটম্যান ওর ট্রাভেল ব্যাগের ভেতর থেকে ব্র্যাণ্ডির নতুন বোতল বের করল। 'আমাকে জানিয়ে তুমি ঠিক কাজটাই করেছ, পিস্তল।'

'ধন্যবাদ, সাহ্,' বলল পিস্তল। টেবিলের কিনার থেকে ওর চোখ দুটো ফের স্যাম ক্রেইলের লম্বাটে ভয়ালদর্শন মুখের ওপর ফিরে গেল। পিটম্যানের কাছের মানুষ হবার ব্যাপারে আমার পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে, পিস্তল ভাবল, হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে এই লোককে।

'তোমার জানায় কোন ভুল নেই তো, পিস্তল, এইমাত্র তুমি আমাকে যা বললে?' জিজ্ঞেস করল পিটম্যান।

'সাহ্, সারা রাত আমি নিজের চোখে যা দেখেছি যা শুনেছি তাই শুধু জানালাম আপনাকে। এককথায় যাকে বলে লিঞ্চিং ফিভার।'

ফের নাক ঝাড়ল স্যাম ক্রেইল, সর্দি মুছল হাতের পিঠ দিয়ে। 'আমি কি দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে আগে বেড়ে দেখে আসব, মিস্টার পিটম্যান?'

ব্র্যাণ্ডির দ্বিতীয় বোতলটা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিটম্যান। ডেস্কের ওপর ছড়ান ছিটান কাগজপত্রের দিকে একঝলক তাকাল ও—তার ঐশ্বর্যের আইনগত বুনিয়াদ, ওগুলোর বলেই আজ সে এতবড় সাম্রাজ্যের মালিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশে পেয়েছে আইনকে। জীবন শুরুর পয়লা ধাপেই একটা শিক্ষা পেয়েছে পিটম্যান, পঞ্চাশ ডলারের মামলা জিততে গিয়ে কোন ভাল উকিলের পেছনে যদি একশটা ডলার নেমে যায় তাতে ক্ষতির কিছু নেই—বরং বারআনাই লাভ। দুটো ফল হয় এতে: মামলা জেতা যায়, এবং সেই উকিল চলে আসে মক্কেলের পকেটে, পরের কাজটা নিজের গরজেই করে দেয় কম পয়সায়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পিটম্যান বুঝেছে, আইনজীবীরা যেমন তার ব্যবসার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তেমনি সেও ওদের কাছে সমান শাঁসাল মক্কেল।

অনেক কসরত করে অবশেষে বোতলের ছিপিটা খুলল ও, তিনটে গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দুটো ঠেলে দিল টেবিলের এপাশে। 'কার এজলাসে মামলা উঠবে কিছু শুনেছ?' পিস্তলকে জিজ্ঞেস করল পিটম্যান।

'জাজ গ্রেসন। পরশু সকালেই তাকে আশা করছে সবাই।'

'গ্রেসন?' পিটম্যানের কপালে চিন্তার ছায়া। 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ড্রিংকস নাও।'

গ্রেসনকে ও চেনে। পণ্ডিত মানুষ। লম্বা গড়নের লালচে মুখ। মাথাভর্তি সাদা চুল। একবার জাজকে ঘুষ দেবার প্রয়াস পেয়েছিল পিটম্যান, কিন্তু ডাল গলেনি। একজন সৎ নির্ভীক মানুষ হিসেবে জাজ গ্রেসনের সুনাম আছে।

জাজ গ্রেসন। দিন রাত্রি, চন্দ্র সূর্যের মতই কথাটা সত্যি; জাজ গ্রেসনকে ঘুষ দেয়া যাবে না। তবে ওকে ঘায়েল করবার অন্য উপায় আছে।

কাজটা এভাবে সারতে মরমে মরে যাচ্ছে সে, কিন্তু এমুহূর্তে আর কোন রাস্তাও নেই-দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়, লিঞ্চিং ফিভার সম্পর্কে পিস্তলের বক্তব্য তার বিশ্বাস হয়েছে। হ্যাঁ, এটাই এখন একমাত্র সহি উপায়।

ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে স্যাম ক্রেইল আর পিস্তলের উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল পিটম্যান। 'স্যাম, তুমি আর পিস্তল এক্ষুণি টলোভারে রওনা হয়ে যাও। চেষ্টা করবে যত তাড়াতাড়ি পার পৌঁছুতে-তবে কাকপক্ষীও যেন তোমাদের দেখতে না পায়।'

পিস্তল তার ড্রিংকটা গলায় ঢালল, স্যাম ক্রেইল বিনীতভাবে ধরে রেখেছিল নিজের গ্লাসটা, মালিকের আভিজাত্যে আঘাত করতে চায়নি। এবার সে ওটা আস্তে করে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপরে। 'ইয়েস, স্যার।'

'গ্রেসনের বাসা তুমি চেন, পিস্তল। কাজেই ভেবেচিন্তে তোমাদের ট্রেইলটা বাছবে।'

চূড়ান্ত কথাটা বলবার আগে একটু ইতস্তত করল পিটম্যান। দুই বন্দুকবাজই ওর শেষকথাটা শুনবার অপেক্ষায় রয়েছে।

'ওর মেয়ের কথা জান তোমরা-রুগ্ন, নাম...'

'মার্শালা,' বলল পিস্তল। 'আমি চিনি ওকে।'

'ঠিক, মার্শালাই।'

'জি, স্যার। আমি চিনি।'

'ওকে কিডন্যাপ করবে,' নির্দেশ দিল পিটম্যান। 'অন্য কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।'

'জি, স্যার। কিডন্যাপ করব,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল পিস্তল।

'উত্তরপশ্চিমে আমার যে রেঞ্জটা আছে, কোলি থেকে মাইল পঁয়ত্রিশেক দূরে, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া অবধি ওরই একটা লাইন শ্যাকে আটকে রাখবে ওকে।'

'জি, স্যার,' তোতাপাখির মত আউড়াল পিস্তল, 'আপনি যা বললেন ঠিক তাই, তাই করব আমি।'

'তবে গ্রেসনকে জানাবে কাজটা কার। বলবে তার রায় যদি লুকাসের বিপক্ষে যায়, মার্শালাকে মরতে হবে।'

'আচ্ছা, স্যার।'

'না, দাঁড়াও একমিনিট।' অস্থিরভাবে তাঁবুর এমাথা ওমাথা পায়চারি করল পিটম্যান। 'আমি আগেভাগে দুজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি রেঞ্জে। ওদের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে, তোমরা কোলিতে ফিরে আসবে। ওখানে তোমাদেরকে আমার দরকার হতে পারে।'

নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল স্যাম ক্রেইলের মুখ, আদরের চাপড় মারল হোলস্টারে। 'আমরা কি তাহলে এক্ষুণি রওনা হব, মিস্টার পিটম্যান?'

'এক্ষুণি।'

পিটম্যান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কোলির লোকেরা যদি লিঞ্চের নেশায় খেপে উঠে থাকে, ফাউল গেম খেলতে চায়, ওদের সঙ্গে ওদের নিয়মেই খেলবে সে। কোলিতে বারজন নিরপেক্ষ লোক পাওয়া দুষ্কর হবে। পিটম্যান আইনকানুনের ব্যাপারে ঝানু। জানে সময়ে বারজন লোকের হাতেই নির্ভর করবে সবকিছু। ওদের মুখের কথাই হবে আইন। তার ছেলেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ওরা সামনাসামনি বিদ্রূপ করবে তাকে।

পলক তুলল পিটম্যান। স্যাম ক্রেইল আর পিস্তল তখনও দাঁড়িয়েছিল। 'আমি বলেছি, এক্ষুণি।'

'ই...ইয়েস, স্যার,' পিস্তল তোতলাল।

দুজনেই মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরল তাঁবুর পর্দার দিকে।

খাটিয়ার প্রান্তে বসে বুটজোড়া খুলতে খুলতে ছেলের কথা ভাবল পিটম্যান। ওর ফাঁসি হয়ে যেতে পারে, চিন্তাটা মাথায় আসতেই সারা শরীর শিউরে উঠল তার। উঠে দাঁড়াল সে, মেঝেতে পা ঠুকে জুতো গলিয়ে নিল আবার, তারপর বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। অসম্ভব, এরকম অবস্থায় ঘুম আসবে না।

'স্যাডল চাপাও,' ঘুমন্ত ক্যাম্পের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে হুকুম করল ও। গলা একপর্দাও চড়ায়নি, তবু প্রত্যেকেই শুনতে পেল ওর নির্দেশ এবং সেইমত সাড়া দিল। নিমেষে ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাম্প। উঠে দাঁড়াল বিশজন লোক, তড়িঘড়ি এগোল নিজেদের ঘোড়ার উদ্দেশে, ছোঁ মেরে তুলে নিল যার যার স্যাডল গিয়ার। ওরা জিনে ওঠার পর, তিনজন লোককে দল থেকে আলাদা করল পিটম্যান। কয়েক দিন আগে এদেরকে ভাড়া করেছে ও। ভবঘুরে, দেখেই বোঝা যায় টাকার জন্য ওরা করতে পারে না এমন কিছু নেই দুনিয়াতে-সারাক্ষণ ছোঁকছোঁক করছে। ওদের মধ্যে দুজনকে রেঞ্জে গিয়ে ক্রেইল আর পিস্তলের অপেক্ষায় থাকতে বলল পিটম্যান। অন্যজনের মারফত ডবল পি র‍্যাঞ্চে একটা মেসেজ পাঠাল সে-কোলির সীমান্তে তার সঙ্গে মিলিত হতে নির্দেশ দিল তার রেঞ্জ রাইডারদের।

বাথানের পঁয়ত্রিশজন কর্মচারী মিলিয়ে তার দলে পঞ্চাশের ওপরে লোক হবে। শহরবাসীদের রক্তপিপাসার মুখে টোটকার কাজ দেবে এটা। একটা ছোটখাট শহরকে ঠাণ্ডা করতে পঞ্চাশজন বন্দুকবাজই যথেষ্ট। তাছাড়া, পিটম্যানের ধারণা, মেয়েকে হারাবার পরও যেটুকু মনোবল অবশিষ্ট থাকবে জাজ গ্রেসনের, কোলিতে এসে এই বিরাট ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী স্বচোখে দেখবার পর তাও উবে যাবে বাষ্প হয়ে।

এবং এভাবেই, সে, স্যল পিটম্যান আরও একবার আইনকে পেয়ে যাবে নিজের পাশে। কীভাবে হাসিল হলো এটা সেব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই ওর-হয়েছে, তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

নেতৃত্বে থেকে, দলের বাকি লোকজনকে নিয়ে দক্ষিণপশ্চিমের মূল ট্রেইল ধরে ও রওনা হলো কোলি অভিমুখে।

আট

আর একটা সকাল এল জো টম্পসনের জীবনে। চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। দেশের আইন তার নিজের পথে চলছে এটা দেখবার লক্ষ্যে আরও চব্বিশ ঘণ্টা এগিয়েছে ও। আর একটি দিন, তারপরই আইন চলতে শুরু করবে নিজস্ব ধারায়–তা সেটা যা-ই হোক না কেন। তবু, জো টম্পসন মনে মনে জানে এবং বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নেবার মত আসলে কিছু নেই, লুকাস পিটম্যানের ফাঁসির দড়িতে ঝুলেই মরা উচিত।

তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে দাড়ি চুলকাল ও। হ্যাপ ঘুমাচ্ছে শান্ত হয়ে, ওর ফোকলা গাল দুটো এখন আরও তোবড়ান দেখাচ্ছে। লুকাস পিটম্যান তার নিজের সেলে নিদ্রায় বিভোর।

ভোর হয়েছে একঘণ্টা, ঘরে ঘরে দৈনন্দিন কাজকর্মের শব্দে শেরিফ টম্পসনের শহর-জ্যান্ত হয়ে উঠেছে এখন। একটা অস্বস্তিতে ভুগছে টম্পসন, উপলব্ধি করছে আগামী চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াতে যাচ্ছে। এই বাধাটা যদি কোনমতে ডিঙাতে পারে, নিজের জন্য সুখ শান্তি খুঁজবার একটা ন্যায্য অধিকার লাভ করবে ও।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ছেঁকে ধরেছে ওকে। বিরক্তভরে আবার গাল ঘষল টম্পসন। গায়ে বেদনা, চোখে ঘুম, অতিরিক্ত সিগারেট ও কফিপানের ফলে মুখ বিস্বাদ।

তবু আজ সকালে একধরনের শান্তি বোধ করছে টম্পসন যা ওর বিরক্তি আর অজানা ভয়কে প্রশমিত করেছে অনেকাংশে। এ পর্যন্ত মোটামুটি ভালয় ভালয় কেটেছে সময়। এতদূর অবধি যখন টিকে থেকেছে ও তখন কোলের ওপর রাখা লিভাররাইটটার দৌলতে আজ আরও বহুকিছু দেখবার সৌভাগ্য হবে।

দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হলো টম্পসন, ওর ডেপুটি বাস্তবিক তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়েছে, কোন সাহায্য আসছে না টলোভারের মার্শাল লোরেনের কাছ থেকে। হঠাৎ কোলির নিস্তব্ধ শিশির ভেজা রাস্তা ধরে একজন অশ্বারোহীকে এগিয়ে আসতে দেখে সচকিত হয়ে উঠল টম্পসন। 'হ্যাপ,' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল ও, 'এদিকে এস।'

অশ্বারোহী লম্বা, পরনে চ্যাপস আর ঝালর দেয়া চামড়ার জ্যাকেট। দুকোমরে চমৎকার দুটো রিভলভার। 'হ্যাপ!' এবার বাজখাঁই গলায় আওয়াজ করল টম্পসন। 'ওঠ!'

পেছনে বৃদ্ধের নড়াচড়ার আভাস পেল ও, ঘুম জড়ান চোখে জানালায় হাজির হলো হ্যাপ, মুখে দুদিনের না কামান দাড়ির জঙ্গল। অশ্বারোহী মাঝশহরে চলে এসেছে এখন। মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে দেখাল টম্পসন। 'চেন?'

'বুঝতে পারছি না, এখনও?'

'ভাল করে দেখ।'

'দেখছি।'

'কার্লি ফ্ল্যাগ,' বলল টম্পসন।

একটা ঘোঁৎ শব্দ করে ওর সাথে একমত প্রকাশ করল হ্যাপ। 'ওয়াইওমিং-ঘেসো অঞ্চলের বন্দুকবাজ।'

'ঠিক।'

'ওর নামে হুলিয়া আছে না?'

'আছে।'

'কত টাকার পুরস্কার?'

'এক হাজার ডলার।'

জিভ নেড়ে ঠোঁটজোড়া ভিজিয়ে নিল হ্যাপ, চোয়ালের অরণ্যে হাত ঘষল। 'পুরস্কারটা পেলে মন্দ হত না।'

বুড়োর দিকে চোখ নামাল টম্পসন, হাসল মৃদু। 'জান, হ্যাপ, আমাকে না এইমাত্র একটা চমৎকার আইডিয়া দিয়েছ তুমি।'

'কী রকম?'

'দেখই না–আমি একটু ঘুরে আসছি বাইরে থেকে।'

হ্যাপের চোখ বিস্ফারিত হলো। 'ধরতে যাচ্ছ ওকে?'

টম্পসন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে দরজায়, হুড়কো নামাচ্ছে।

'শহরে আধডজন বন্দুকবাজ পাঠিয়েছে পিটম্যান। ওদের একজনও ফেরারি আসামী না, কিন্তু কার্লি ফ্ল্যাগের ব্যাপারটা ভিন্ন, আইন খুঁজছে ওকে।'

'আমি গেলে হত না…' নিঃসন্তান বৃদ্ধের কণ্ঠে টম্পসনের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

'না, দরজাটা আটকে তুমি জানালায় বসে পাহারা দাও।'

দোর খুলে নীরব রাস্তায় পা রাখল জো টম্পসন। ভেতর থেকে হুড়কো তুলবার আওয়াজ না পাওয়া অবধি অপেক্ষা করল ও, তারপর রাস্তার এমাথা ওমাথায় নজর বোলাল। ওই অশ্বারোহী ছাড়া দ্বিতীয় কোন জনমানব নেই, এখন সে ওকে ছাড়িয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেছে পঞ্চাশ কদম।

নিঃশব্দে কাঠের ফুটপাত টপকাল টম্পসন, রওনা হলো রাস্তার উলটোদিকে। হোটেলের সামনে রাশ টেনে দাঁড়িয়েছে অশ্বারোহী, নামবে স্যাডল থেকে, হঠাৎ অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হতে পাঁই করে ঘুরল সে–এবং জমে গেল।

রাস্তার মাঝখানে জো টম্পসন দাঁড়িয়ে, লিভাররাইট শটগানটা উঠে এসেছে কাঁধ বরাবর, নিশানা লোকটার ওপর স্থির।

'ফ্ল্যাগ!' হুঙ্কার ছাড়ল টম্পসন। 'ভালমানুষের মত নেমে হাত তুলে দাঁড়াও মাথার ওপর। নইলে তোমার কল্লা উড়িয়ে দেব আমি।'

'তুমি ভুল করছ, শেরিফ,' বলল লোকটা। 'আমার নাম স্মিথ।'

'স্মিথ, ফ্ল্যাগ যা-ই হোক–যা বললাম তোমাকে কর।'

ফ্ল্যাগ নড়ল না একচুল। 'কেমন শহর, বাপু? সারা রাত জার্নি করে একটা লোক শহরে এসেছে, কোথায় নাস্তা খেয়ে একটু গড়াবে. তা না পুলিস এসে চোখ রাঙাচ্ছে।'

নিজের ঘুঁটি চালল অশ্বারোহী।
ঘোড়া থেকে উলটে পড়ল সে, টম্পসন আর নিজের মাঝখানে রাখল জানোয়ারটাকে। রিভলভার বের করেই গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু টম্পসন ততক্ষণে সরে গেছে ওখান থেকে।
বিদ্যুৎগতিতে দশ পা দৌড়ে ঘোড়সওয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল ও। 'ফেলে দাও-জলদি!' আদেশ করল টম্পসন।
লাটুর মত ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। অস্ত্র হাতেই রয়েছে, তবে নিশানা বরাবর ওঠায়নি। যখন তুলবার চেষ্টা করল, টম্পসনের লিভাররাইটের দুটো ব্যারেলই গর্জে উঠল একসাথে।
ভোর-সকালের নিস্তব্ধ পরিবেশে কামান দাগার মত শোনাল শব্দটা। পূর্ণবেগে ছররাগুলো ফ্ল্যাগের বুক আর পেটে আঘাত হানল। রক্তে রঞ্জিত হলো কাঠের ফুটপাত। আচমকা গুলির শব্দে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ঘোড়াটা, ভীতচকিত রব করে ছিটকে সরে গেল দুই আদমসন্তানের কাছ থেকে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল সওয়ারিবিহীন অবস্থায়।
গুলির আওয়াজ শহরের দালানকোঠায় প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে যেতেই অস্বাভাবিক নীরবতা নামল চারপাশে। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে শটগানটা রিলোড করে জো টম্পসন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল এরপর কী ঘটে দেখবার জন্য।
অপেক্ষা করতে হলো না বেশিক্ষণ। কোলির মেয়ে পুরুষেরা বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল পথে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল ওরা, দেখল রাস্তার বীভৎস মৃত্যু দৃশ্য। মাটিতে পড়ে থাকা লাশটা দেখল ওরা, দেহের উর্ধ্বাংশ প্রায় ছিন্নভিন্ন, তারপর তাকাল জো টম্পসনের দিকে, অনিদ্রায় চোখ লাল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সামনের দিকে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে, শটগানটা আবার তৈরি। ধীর পায়ে লাশটার কাছে হেঁটে গেল শেরিফ, লক্ষ্য করল ওরা, লাথি মারল গায়ে যেন ওটা কোন জানোয়ার।
কেউ কিছু বলছে না। বলবার মত আসলে নেইও কিছু। ওরা জানে কেন ওকে হত্যা করেছে টম্পসন। নামে না চিনলেও, লোকটা কী ছিল বুঝতে পারছে সবাই। শহরবাসীদের সঙ্গে পিটম্যানের ভাড়াটে গানহ্যান্ড আছে কিছু, তাদের মত ওরা মৃত লোকটার খ্যাতির কথা না জানলেও ঘটনাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছে ঠিকই। তারা যখন ঘুমিয়েছে, আরাম করেছে, তখন জো টম্পসন একজন দাগী অপরাধীকে চিনতে পেরে তার মোকাবেলা করেছে-এবং গুলি করে মেরেছে।
ওদের কেউ কেউ টম্পসনকে নতুন করে চিনতে পারল আজ। কোলির বাসিন্দা নয় এমন একটা দলের দিকে তাকাল শেরিফ। তিনজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে আবার একনজর দেখল ওকে।
টুঁ শব্দও করল না কেউ। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দল। অনেকেরই পরনে স্লিপিং শার্ট, কোনমতে গুঁজে দিয়েছে ট্রাউজারের ভেতরে, কারো কারো পা নগ্ন। নীরবে একবার লাশ আর একবার জো টম্পসনকে পর্যবেক্ষণ করল ওরা, তারপর ফুটপাতের ওপর অপেক্ষমাণ পিটম্যানবাহিনীর দিকে তাকাল।
'তোমাদের মধ্যে কেউ একজন একটা কম্বল নিয়ে এসে লাশটাকে নিয়ে যাও নাপিতের দোকানে। টুডেকে বলবে ওর ব্যবস্থা করতে। খরচ যা হয় ইমার্জেন্সি ফান্ড

থেকে টাউন কমিটি মিটিয়ে দেবে।'
এবার সেই প্রশ্নটা এল যার অপেক্ষা এতক্ষণ করছিল টম্পসন। 'লোকটা কে, শেরিফ?'
'ওর নাম,' পিটম্যান বাহিনীর দিকে ঘাড় ফেরাল টম্পসন, 'ফ্ল্যাগ। ফেরারী আসামী। সম্ভবত পিটম্যানের ভাড়াটে লোকদের একজন।'
ভাবলেশহীন মুখে টম্পসনকে মাপল ফুটপাতে দাঁড়ান লোকগুলো।
'কোলির আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা যে শালাই করবে ওই পরিণতি ঘটবে তার কপালে...'
পরক্ষণেই টম্পসনের খেয়াল হলো ফুটপাতে দাঁড়ান লোকগুলোর মুখের ওপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে সে, ওদের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে জেলখানার উদ্দেশে রওনা হলো ও, সারাটা পথেই লিভাররাইটখানা ধরে রাখল কোমরের কাছে।
দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপাশে তাকাল সে। লোকজন নড়েনি। ও ফিরতি পথে রওনা দেবার আগে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তায় একদল লোকের জটলা, ফুটপাতে আর একটা দল এবং পথের ধুলোয় একজন মানুষের লাশ।
ওদের উদ্দেশে চিৎকার করল শেরিফ, 'ওর ঘোড়াটাও আহত হয়েছে; কেউ একজন গিয়ে খুঁজে পেতে আন ওকে-চিকিৎসা করতে হবে।' তারপর হ্যাপ দরজা খুলতে ও ঢুকে গেল ভেতরে।
দেয়ালে হেলান দিল টম্পসন, শটগানটা নামিয়ে রাখল মেঝেতে। ট্রাউজারে হাত মুছল ও। তাকাল হ্যাপের দিকে। টম্পসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ, সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ওকে, অপেক্ষা করছে। এমুহূর্তে ওকে আর শিশুটি মনে হচ্ছে না। গম্ভীর প্রাজ্ঞ চেহারা, সাত সকালে অলক্ষুণে ঘটনা ঘটতে দেখে কিছুটা বিমর্ষ। তবে বিচক্ষণ লোকের মত মেনে নিয়েছে বাস্তবকে।
'ঠিকই করেছ তুমি, জো।' ওজন করে শব্দগুলো বাছাই করল হ্যাপ। 'এখন ওরা তোমাকে গোনার মধ্যে ধরতে বাধ্য হবে। জেলখানায় চড়াও হবার ব্যাপারে মাথা গরম করবে না সহজে, দুপক্ষই এগোবার আগে ভাববে দশবার। ফ্ল্যাগকে সবাই চিনত ওরা, জানে নিজের পেশায় দক্ষ লোক ছিল ও।' হাত বাড়িয়ে শেরিফের কাঁধ চাপড়ে দিল বৃদ্ধ। 'ওয়েল ডান, সান।'
মুখ লাল হলো টম্পসনের।
হঠাৎ একটা চিৎকারে বর্তমানে ফিরে এল ও, তারপর একসময় টের পেল ওটা লুকাস পিটম্যানের গলা, সেলের ভেতর থেকে আসছে। 'চোপ!' কড়া সুরে ধমকে উঠল টম্পসন। 'আমাকে আসতে হলে কিন্তু কূল পাবে না কেঁদে।'

সকালের দিকে আরও তিনজন এল শহরে, ফিবারে একজন করে, এবং একই কায়দায়-সহজ ভঙ্গিতে হাঁটিয়ে আনছে ঘোড়া, নির্লিপ্ত চেহারা, ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে, যেন ভাজামাছটিও উলটে খেতে জানে না। কিন্তু শহরবাসীরা ঠিকই আন্দাজ করতে পারছে ওদের আগমনের হেতু-কয়েক ঘণ্টা আগের ঘটনায় যা বোঝার বুঝে ফেলেছে ওরা। নবাগতদের কাউকে চেনা যাচ্ছে না দাগী আসামী বলে, যদিও হ্যাপ জানালায় বসে অক্লান্তভাবে দেখে চলেছে একের পর এক পোস্টার, ছবির

সাথে মেলাতে চেষ্টা করছে মুখগুলোকে। তবে একটা ব্যাপারে ওদের মনে সংশয় নেই কোন–লোকগুলো বন্দুকবাজ।

ওদেরকে পাকড়াও করবার ব্যাপারে আর কোন তাড়া বোধ করছে না জো টম্পসন। ওর অবস্থান ও জানিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট করে। এ মুহূর্তে ওর এর চেয়ে বেশি কিছু করবার আছে বলে মনে করে না ও। ইতিমধ্যে নিজের মনোভাব সে কাজে প্রমাণ করেছে। প্রথমে হুঁশিয়ার করেছে ওদের, এবং তারপর দেখিয়ে দিয়েছে কেউ ওকে ঘাঁটাতে এলে তার খুলি উড়িয়ে দিতে হাত কাঁপবে না ওর। 'আমার মেজাজটা যে হেয়ার-ট্রিগার এবার টের পাবে বাছাধনেরা,' হ্যাপকে বলল ও। 'এগোতে সাহস করবে না সহজে।'

বাইরের ঘটনাবলীর ওপর জানালায় বসে নজর রাখছে টম্পসন। বন্দুকবাজরা অকারণে ঘোরাঘুরি করছে রাস্তায়, দু-চারজন আড্ডা মারছে রোয়াকে বসে, ড্রিংক করছে, ঠাট্টা তামাশা চলছে নিজেদের মধ্যে। ওদের হাবভাবে উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই–কিন্তু সবাই অধীর হয়ে রয়েছে স্যল পিটম্যানের আসবার অপেক্ষায়। হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে কয়েকটা, তবে তেমন মারাত্মক কিছু নয় যে জেলখানা থেকে বেরিয়ে নাক গলাতে হবে শেরিফকে।

দুপুরের মধ্যে পিটম্যানের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী আর শহরবাসীদের মধ্যে উত্তেজনার একটা নিরেট দেয়াল খাড়া হয়ে গেল। কোলির লোকেরাও এবার রাস্তায় নামছে একজন দুজন করে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

পিটম্যান যখন এল তখন বিকেল তিনটে। দুসারি বন্দুকবাজের মিছিলের সামনে উদ্ধত ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে, এগিয়ে আসছে বিজয়গর্বিত সেনাপতির মত। তবে ও ঢুকল একটা ফাঁকা শহরে। পিটম্যানের আগমনের খবর পেয়ে নিজেদের বাড়িঘরে ঢুকে গেছে শহরবাসীরা। দরজা জানালার আড়ালে ছাতে পজিশন নিয়েছে। ওদের চোখ কান খোলা, স্নায়ু টানটান। পিটম্যানকে নীরবে অনুসরণ করছে অশ্বারোহী বাহিনী, হুবহু অনুকরণ করছে মনিবের ভাবভঙ্গি–মাথা উঁচু, দৃষ্টি সামনে, হোলস্টারের কাছে ঘোরাফেরা করছে হাত।

হ্যাপ আর টম্পসন ওদের আসা দেখল জানালায় দাঁড়িয়ে। বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল হ্যাপের চোয়াল। পিটম্যানের বিশাল বাহিনীকে দেখে ছানাবড়া হয়ে গেছে চোখ। আসবার যেন শেষ নেই, পিটম্যানের পেছনে পঞ্চাশজন বন্দুকবাজের মিছিলটাকে সীমাহীন বলে মনে হচ্ছে। রাস্তার মাথায় পৌঁছে ছড়িয়ে পড়ল ওরা, নিশ্চল নিশ্চুপ পিটম্যানকে মাঝখানে রেখে সামনে বাড়ল, রাস্তায় অবস্থান নিল পাঁচ ফুট পরপর, পিঠ ফুটপাতের দিকে, চোখ সামনের দরজা জানালার ওপর।

থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ।

টম্পসন ততটা আতঙ্কিত হলো না। লোক আর অস্ত্রশস্ত্রের বহর দেখে উপলব্ধি করছে একা ওদের সবাইকে ঠেকাতে পারবে না ও।

হয়তো শেষপর্যন্ত আসবে না পিটম্যান, এই শেষ অলীক আশা ভরসাটুকু মিসমার করে দিয়েছে ওর উপস্থিতির রূঢ় বাস্তবতা। এখন কিছু করতে গেলে, টম্পসন জানে, সে মারা পড়বে; এটা নিশ্চিত, অনিবার্য।

তারপর আস্তে আস্তে, দরজা জানালা এবং বিকেলের ছায়া ঘেরা এলাকা থেকে

বেরিয়ে এল শহরের সবচেয়ে সাহসী পুরুষেরা। পিটম্যানকে ওরা মনে প্রাণে ঘৃণা করে। এত সহজে কেল্লাফতে করতে দেবে না ওকে। ফুটপাতের ওপর শটগান আর কারবাইন হাতে এসে দাঁড়াল সবাই, কটমট করে তাকাল স্যাডলে বসা লোকগুলোর দিকে।

হতাশায় মাথা নাড়ল টম্পসন। কেউ যদি এতটুকু বেচাল হয়, কসাইখানায় পরিণত হবে শহরটা। একেবারে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চলবে হত্যালীলা, এবং সেই শেষটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে টম্পসন নিজেও তা ঠাওর করতে পারছে না। তবে একটা ব্যাপারে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞঃ যারাই জেলখানায় ঢুকবার চেষ্টা করবে, আপন মনে বলল ও, মারা পড়বে পাইকারিভাবে। এই একটি প্রশ্নে নিজের মনকে স্থির করেছে ও। এবার হ্যাপের উদ্দেশে ঘুরল সে। 'বন্দুকগুলো নামাও, গুলি ভরে রাখ। গোলমাল শুরু হলে বসে থাকব না হাত পা গুটিয়ে–আমিও চালাব গুলি।'

'আমরা কার ওপর নিশানা করব, জো?' গান র‍্যাকের পাল্লায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করল হ্যাপ। 'আমরা কোন্ পক্ষে?'

'যারা আগে শুরু করবে গুলি,' জবাব দিল জো টম্পসন, 'আমাদের চোখে তারাই হবে দোষী। এখন পর্যন্ত, স্যল পিটম্যান আইন ভাঙার কোন চেষ্টা করেনি।'

'খোদা মুশকিল আসান!'

পিটম্যানের প্রতিটা চালচলনের ওপর নজর রাখছিল টম্পসন, শুষ্ক গলায় বলল, 'কথাটা আবার বল; ওই যে আসছে পিটম্যান।'

এতক্ষণ পিটম্যান মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে অলস দৃষ্টিতে কোলিবাসীদের উদ্ধত আচরণ লক্ষ্য করছিল, এবার রাস্তার মাঝখান দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে জেলখানার সামনে এসে রাশ টানল। স্যাডল থেকে নেমে একমুহূর্ত দাঁড়াল ফুটপাতের ওপর, ডানে বাঁয়ে তাকাল নিজের লোকদের দিকে, হাত নাড়ল দায়সারাভাবে, তারপর পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে।

জানালার গরাদের ফাঁকে লিভাররাইটের ব্যারেলটা গলিয়ে দিয়ে পিটম্যানের পেট বরাবর ওটা তাক করল টম্পসন। 'ব্যস, আর এগিয়ো না, স্যল,' বলল ও।

'হ্যালো, টম্পসন,' স্বাভাবিক গলায় বলল পিটম্যান। 'আমি আমার ছেলেকে একবার দেখব শুধু।'

'দেখতে পার, তবে তার আগে তোমার অস্ত্র বাইরে রেখে আসতে হবে।'

'বেশ।'

'রাস্তাও খালি করে দিতে হবে তোমাকে। তোমার লোকজন শহর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই দরজা খুলছি না আমি।'

'শোন, জো, বুঝতে চেষ্টা কর।'

'তুমিই চেষ্টা কর,' বলল টম্পসন। 'ছেলেকে দেখতে চাইলে আমি যা বলি তাই কর। না হলে ভাগ এখান থেকে!'

'জো, আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করাটা কি ঠিক,' পিটম্যানের কণ্ঠে মধু।

'বাড়াবাড়ি আমি করছি না, আর তুমিও আমার সাথে তা করতে চেয়ো না, স্যল। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। জানি, ল্যাককে দেখতে চাও তুমি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, আমার কয়েদি সম্পর্কে আমার কথাই চূড়ান্ত।'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে জেলগরাদের ফাঁক দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল পিটম্যান। অনেকক্ষণ ধরে দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখটা জরিপ করল ও। 'বন্দুকটা সরাও, জো, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

'জানি। সেক্ষেত্রে, খোদার কসম, তুমিই মরবে সবার আগে। কাল তোমার ছেলেকে লিঞ্চ মবের হাত থেকে রক্ষা করেছি আমি। যে কারণে তখন ওকে রক্ষা করেছিলাম, এখানেও সেই কারণই কাজ করছে। তুমি বা অন্য যে শালাই কয়েদিকে ছিনিয়ে নেবার পাঁয়তারা করবে তার মাথা উড়িয়ে দেব আমি। আমার চোখে ও লুকাস পিটম্যান নয়-একজন সাধারণ খুনের আসামী। সার্কিট জাজ এসে শুনানি আরম্ভ না করা পর্যন্ত আমার হেফাজতে রয়েছে। তাকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব, কর্তব্য।'

'লুকাসকে তুমি রক্ষা করেছ সেকথা আমি শুনেছি, জো। তোমার ঋণ আমার মনে থাকবে।'

'তুমি এখনও তোমার গানবেল্ট ফেলনি, স্যাল,' মূল প্রসঙ্গে ফিরে এল টম্পসন। 'রাস্তাও খালি করে দাওনি।'

আবারও স্যাল পিটম্যান দোনোমনো করল, তারপর ঘুরে হাত ইশারা করল রাস্তার লোকদের উদ্দেশে। যেভাবে এসেছে ওরা, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফের দাঁড়াল কাতারবন্দী হয়ে। ওদের নেতৃত্বে এখন যে লোকটা রয়েছে তাকে টম্পসন চেনে, বিশাল ডবল পি র‍্যাঞ্চের র‍্যামরড। 'মিস্টার পিটম্যান, আপনি হুকুম করলে আপনার ছেলেকে ওখান থেকে বের করে আনতে পারি আমরা।'

র‍্যামরড তাকাল টম্পসনের দিকে।

'সাহস থাকলে আয়, বড়মুখো,' গলা ফাটাল জো টম্পসন। 'ঝাঁঝরা করে দেব তোর শরীর।'

লোকটা মনিবের দিকে চোখ ফেরাল, তারপর আবার শেরিফের দিকে। 'আপনার ছেলেকে বের করে আনব, মিস্টার পিটম্যান?'

মৃদু হাসল পিটম্যান, মাথা নাড়ল। দুহাত ওপরে তুলল সে, গানবেল্ট খুলে, ফেলে দিল ফুটপাতের ওপরে। 'না,' শান্ত সুরে বলল সে। 'ছজনকে আমার সাথে রেখে তোমরা চলে যাও শহর থেকে। ওদেরকে বল স্যালুনে গিয়ে আমার নাম করে ড্রিংক নিতে। বাকি সবাই শহরের কিনারে অপেক্ষা করবে আমি না ডাকা পর্যন্ত।'

'জি, আচ্ছা, স্যার।'

'এবার হয়েছে, জো?' জিজ্ঞেস করল পিটম্যান।

'ওরা আগে যাক, স্যাল,' টম্পসনের গলায় ক্লান্তি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিল অশ্বারোহীরা, ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। যে ছজন রয়ে গেছে তারা অবস্থান নিয়েছে স্যালুনের দোরগোড়ায়, জেলখানার ওপর নজর রাখছে।

'ওরা আমার দেহরক্ষী, জো। আশা করি তুমি আমার দিকটাও বুঝবে,' মাথা নেড়ে ওই ছজনকে দেখিয়ে বলল পিটম্যান।

'হুঁ।'

'দরজা খোল।'

'পেছন ফিরে এগোও,' আদেশ করল জো।

'পেছন ফিরে?'

'হ্যাঁ, পেছন ফিরে। হাত মাথার ওপর,' বলল শেরিফ।

'তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি খুব ভয় পাচ্ছ, জো,' দরজার দিকে পিঠ ফেরাতে ফেরাতে বলল পিটম্যান।

'তা পাচ্ছি, তবে এই লিভাররাইটটা নিয়েই। ঘুমাবার সময়েও হাতছাড়া করছি না।'

'তোমাকে ভয় করার জন্য ওই একটাই কাফি।'

'ওরা আরও বড়, ভাল শটগান যদ্দিন না বানাচ্ছে, এতেই কাজ চলবে,' রসিকতা করল টম্পসন। 'ঠিক আছে, স্যাল, এবার তুমি আস্তে আস্তে এস। হ্যাপ, খুলে দাও দরজাটা।'

পরক্ষণে চোখের কোণে জো টম্পসন দেখল একজন নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী বিরাট কাল একটা স্ট্যালিয়নে চেপে রাস্তার ছায়াচ্ছন্ন কিনার ধরে এগিয়ে আসছে মন্থর গতিতে। লোকটার হাবভাবে একটা কিছু বিশেষত্ব ফুটে উঠেছিল যে কারণে ঘাড় ফিরিয়ে ভাল করে তাকাল টম্পসন।

ধীরে ধীরে একটা হাসি বড় হতে লাগল ওর গালের একপাশে। সন্তুষ্টির ছাপ ফুটল চেহারায়। 'দাঁড়াও, হ্যাপ, আরও একজন মেহমানকে পেতে যাচ্ছি আমরা।'

'কে?' জানতে চাইল হ্যাপ।

'তোমার বন্ধু।'

জানালা পথে হ্যাপ যখন বাইরে তাকাল, সাবাডিয়া তখন জেলখানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়াটা হিচ রেইলে বাঁধল ও, তাকাল আশপাশে, তারপর বুট থেকে রুপোর পাতে মোড়া কারবাইনটা তুলে নিয়ে চোখ ফেরাল পিটম্যানের দিকে। ফুটপাতের ওপর পড়ে থাকা গানবেল্টটা চোখে পড়ল ওর।

'আফটারনুন,' বলল কর্টেয। 'ভীষণ গরম।'

'আফটারনুন,' সাড়া দিল পিটম্যান। এই লোককে সে ভাড়া করেছে কি না মনে করতে প্রাণপণ চেষ্টা করল ও-ব্যর্থ হলো। চেহারা সুরতে বুঝতে পারছে লোকটা একজন পিস্তলেরো, কিন্তু এর চেয়ে বেশিকিছু আন্দাজ করতে পারল না পিটম্যান।

'ভেতরে এস তোমরা,' পাল্লাটা হাট করে খুলে দিয়ে আহ্বান জানাল হ্যাপ। 'রোদে থেক না।'

আনন্দে কয়েক পর্দা চড়ে গেছে বৃদ্ধের গলা। ভেতর থেকে আবার হুড়কো পড়ল দরজায়। লুকান কোন অস্ত্র আছে কিনা দেখতে পিটম্যানের দেহে তল্লাশি চালাল টম্পসন। না পাওয়ায় বাথান মালিকের নীরব তিরস্কারের মুখোমুখি হলো সে। টম্পসন গায়ে মাখল না ওসব, পিছিয়ে এল। পিটম্যান হাত নামিয়ে সরাসরি তাকাল সাবাডিয়ার দিকে। 'তোমাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে না।'

কর্টেয জবাব দিল না কোন।

'তোমার ছেলে পেছনের ওই সেলে রয়েছে, স্যাল। যতক্ষণ খুশি তোমার, থাকতে

পার। তবে ও যদি বলে ও কিছুই জানে না, বা এটা একটা সাজান ঘটনা–বিশ্বাস কর না ওর কথা।'

আর একবার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কর্টেযকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সেলের ভেতরে পা বাড়াল পিটম্যান। ওর পেছনে দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে তালা ঝোলাল হ্যাপ, ঘুরে দাঁড়াল কর্টেযকে অভ্যর্থনা জানাতে।

'ফিরে এলে যে?' দরজা বন্ধ হওয়ামাত্র প্রশ্ন করল টম্পসন।

নয়

জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপর নজর রাখছিল কর্টেয। উত্তর দিল না। জো আর হ্যাপ দৃষ্টি বিনিময় করল।

'কী হলো?' আবার জিজ্ঞেস করল টম্পসন।

সাবাডিয়া ঘুরল ওদের উদ্দেশে। ওর কণ্ঠস্বর চাপা, গাঢ়। প্রায় ফিসফিসানির মত শোনাল। 'কাজটা এখনও থাকলে আমি তৈরি, সিনর।'

জো টম্পসন দ্বিধায় পড়ল একটু, তারপর মাথা ঝাঁকাল ওপর নিচে। ডেস্কের দিকে ঘুরল ও, একটা ব্যাজ করে কর্টেযের বুকে সেটা আটকে দিয়ে, একখানা বাইবেল ধরিয়ে দিল ওর হাতে। 'তোমার ডান হাতটা তোল।'

ডান হাতখানা তুলল হুয়ান কর্টেয।

'শপথ কর, এই শহরের এবং টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের আইনকে রক্ষা করবে তুমি, মর্যাদা দেবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে, আইনের বিপক্ষে যাবে না কখনও…এবং আমি যা বলব তাই করবে। করছ শপথ?'

তক্ষুণি কোন জবাব দিল না সাবাডিয়া। ব্যাজ আর বাইবেলটা দেখল ও। কমপক্ষে দশ সেকেন্ড লাগল ওর সিদ্ধান্তটা নিতে। 'শপথ করছি,' অবশেষে বলল ও, এত নিচু গলায় যে ওদের কানেই ভালমত পৌঁছুল না তা।

'ঠিক আছে, পে-রোলে নেয়া হলো তোমাকে। মাসে পঞ্চাশ ডলার।'

শপথ অনুষ্ঠান শেষ করে জানালায় হাজির হলো টম্পসন, হোটেল স্যালুনের সামনে দাঁড়ান ছজন বন্দুকবাজকে দেখাল আঙুল তুলে। 'ওরা পিটম্যানের লোক। শহরের বাইরে কমপক্ষে আরও পঞ্চাশজন আছে–পিটম্যানের হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে ওরা।'

'কয়েদির সাথে ভেতরে যে লোকটা রয়েছে, ওর বাবা, তার নামই পিটম্যান?'

'হ্যাঁ।'

হোটেলের প্রবেশপথে দাঁড়ান লোকগুলোকে খানিকক্ষণ জরিপ করল কর্টেয। 'তা আমাকে কী করতে হবে?'

'ঘোরাঘুরি কর রাস্তায়, ইচ্ছে হলে স্যালুনে ঢুকে বিয়ার খেতে পার। যাও, খেয়ে আস; তোমাকে ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে। থাকার জায়গার জন্য ভেব না। একান্তই যদি ঘুমাতে হয়, জেলখানার ভেতরেই ঘুমাবে তুমি।'

'তাহলেই শহরের আইনকানুন, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রক্ষা পাবে,' বিড়বিড় করল কর্টেয।

'আপাতত হ্যাপকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি আমি যাতে প্রথম প্রথম কোনরকম অসুবিধা না হয় তোমার। লোকজন যদি তোমাকে দেখে হ্যাপের সঙ্গে, ব্যাজটা দেখে–বুঝতে পারবে তুমি আমার লোক। হ্যাপ ফিরে না আসা পর্যন্ত পিটম্যানকে এখানে ব্যস্ত রাখব আমি। এভাবেই আমাদের একজন বাইরে এবং দুজন ভেতরে থেকে লড়ব।'

কর্টেয মাথা ঝাঁকাল–বুঝেছে।

দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল হ্যাপ, হাত হুড়কোতে, নির্দেশ পেলেই নামাবে।

'অহেতুক লাগতে যেয়ো না কারও সঙ্গে,' সতর্ক করল টম্পসন। 'আর যদি লাগতেই হয় লক্ষ্য রাখবে সে যেন দ্বিতীয়বার কোমর সোজা করতে না পারে। আশা করি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না, হ্যাপ আর আমি জেলখানার ভেতর থেকে তোমার খুব একটা সাহায্যে আসতে পারব না। একা সবকিছু সামলাতে হবে তোমাকে–কাজেই সাবধান।'

'আমি সাবধান থাকব, সিনর।'

'আমাকে জো বলেই ডাকবে।'

'এস, সাবাডিয়া,' হ্যাপ তাড়া লাগাল, 'আমারও খিদে পেয়েছে ভীষণ।'

'ওই নামে ডাকবে না,' চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় হুঁশিয়ার করল টম্পসন। 'ও-ই যে সাবাডিয়া, সেকথা একদম ভুলে যাও।'

'আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা, কী নামে ডাকব তবে?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো।

'কর্টেয। ওটাই আমার নাম।'

বাইরে, ফুটপাতে পা রাখল ওরা। সশব্দে ওদের পেছনে দরজাটা বন্ধ করে আবার হুড়কো লাগাল টম্পসন। জানালা থেকে ওর মনে হলো কর্টেযের পাশে হ্যাপকে যেন এখন একটু লম্বা দেখাচ্ছে, হাঁটছে বুক চিতিয়ে। কর্টেযের হাঁটাচলায় অবশ্য সেরকম কোন উত্তেজনার ছাপ নেই–সহজ স্বাভাবিক সাবলীল পদক্ষেপ। টলোভারে মার্শাল লোরেনের কাছে আইক গ্রেভসকে পাঠাবার পর থেকেই যে পাষাণভারটা চেপে বসেছিল জো টম্পসনের বুকে এমুহূর্তে নেমে গেল সেটা–ওর মনে হলো কয়েক যুগ পর সে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে।

কর্টেযের আসা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেপুটি পদে নিয়োগ করবার ঘটনাটা কোলিবাসীদের নজর এড়ায়নি। হোটেল স্যালুনের ফুটপাতে অলসভাবে ঘুরঘুর করছিল যারা তারাও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। সবার কাছেই এটা পরিস্থিতির একটা নতুন ও নাটকীয় মোড় বলে বিবেচিত হচ্ছে। ফুটপাত ধরে কর্টেয আর হ্যাপ যখন মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছিল তখন দরজা জানালার আড়াল থেকে ওদেরকে অনুসরণ করছিল অসংখ্য চোখ। আগের দিন জেড আর হর্টের বিরুদ্ধে স্যালুনে কর্টেয যে ভয়ঙ্কর দক্ষতায় চাবুক ব্যবহার করেছিল সেই ঘটনাটা কোলির যেসব বাসিন্দা জানত না তারাও এবার জেনে গেল তা।

যেভাবেই হোক, জো টম্পসন তার ডেপুটি পদে একজন প্রথমশ্রেণীর, এ-ওয়ান

বন্দুকবাজকে জোগাড় করেছে এ কথাটা যারা উপলব্ধি করল তাদের মধ্যে ডাক্তার চার্চল্যান্ড একজন।

নিজের পেশায় ডাক্তার চার্চল্যান্ড ব্যর্থ। কোন বড় শহরেই পসার জমাতে পারেনি। ফলে তাবৎ দুনিয়ার ওপরেই তার মন বিষিয়ে থাকে সারাক্ষণ, যেন দোষটা অন্যের–তার নয়। বছর কয়েক আগে পশ্চিমে এসে বসতি করেছে সে। কোলির লোকদের একটা কথা চিমটি কেটে সবসময় স্মরণ করায় চার্চল্যান্ড: সভ্য জগৎ থেকে সরে ও যে এখানে এসে বাস করছে সেজন্য ওর প্রতি স্থানীয় লোকদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আসলে নিজের ব্যর্থতাকে লোকচোখে ঢাকবার উদ্দেশ্যেই চার্চল্যান্ডের পশ্চিমে আসা। ওর কথাবার্তা অসহ্যরকমের জ্বালা ধরান, সর্বদা একটা সবজান্তাভাব করে থাকে যেন প্রত্যেকের হাঁড়ির খবরই তার জানা। তবু এই উৎপাতটিকে কোলিবাসীরা সইছে তার কারণ ও একজন ডাক্তার–যদিও অপদার্থ।

চার্চল্যান্ড তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে নামল। ওখান থেকে গোটা দু-তিনেক দরজা পরেই হোটেল স্যালুনের প্রবেশপথ, কোন কথা বললে পিটম্যানের লোকেরা পরিষ্কার শুনতে পাবে। কর্টেয আর হ্যাপ এগিয়ে আসতে চার্চল্যান্ড ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

'হ্যাপ,' রুক্ষ স্বরে বলল ডাক্তার, 'তুমি ব্যাজ লাগিয়েছ দেখছি।'

'তাতে হলোটা কী?' বিরক্তির ছাপ ফুটল হ্যাপের গলায়।

'আমি কি তাহলে ধরে নেব কোলিতে তুমি একজন ল-অফিসারের দায়িত্ব পালন করছ?'

'নাও,' আড়ষ্ট গলায় বলল হ্যাপ, চোখ স্যালুনের সামনে দাঁড়ান লোকগুলোর ওপর। ওরা এখন কান খাড়া করে ওদের কথাবার্তা শুনছে।

কর্টেযের দিকে ঘুরল চার্চল্যান্ড। 'এই লোকও ব্যাজ পরেছে দেখছি...এও তাহলে আর একজন ল-অফিসার?'

'হ্যাঁ,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল হ্যাপ। 'এস, কর্টেয। শহরটা ঘুরে দেখাই তোমাকে।'

চার্চল্যান্ডকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করল বৃদ্ধ, কিন্তু ডাক্তার চট করে চলে এল ওর সামনে।

'কোলির আইনে শহরের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলাফেরা নিষিদ্ধ,' সরাসরি পিটম্যানের লোকদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল চার্চল্যান্ড। 'তার কী ব্যবস্থা নিচ্ছ তুমি?'

ওদের কথা আর কেউ শুনে ফেলেছে কিনা দেখবার জন্য ঘাড় ফেরাল হ্যাপ। বন্দুকবাজদের দাঁত বের করা হাসি দেখে বুঝতে পারল–শুনেছে।

'চুপ কর, ডক,' বলল হ্যাপ। 'চলে এস, কর্টেয।'

'আমাকে চুপ করতে বলছ তুমি, ব্যাটা বুড়ো নচ্ছার!' ঘৃণার সুরে মৃগীরোগীর মত দাঁতমুখ খিঁচাল চার্চল্যান্ড। 'কেন-তু-তুমি-শালা বুড়ো শুকুন! ওদের অস্ত্রগুলো তুমি কেড়ে নিচ্ছ না?' তর্জনী উঁচিয়ে ছয় বন্দুকবাজকে দেখাল ও।

হাসি মিলিয়ে গেল। মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল লোকগুলো।

'তুমি খুব বেশি কথা বল, ডক,' হ্যাপ বলল, ওর চোখ জ্বলছে। 'ভাল করেই জান টেক্সাসের কোন শহরেই প্রয়োগ করা হয় না। আইনটা, যদিও কাগজেপত্রে

সব শহরেই আছে ওটা।'

'আর কোন শহরের সঙ্গে এর তুলনা করলে চলবে না।'

হ্যাপের দিকে আঙুল নাচিয়ে আস্ফালন শুরু করেছে চার্চল্যান্ড। পিটম্যানের বন্দুকবাজরা শরীরে ঢিল দিয়েছে আবার, এমনকি ওদের দু-একজন গা এলিয়ে দিয়েছে বারান্দার খুঁটিতে, হাত বুকের কাছে বাঁধা। ফের মুখ খুলতে যাচ্ছিল চার্চল্যান্ড, কিন্তু তার আগেই হাত তুলে ওকে বাধা দিল কর্টেয। 'মাফ করবে, সিনর...'

'ডাক্তার চার্চল্যান্ড।'

'আচ্ছা, ডাক্তার,' কর্টেয বলল, 'এই আইনটা সম্পর্কে ঠিক জান?'

'ওকেই জিজ্ঞেস কর! তুমিও যখন একজন ডেপুটি, আইনকানুন তোমারও জানা থাকা উচিত।'

'উচিত,' স্বীকার করল কর্টেয। 'তবে দেখতেই পাচ্ছ, এখানে আমি নতুন।'

'ওকে জিজ্ঞেস কর।'

কর্টেয ঘুরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল হ্যাপের দিকে। 'সত্যিই কি এরকম কোন আইন আছে, হ্যাপ?'

হ্যাপ ওদের পেছনে দাঁড়ান লোকগুলোকে লক্ষ্য করছিল। ওদের চোখের দিকে তাকিয়েছিল সে। বেমক্কা প্রশ্নে বিব্রত বোধ করল ও, মাথা ঝাঁকাল। 'আছে, তবে ওই পর্যন্তই। ওটাকে কার্যকর করতে যাওয়া বোকামি।'

'তবু আইন আইনই,' বলতে বলতে চার্চল্যান্ডের দিকে পলক তুলল কর্টেয। 'ল-অফিসার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব...'

'কচু...'

হ্যাপ তখনও লোকগুলোর চোখ দেখছিল। ওদের উদ্ধত মন্তব্য ওর চরিত্রের পুরু বর্মটা ভেদ করে ওর বহুকাল-বিস্মৃত আত্মাভিমানে আঘাত হানল, জাগিয়ে দিল ওর ভেতরের ঘুমন্ত মানুষটাকে। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর। ঠিক বিরক্তি নয় এটা, ক্ষিপ্ত একগুঁয়ে আত্মাভিমান।

হ্যাপের এই ভাবান্তর কর্টেযের নজর এড়ায়নি, এর ঝুঁকি টের পেল সে। উপলব্ধি করল।

হ্যাটের কারনিসটা সামান্য তুলে চার্চল্যান্ডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। 'আইনটা আমাকে জানিয়েছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ, ডাক্তার। আমি এখুনি এর ব্যবস্থা করছি।'

চার্চল্যান্ডের চোখ সরু হয়ে এল। চোয়াল ঝুলে পড়ল। রঙ বিদায় নিয়েছে মুখ থেকে। মরামাছের চোখের মত ঘোলাটে হয়ে গেছে দৃষ্টি। চকিতে একবার পিটম্যানের লোকদের দিকে তাকাল ও। 'এক্ষুণি ব্যবস্থা নাও!'

জটলার কাছ থেকে পিছু হটতে শুরু করল ডাক্তার।

পিটম্যান বাহিনীর দিকে পেছন ফিরেছিল কর্টেয, ডাক্তারকে স্যালুট করবার ভঙ্গিতে বাঁ হাতে টুপিটা ধরা। আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, ঝট করে পয়েন্ট ফোর ফাইভটা বের করেই ঘুরে দাঁড়াল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল উপস্থিত সবাই। বস্তুত কেউই ওর ড্র দেখতে পায়নি। হ্যাপও না। ও তখন নিজের সাহস সঞ্চয় করতেই ব্যস্ত। পিটম্যান বাহিনীর লোকেরাও

প্রত্যাশা করেনি এতটা। একমুহূর্ত আগেও ওর তরফ থেকে একটা ভুলের আশায় অপেক্ষা করছিল ওরা। এখন সেটাই ঘটে গেছে–অথচ ওরা তার আঁচ পর্যন্ত পায়নি।

অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে হকচকিয়ে গেল লোকগুলো, বাধা দেবার অবকাশ পেল না।

'নড়াচড়া করলে,' বলল কর্টেয, বাঁ হাত হ্যাটের কারনিসে, 'খুন করব তোমাদের।'

খুক করে কেশে গলা সাফ করল হ্যাপ, নিজের রিভলভারটা বের করে তাক করল লোকগুলোর দিকে। 'এবার!'

'ওদের অস্ত্রগুলো কেড়ে নিন, আংকল।'

কোলি শহরের প্রতিটা আবালবৃদ্ধবনিতা দেখল মাঝরাস্তা ধরে লোকগুলোকে নিয়ে মার্চ করে জেলখানার দিকে যাচ্ছে কর্টেয, ওদের দুহাত মাথার ওপরে তোলা।

হ্যাপ যখন সদর দরজার কড়া নাড়ে জো টম্পসন তখন সেলের তালা খুলে স্যাল পিটম্যানকে বেরোবার পথ করে দিচ্ছিল।

'জেসাস,' জানালার ধারে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে বিড়বিড় করল টম্পসন। ঘুরে পিটম্যানের দিকে তাকাল ও। হাসল দাঁত বের করে। দরজার দিকে এগোল। 'ছেলের সাথে সময় ভাল কেটেছে তো, স্যল?'

পিটম্যান বলল না কিছু। মুখ থমথমে, সাদা। জো টম্পসন সদর দরজাটা খুলতেই গুম মেরে সেদিকে পা বাড়াল ও।

'একমিনিট দাঁড়াও, স্যাল,' কর্তৃত্বের সুরে বলল টম্পসন। 'আমার লোক জনাকয়েক বন্দীকে নিয়ে আসছে।'

সরে গেল পিটম্যান। ওর দলের প্রথম লোকটা পা রাখল ভেতরে। এক এক করে ভেতরে ঢুকল ওরা, এবং সবশেষে কর্টেয আর হ্যাপের পেছনে আবার পড়ে গেল দরজা।

'ওরা আইন ভঙ্গ করছিল,' পিটম্যানের দিকে তাকিয়ে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলল হ্যাপ। 'তাই অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হয়েছি।'

'কোন আইন?' জানতে চাইল পিটম্যান।

'শহরসীমার মধ্যে বেআইনিভাবে অস্ত্র বহন করা, সিনর,' সাদামাঠা গলায় জানাল কর্টেয। 'সেজন্যেই ওদেরকে নিরস্ত্র করে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।'

'ও আমাদের ওপর আচমকা চড়াও হয়েছিল, মিস্টার পিটম্যান,' অভিযোগ করল একজন।

'চুপচাপ ঢোক ওখানে,' আদেশ করল টম্পসন, গরু খেদাবার ঢঙে ফাঁকা খোঁয়াড়ের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওদের।

ঘুরে প্রথমে টম্পসন তারপর কর্টেযের দিকে তাকাল পিটম্যান। হ্যাপকে উপেক্ষা করল ও। 'ওদের জরিমানা কত?'

ঠোঁট ওলটাল টম্পসন। 'ম্, জাজ গ্রেসন যখন কাল এসেই পড়ছেন তখন আমার বোধহয় সিদ্ধান্তটা নেয়া ঠিক হবে না···আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, স্যল?'

'তাহলে জামিন দাও,' বলে ওয়ালেটের দিকে হাত বাড়াল পিটম্যান।

'একহাজার ডলার,' চোখের একটা পাপড়িও না ফেলে বলল টম্পসন, 'মাথাপিছু।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। তারপর একসময় পিটম্যানই প্রথম ভাঙল নীরবতা। সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটল ওর মুখে। 'ঠিক আছে, জো। আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না তুমি এত তড়পাচ্ছ কেন। লুকাস বলছে ও নির্দোষ।'

'মোটেও তড়পাচ্ছি না আমি। খুনটা ও-ই করেছে,' বলল টম্পসন। 'অন্তত পঁচিশজন লোক সাক্ষী। এবং জাজকে সেটাই জানাবার জন্য ছটফট করছে ওরা।'

'না···সেরকম কিছুই ঘটবে না। আমার বিশ্বাস তোমার এই চড়া জামিনের জন্যেও জাজ গ্রেসন তোমাকে কৈফিয়ত তলব করবেন,' পিটম্যান বলল কেটে কেটে।

'আচ্ছা, যখনকার ব্যাপার তখন দেখা যাবে,' উত্তর দিল টম্পসন। 'তোমার সাক্ষাতের সময় শেষ।'

'তুমি খুব জেদী মানুষ, জো। কিন্তু এক্ষেত্রে আগাগোড়াই ভুল করছ। সবকিছুই আইনের মধ্যে থেকে সামলাব আমি।'

'তাহলে একদল বন্দুকবাজ ভাড়া করেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল কর্টেয। 'আইনের চোখে নির্দোষ লোকের তো ভয় পাবার কিছু নেই।'

পিটম্যান ঘুরে চোখের আগুনে ভস্ম করবার প্রয়াস পেল কর্টেযকে। ওর চোয়াল চেপে বসেছে, বিজাতীয় ঘৃণা ক্রোধ ফুটে উঠেছে মুখে, দপ্ দপ্ করছে কপালের দুটো রগ। 'আমার পথের ওপর আর কক্ষনো এস না, মেক্স।'

'আসব না,' বলল কর্টেয, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আইন মানছ–তোমার নিজের দেশের আইন, গ্রিংগো।'

পিটম্যান এমনভাবে চমকে উঠল যেন কেউ চড় মেরেছে ওর গালে, তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল জেলখানা থেকে। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে যথাস্থানে হুড়কোটা তুলে দিল টম্পসন। 'যাক, এখন ও জানল,' খুশি খুশি গলায় বলল সে।

'কী?' হ্যাপ প্রশ্ন করল।

'আবার যখন ও আসবে–আমি নিশ্চিত ফিরে ও আসবেই–কোলির আইন লড়বে ওর সঙ্গে।' একটু থামল ও। 'শালা বেজন্মা।'

দশ

স্যল পিটম্যান নির্বোধ নয়। দেয়ালের লিখন পড়তে পারছে সে।

লুকাস খুন করেছে মেয়েটাকে। নিষ্ঠুর নির্বোধ হত্যাকাণ্ড। একঘর লোক প্রত্যক্ষ করেছে ঘটনাটা। ওরা লুকাস এবং ওর বাবাকে ঘৃণা করে। ইতিমধ্যেই ওরা একবার ফাঁসিতে ঝোলাবার পাঁয়তারা করেছে ছেলেটাকে। তবে নির্বোধ না হলেও, এক অর্থে স্যল পিটম্যানকে অন্ধই বলা চলে। ও বুঝতে চেষ্টা করছে না এবার বিনাযুদ্ধে ওকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না কোলিবাসীরা। লুকাসকে জেলখানা থেকে উদ্ধার করতে

হলে আক্ষরিক অর্থেই রক্তক্ষয়ী লড়াই চালাতে হবে তাকে। এবং এখানেই শেষ হবে না ব্যাপারটা–ছেলেকে গোপনে পাচার করতে হবে দেশের বাইরে। কিন্তু এই শেষ কাজটা, প্রচুর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, গুরুভার হয়ে পড়বে স্যালের জন্য।

ওর বিরুদ্ধে যায় এরকম কোন নীতির বালাই স্যল পিটম্যানের কোনকালেই ছিল না। নৈতিক জীবনযাপনের মধ্য থেকে যে শক্তি আসে এখন, এই মর্মান্তিক মুহূর্তে, তাকে ব্যবহার করতে পারছে না সে। স্যল পিটম্যান বুদ্ধিমান, চটপটে, চতুর–কারও কারও মতে ধূর্ত–কিন্তু অন্ধ; নৈতিক জীবনযাপন থেকে যে ঐশ্বর্য আসে মানুষের তা দেখতে ওর মন অক্ষম। বরাবর যেমন করে, পরিস্থিতিকে নিজের মত করে সাজাবে সে: আমার মিত্র না হলে তুমি আমার শত্রু।

কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছুল সে ব্যাপারে কোনরকম বাছবিচার নেই স্যল পিটম্যানের। বন্দুক ব্যবহারের পথ তার জন্য সবসময়ই খোলা। তবে প্রথমে মিথ্যার আশ্রয় নেবে সে, শঠতা এবং আরও মিথ্যার। প্রয়োজনে বন্দুকবাজের অভাব তার হবে না; কিন্তু শুরুতে–শুরুতে···

ওই সন্ধ্যায় কোলিতে যখন ফিরল স্যল পিটম্যান তখন এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে ওর চরিত্রে। বিকেলের দিকে সে যখন ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীসহ এসেছিল, উসকানি দেবার প্রয়াস পেয়েছিল লোকজনকে, তার সাথে এখনকার মানুষটির ফারাক আকাশ পাতাল। হোটেল লবিতে, রেস্তোরাঁয়, স্যালুন থেকে স্যালুনে ঘুরে বেড়াবার সময় যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, তার কুশল জিজ্ঞেস করছে ও, কারণে অকারণে একটা অমায়িক হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে মুখে। হ্যাপের মারফত পিটম্যানের এই আকস্মিক পরিবর্তনের কথা জানেত পেল টম্পসন।

ঘরের একপাশে বসে বীন আর বেকন খেতে খেতে হ্যাপের কথা মনোযোগসহকারে শুনছে কর্টেয।

'এমনভাবে ঘোরাঘুরি করছে ব্যাটা যেন সামনে ওর ইলেকশন। হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে বলছে আইন মেনে চলবে সে–এবং ওরাও যেন তাই করে। আদালত যে রায়ই দিক সাদরে ও তা মেনে নেবে। জাজ গ্রেসনকে সে একজন সৎ নিরপেক্ষ মানুষ বলেই জানে।'

জো টম্পসন দাড়ি কামাবার ক্ষুরটা গালে ছোঁয়াল সযত্নে। 'কী বলছে ও?'

'যা বললাম তোমাকে।'

'জাজ গ্রেসন নিরপেক্ষ লোক, আদালতের রায় ও মাথা পেতে নেবে?'

ওপর নিচ মাথা ঝাঁকাল হ্যাপ।

'অসম্ভব–বিশ্বাস করি না আমি।'

'আমার মিথ্যে বলার অভ্যাস নেই,' হ্যাপ ক্ষুব্ধ। 'ঠিক ওই কথাগুলোই বলে বেড়াচ্ছে ব্যাটা।'

'আহা, চটছ কেন। আমি বলছি ওর মুখের কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিকেলে এখান থেকে চলে যাবার পর হাতে অনেক সময় পেয়েছিল ও, ইচ্ছে করলে ফিরে আসতে পারত লোকজন নিয়ে–কিন্তু তা আসেনি। এখনও ওর সাথে দু-চারজন ছাড়া আর কেউ নেই।'

হ্যাপের যুক্তি অকাট্য, স্বীকার করতে বাধ্য হলো টম্পসন। কর্টেযের দিকে ঘুরল সে। 'তোমার কী ধারণা, বাছা?'

'ওকে আমার সহজে হাল ছেড়ে দেবার বান্দা বলে মনে হয়নি।'

'হুঁ, ঠিক, ও সেরকম লোক না। পেটের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন প্যাঁচ আছে। চিরকালই এ-ই করে আসছে ব্যাটা। একটা কোন ছুতোয় প্রতিবারই দলে ভেড়ায় আইনকে। কিন্তু এবার কীভাবে সেটা করবে বুঝতে পারছি না। লুকাস যে খুন করেছে তার অন্তত দুড়জন সাক্ষী আছে।'

'তা, তুমি কী করবে এখন?'

তোয়ালেটা চেয়ারের পিঠে আছড়ে ফেলল টম্পসন। 'আমার নিজের কানে শুনতে হবে কথাগুলো।' ঘোঁৎ শব্দে নাক ঝাড়ল ও। 'তাহলেই বুঝে ফেলব ওর মতলবটা।'

'কীভাবে?' কর্টেয প্রশ্ন করল।

'কেউ মিথ্যা বললে ধরতে পারি আমি।'

'আমি যাব তোমার সঙ্গে,' কর্টেয বলল।

একটুক্ষণ ভাবল টম্পসন। 'আচ্ছা, এস। হ্যাপ, আমরা চলে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দেবে। কাউকে ঢুকতে দিয়ো না–আমাদের দুজনকে ছাড়া।'

'কতক্ষণ বাইরে থাকবে?'

'ঘণ্টাখানেক, তার বেশি না।'

ঘাড় কাত করল হ্যাপ। উঠে দুজনেই দরজার কাছে গেল, হ্যাপের বাতি নিভাবার অপেক্ষায় দাঁড়াল এক সেকেণ্ড, তারপর অন্ধকারে মিশে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে, পিঠ দরজার দুদিকের দেয়ালে, অস্ত্র তৈরি। ওরা চলতে শুরু করবার আগেই পড়ে গেল দোর।

টম্পসনের হাতে শটগান, আলতোভাবে ধরে রেখেছে বুকের কাছে, হ্যাট নামান কপালের ওপরে। কর্টেয ঠিক ওর এককদম পেছনে, রাস্তার দুপাশে চোখ ঘুরছে অনবরত, দেখবার চেষ্টা করছে ছায়ার ভেতরে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।

যদিও হোটেলের লবি, রেস্তোরাঁ, এবং চার চারটে স্যালুনই লোকজনে ঠাসা, অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এসেছে শহরে। এই বৈরী খাপছাড়া পরিবেশে ওরা একাকী পথে নামায় অমঙ্গলের দূত বলে মনে হচ্ছে ওদেরকে। 'জেলখানায় হ্যাপকে একা রেখে এভাবে বেরোনটা বোধহয় ঠিক হলো না,' বলল টম্পসন।

'ভেতরে ঢোকা কঠিন হবে,' কর্টেয বলল। 'হ্যাপ দ্বিধা করবে না গুলি ছুঁড়তে।'

'না, তা করবে না।'

হোটেলের স্যালুনটাই কোলির সবচেয়ে বড় পানশালা, হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গেল ওরা, পরিস্থিতি আঁচ করতে একমুহূর্ত দাঁড়াল অন্ধকারে। চারদিকে গা ছমছমে ভূতুড়ে পরিবেশ। হঠাৎ স্যল পিটম্যানের গলা ওদের কানে এল।

'শোন–শোন, ভাইসব, আমার কথা শোন তোমরা।'

'খোদার কসম। ব্যাটা বক্তৃতা দিচ্ছে। চল, শুনি কী বলে।'

স্যালুনের দরজার দিকে এগোল ওরা, দ্রুত অথচ নিঃশব্দে ঢুকল ভেতরে। কেউ খেয়াল করল না ওদের, দুজনেই দরজার দুপাশে অবস্থান নিল। বারে পিঠ ঠেকিয়ে

পিটম্যান দাঁড়িয়ে, মুখ জনাকীর্ণ কামরার দিকে।

'বেহায়া,' ফিসফিসিয়ে কর্টেযকে বলল টম্পসন। 'এখানে এমন একজন লোক নেই এখন যে সুযোগ পেলে ওকে খুন করতে দ্বিধা করবে। এই মুহূর্তে ছজনকে দেখতে পাচ্ছি আমি, যারা ওর রক্ত দিয়ে গোসল করার কসম খেয়েছে।'

ল-অফিসার দুজনের অচঞ্চল দৃষ্টি পিটম্যানের ওপর স্থির।

'তোমাদের অনেকেই আমার সম্পর্কে জান,' পিটম্যান শুরু করল। 'নানা সময়ে নানান কারণে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মাঝে, খুঁজলে হয়তো দুপক্ষেরই দোষ বেরোবে, তবে একটা কথা আমি হলফ করে বলতে পারি–আমি কখনও বেআইনি কাজ করিনি। এ ঘরে এমন কেউ নেই যে বুকে হাত রেখে বলতে পারবে আমি আইন অমান্য করেছি কখনও।'

চুপ করল ও। উভয়ই উভয়কে ঘৃণা করে পিটম্যানের এই নির্জলা স্বীকারোক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জলোচ্ছ্বাসের মত গ্রাস করেছে সবাইকে। কেউ কোন কথা বলছে না। বলবার মত নেইও কিছু। ধূম্রজালের মত একটা অস্বস্তিকর নীরবতা আচ্ছন্ন করে আছে সারা ঘর।

'ছেলের সাথে কথা বলেছি আমি। ঘটনা সম্পর্কে এপর্যন্ত আমি যা শুনেছি ওর বক্তব্য সম্পূর্ণ তার উলটো। তবে এতে কিছু আসে যায় না। তোমাদের কাছে আমার কথা একটাই: কাল সকাল নটার স্টেজে জাজ গ্রেসন আসছেন এখানে, তাঁর রায়ই চূড়ান্ত, তাতে লুকাস ছাড়াই পাক, চাই ওর ফাঁসিই হোক, আমি মাথা পেতে নেব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্যাল পিটম্যান মিথ্যুক, এটা তার অতিবড় শত্রুও বলবে না।'

নীরবতা।

ঘৃণা আর বিভ্রান্তির জটিল পাঁকে নিমজ্জিত সবাই। ছেলের প্রাণভিক্ষা ছাড়া স্যাল পিটম্যানের আর কিছু চাইবার থাকতে পারে আশা করেনি ওরা। তবু ওরা নিশ্চুপ রইল। চুপচাপ শুনে যাচ্ছে, ওর বক্তব্য শেষ হবার অপেক্ষায় রয়েছে, দেখছে লোকটাকে।

'আইন আইনই,' বলল পিটম্যান। 'এর চোখে ছোট বড় ভেদাভেদ নেই কোন। তোমাদের কাজেও লাগতে পারে, যেমন অতীতে আমার, বা অন্যদের জন্যে লেগেছে।'

থেমে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল পিটম্যান। তারপর ওর চোখ পেছনের দরজার দিকে ফিরল।

পিস্তল আর স্যাম ক্রেইল ঢুকল ভেতরে।

দুজনেই মাথা ঝাঁকাল আলতোভাবে, এত সামান্য যে চোখেই পড়ে না। পিটম্যান স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চালিয়ে গেল বক্তৃতা যেন ও ড্রিংক শেষ করতেই পেছন ফিরেছিল। হাতের গ্লাসটা বারের ওপর নামিয়ে রাখল ও।

'তোমাদের কাছে আমার এটুকুই বলার ছিল। বললাম–এবং আমি তা মেনে চলব।'

টানটান হয়ে দাঁড়াল ও, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল ঘরের চারপাশে, পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে। কামরার মাঝামাঝি চলে এসেছে হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর গতিরোধ করল ওর।

'তোমার ছেলে ফাঁসিতে ঝুলবে!' ঠিক যেন উন্মাদ বিকারগ্রস্ত রোগীর চিৎকার, তবু ওখানে যে আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়াটুকু ছিল তা ঠিকই স্পর্শ করল পিটম্যানকে। চরকির মত একপাক ঘুরল সে। 'যদি তাই হয় হোক। কিন্তু সিদ্ধান্তটা আসতে হবে আদালতের কাছ থেকে। যদি অন্যরকম কিছু ঘটে, এই শহর আমি ধ্বংস করে দেব। আমি আইন মেনে চলছি–কথাটা তোমরা মনে রাখলে ভাল করবে।'

গোড়ালির ওপর ঘুরল পিটম্যান, মেঝে কাঁপিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, কর্টেয আর টম্পসনকে পাশ কাটাবার সময় ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

আবার কেউ মুখ খুলবার আগে নিঃশব্দ একটা মিনিট কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটল না কথার। ধাপে ধাপে বাড়ল, টেবিল আর বারের লোকজনের ফিসফিস থেকে শুরু হয়ে গুঞ্জনে পরিণত হলো, তারপর সবশেষে সমবেত কণ্ঠের চিৎকার–গাল, প্রতিহিংসার শপথ।

ওরা সবাই এক। লুকাস পিটম্যানের শত্রু। স্যাল পিটম্যানের শত্রু। যদি সে ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করে–বদলা।

বদলা।

কর্টেয আর টম্পসন দরজার দুপাশে নীরব দাঁড়িয়ে, কান খাড়া, প্রস্তুত, পাছে কেউ পিটম্যানকে খুন করতে ছুটে যায়। পিস্তল আর ক্রেইল বারের কোনা ঘুরে এসে ড্রিংকসের ফরমাস দিচ্ছে, এমন সময় পিস্তলকে দেখতে পেল কর্টেয।

'শেরিফ,' চাপা গলায় বলল মেক্সিক্যান, 'কোণের ওই লোকটাই তিন নম্বর।'

'তিন নম্বর মানে?'

'আমার ঘোড়া চুরি করে মরুভূমিতে ফেলে রেখে এসেছিল আমাকে।'

'পিস্তল।' ভুস্ করে শ্বাস ছাড়ল টম্পসন। 'সঙ্গে স্যাম ক্রেইল। আপাতত ওদেরকে ঘাঁটিয়ো না, কর্টেয।'

বৃথা চেষ্টা, কর্টেয ততক্ষণে হাঁটা ধরেছে বারের উদ্দেশে।

নীরব হয়ে গেছে ঘরটা, যেন অদৃশ্য একটা বোতাম টিপে দিয়েছে কেউ।

পরিবেশের এই আকস্মিক পরিবর্তনে অবাক হলো দুই বন্দুকবাজ, ব্যাপারটা কী দেখতে দুজনেই চোখ তুলল একসাথে, পরক্ষণে চমকে উঠল পিস্তল।

স্যাম ক্রেইল পলক তুলে দেখতে পেয়েছিল কর্টেযকে। পিস্তলের ভাবান্তরও চোখ এড়ায়নি ওর। বিপদের গন্ধ পেল ক্রেইল, সতর্ক হয়ে গেল। 'মনে হচ্ছে তোমার একজন বন্ধু এসেছে, পিস্তল,' সহজ কণ্ঠে বলল ও।

পিস্তল আগের মতই ওর হাত দুটো ফেলে রেখেছে বারের ওপর। 'হ্যালো, মেক্স। ক্রেইল, তুমি এখন একজন খাঁটি মেক্সিক্যান পিস্তলেরোকে দেখতে পাচ্ছ।'

'তা আর বলতে–এবং আপাদমস্তক নির্ভেজাল ল-অফিসার।'

'সিনর, তোমাকে আমি গ্রেফতার করছি,' বলল কর্টেয।

'আচ্ছা, আচ্ছা, অভিযোগটা কী শুনি?' মুখ বাঁকাল পিস্তল। কোনরকম চাঞ্চল্যের প্রকাশ নেই চেহারায়, তাকাচ্ছে না কর্টেযের দিকে, হাতে হুইস্কির গ্লাস।

'ঘোড়া চুরি, ছিনতাই। অস্ত্র, পানি কেড়ে নিয়ে একজন অসহায় মানুষকে মরুভূমিতে মৃত্যুর মুখে ফেলে আসা।'

'অ, এই ব্যাপার!' পিস্তল ভেংচি কাটল, তাকাল ক্রেইলের দিকে, সোজা হয়ে

দাঁড়াল, তবে গ্লাসটা ঠিকই ধরে আছে দুহাতের তালুতে। 'ও বলেছে একজন মানুষকে। আসলে কিন্তু ওটা কোন মানুষ ছিল না, ক্রেইল। আমি একটা ফালতু মেক্সিক্যান শুয়োরছানাকে ফেলে রেখে এসেছিলাম।'

স্যাম ক্রেইল হাসল খিকখিক করে। কিন্তু ওর আর্দ্র লাল চোখজোড়া আঠার মত আটকে গিয়েছিল কর্টেযের ওপর, চট করে সামলে নিল নিজেকে। গ্লাসের অবশিষ্ট তরলপদার্থটুকু একবারে গলায় ঢেলে দিয়ে ডানদিকে সরে গেল দুকদম। কাঁধ চাপড়ে দিল পিস্তলের। 'আরাম কর,' বলল মৃদু গলায়।

'অ্যাই, তুমি আবার কোথায় চললে?' প্রশ্ন করল পিস্তল। 'কথা ছিল একসাথে ফুর্তি করব।'

'যাচ্ছি না কোথাও, এখানেই থাকব,' বলে আর একটু পিছিয়ে গেল ক্রেইল, ঝামেলা থেকে সরিয়ে নিচ্ছে নিজেকে, হাত দুটো হোলস্টার থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরান। ওর নজর এড়ায়নি স্যালুনের পেছনদিকে লিভাররাইট হাতে দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ। কিন্তু টম্পসনকে গোনায় ধরেনি স্যাম ক্রেইল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কর্টেযকে জরিপ করেছে সে এবং যা বোঝার বুঝে নিয়েছে।

আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে পিস্তল, গ্লাস এখনও হাতে ধরা, বোকার মত হাসতে হাসতে পানি এসে গেছে চোখে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছিল এদিক ওদিক, লোকজনের মুখ দেখছিল, এবার স্যাম ক্রেইলের দিকে ফিরল। 'আমি কতটা চালু তাই জানতে চাও, না?'

স্যাম ক্রেইল বলল না কিছু। হাসল। তবে ওর চোখ হাসেনি। এখন আর পিস্তলকে দেখছে না ও। ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছে মন। কর্টেযকে লক্ষ্য করছে সে-ও। কর্টেয সম্পর্কে তার অনুমান ঠিক হয়ে থাকলে, এতে ওর লোকসান হবে না।

'তোমার হাতিয়ার ফেলে দাও,' কর্টেয বলল। ও বার থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে, হাত দুটো ঝুলছে শরীরের দুপাশে, কনুই থেকে ঈষৎ বাঁকা হয়ে, পাঞ্জা ছড়ান, আঙুলগুলো কাঁপছে তিরতির।

'মেক্স; শোন, রিভলভারটা যদি শেষপর্যন্ত আমাকে বের করতেই হয়, তোমাকে খুন করার জন্যেই বের করব। ঠিক যেমনটি বলেছিলাম।' হাতে ধরা গ্লাসের দিকে তাকাল পিস্তল। 'বুঝেছ?'

'ঘোড়া চুরি, সিনর। অন্য দুজন মরার আগে দোষ স্বীকার করেছে। ওরা বলেছে তুমিই এর জন্য দায়ী। তবে না বললেও চলত, আমি ছিলাম ওখানে-মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'যেভাবেই হোক, সিনর, আমার হাতেই তোমার মৃত্যু লেখা।'

'ঘোড়া চুরির দায়ে ফাঁসি দেবে, নাকি এখানেই মারতে চাও গুলি করে, মেক্স?' স্যাম ক্রেইলের উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল পিস্তল। কিন্তু ক্রেইল তখন দল বদলেছে। নবাগত মেক্সিক্যান যুবককে লক্ষ্য করছে সে। লোকটা কথা বলে বিশুদ্ধ মার্কিন উচ্চারণে, অথচ চেহারায় মেক্সিক্যান। চোখে পড়বার মত বিশেষত্ব আছে ওর ভাবভঙ্গিতে, সেটাই আকৃষ্ট করেছে স্যাম ক্রেইলকে।'

'এখানে-এক্ষুণি?' গ্লাসটা নামিয়ে রেখে, বার থেকে সরে এসে জিজ্ঞেস করল

পিস্তল। 'এখানেই? এক্ষুণি?' ফের প্রশ্নটা করল ও, তবে কোন জবাবের প্রত্যাশা করেনি।

পিস্তল ওর ভেতরের সে-ই অনুভূতিটাকে তলব করছে। ওকে চিরকাল এইসব ক্ষেত্রে রক্ষা করে এসেছে ওটা। একটা ঠাণ্ডা জ্বরের মত ধীরে ধীরে অনুভূতিটা উঠে যাবে মাথায়, হিমশীতল রেশমগুটির মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলবে ওর শরীর, এত শীত করবে যে কাঁপুনি এসে যাবে ওর-তারপর···

এখন আর সামনে দাঁড়ান লোকটাকে দেখছে না পিস্তলের চোখ। নিরেট একটা কাঠামো ভেদ করে বহুদূরে নিবদ্ধ হয়েছে দৃষ্টি। বার থেকে সরে এসে কর্টেযের মুখোমুখি হলো পিস্তল। দুজনের ব্যবধান বিশ ফুটও হবে না। বরাবরের মত, একটু একটু করে অনুভূতিটা গ্রাস করছে ওকে, প্রায় চূড়া ছুঁই ছুঁই, আচমকা ড্র করল পিস্তল···

ছোট্ট একটা গর্ত সৃষ্টি হলো ওর কপালে, প্রায় আট ফুট দূরের একটা পোকার টেবিলের ওপর ছিটকে পড়ল ও, টেবিলের তাস বোর্ডের পয়সা মদের গ্লাস তছনছ হয়ে গেল, শক্তিহীন আঙুলগুলো দিয়ে আশপাশের বাতাসকে খামচে ধরার প্রয়াস পেল পিস্তল, নিজের ভেতরে একটা তাতান সাদা বস্তুর উপস্থিতি টের পাচ্ছে সে-কী ওটা? আশ্চর্য, ব্যথা নেই কোন।

গুলি লেগেছে আমার! মাথার ভেতরে নিঃশব্দে চেঁচিয়ে উঠল পিস্তল, পরমুহূর্তে তপ্ত সীসেটা গুঁড়িয়ে দিল ওর কপালের অস্থি, ভেতরের সূক্ষ্ম জটিল গলিঘুপচি ভেদ করে বেরিয়ে গেল খুলির একটা অংশ খুবলে নিয়ে।

কাটা কলাগাছের মত মেঝেতে আছড়ে পড়ল পিস্তলের নিষ্প্রাণ দেহটা।

মজার ব্যাপার, স্যালুনের প্রত্যেকেই চাক্ষুষ করেছে ঘটনাটা, অথচ কেউই নিশ্চিত হতে পারছে না কর্টেযের ড্র সে আদৌ দেখতে পেয়েছে কিনা।

ব্যতিক্রম, জো টম্পসন আর স্যাম ক্রেইল। কেবলমাত্র এই দুজনই পিস্তলকে বলতে পারত কী ঘটেছে।

মত্ত উল্লাসে রাতের রাস্তায় নামল কোলিবাসীরা। কিছুক্ষণ আগে দেখা ঘটনাটা ওদের উৎসাহ উদ্যমকে বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ। এই নিয়ে তিন তিনবার ভেলকি দেখিয়েছে শ্যামবর্ণ লোকটা: প্রথমে জেড আর হর্ট, তারপর আজই বিকেলে হোটেল স্যালুনের বাইরে ছজন বন্দুকবাজ, এবং এখন পিস্তল।

এবার পিটম্যানকে বাগে পেয়েছে ওরা। কোনরকম কুমতলব থাকলেও কর্টেযকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে মুশকিল হবে।

স্যাম ক্রেইলই সবার আগে স্যল পিটম্যানের কানে তুলল ব্যাপারটা। হোটেলের কামরায় পিটম্যানের সঙ্গে দেখা করল ও। 'দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, মিস্টার পিটম্যান। আপনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

'তুমি বলছ ও খুব ক্ষিপ্র,' জিজ্ঞেস করল পিটম্যান, সোফায় হেলান দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ক্রেইলের বক্তব্য শুনছে। 'খুউব?'

'অসম্ভব,' একটা সিগারেট বানাতে বানাতে জবাব দিল ক্রেইল। 'ঈশ্বরের মত।'

নিজের জন্য একটা গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে, ক্রেইলকেও একপেগ অফার করল পিটম্যান। হাত জোড় করে মাফ চাইল ক্রেইল।

'খাও না?'
'কাজের সময় না,' মৃদু হেসে বলল ক্রেইল।
'মেয়েটা ভাল আছে? অসুবিধা হয়েছে কোন?'
'চমৎকার। না, একটুও না।'
চেয়ার ছাড়ল স্যাম ক্রেইল, সিগারেট ধরিয়ে পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে। 'গুডনাইট, মিস্টার পিটম্যান।'

এগারো

বস্তুত, ভয় আর প্রতিহিংসার আগুনে পোড়া বিকৃত সাহসই কোলিবাসীদের সংঘবদ্ধ করে তুলেছিল। কর্টেযের হাতে পিস্তল নিহত হবার পর একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দিল ওদের চিন্তায়। এখনও একটা দল গোঁ ধরে আছে, জেলখানা ভেঙে লুকাস পিটম্যানকে লিঞ্চ করবে, কিন্তু গতদিনের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এদের সংখ্যা এবং মতলবটাও আর তেমন পছন্দ করছে না কেউ। এমুহূর্তে কোলিতে এরকম দশজন লোক জোগাড় করা শক্ত হবে যারা জেলখানা ভেঙে লুকাসকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ঝুঁকিটা নিতে রাজি। এই পরিবর্তনের পেছনে অনেকগুলো কারণ সক্রিয়। মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে জো টম্পসন, খুন করেছে একজন বন্দুকবাজকে; কর্টেয নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে, এবং একজন সত্যিকার মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে হ্যাপ। এই শেষোক্ত কারণটি কোলির লোকদের মনে সরাসরি প্রভাব বিস্তার না করলেও, এর গুরুত্ব অনেক। ওদের চোখে নতুন চেহারায় ধরা দিয়েছে হ্যাপ, ভেতরে ভেতরে সবাই সমীহ করছে ওকে।

বেশিরভাগ লোকই এখন আর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছে না। কোলির শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চায় না। পিস্তল-কর্টেয লড়াইয়ের পর আরও একাট্টা হয়েছে ওরা, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সোজা পথে–আইনের রাস্তায়। প্রথমে বিচার, তারপর আইনতই ফাঁসি দেবে লুকাস পিটম্যানকে। অন্তত জো টম্পসনের কাছে এটাই মনে হচ্ছে।

এখনও দু-চারজন মাথাগরম লোক রয়ে গেছে যারা নির্ভর করতে পারছে না টম্পসন আর কর্টেযের ক্ষমতার ওপর। এই দলটি বৃদ্ধ হ্যাপকে হিসেবের মধ্যেই আনছে না, ওদের দৃষ্টিতে সে একজন মামুলি বুড়ো হাবড়া স্যালুন মালিক ছাড়া কিছু নয়। এদের ধারণা পিটম্যানের পঞ্চাশজন বন্দুকবাজ এবং স্যাম ক্রেইলকে ঠেকাবার সাধ্য টম্পসনের নেই।

ওদের তরফ থেকে এরকম প্রস্তাবও এসেছে, শহরের চারপাশে ব্যারিকেড তুলে অবস্থান নেয়া উচিত, উলটোপালটা কিছু ঘটতে নিলে বাধা দিতে পারবে। ওদের বিশ্বাস, এর ফলে পিটম্যান কোনরকম হঠকারিতার সাহস পাবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত মাথাঠাণ্ডা লোকেরাই জয়ী হয়েছে। নিজেদের ভুল এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে ওরা, তাই শেষমুহূর্ত অবধি সবকিছু আইনের পথে নিষ্পত্তি করতে চাইছে।

মানসিক ভারসাম্য ফিরে এসেছে ওদের, নিজেদের জীবন দিয়ে আইনকে সমুন্নত

রাখবার শপথ নিয়েছে। এমুহূর্তে কোলিবাসীদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হুয়ান কর্টেয। এমন একজন লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না শহরে যে কর্টেযের জায়গায় কল্পনা করছে না নিজেকে–পিস্তলের মৃত্যুতে স্যাল পিটম্যান কতটা আঘাত পেয়েছে সে ব্যাপারে ওদের জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই।

অন্য সময় হলে পিটম্যান দুশ্চিন্তায় পড়ত, কিন্তু স্যাম ক্রেইল জবাবটা জানিয়ে গেছে ওকে। শুনানি হবে বটে, কিন্তু লুকাস পিটম্যান অভিযুক্ত হচ্ছে না। ও জানে একথা এবং, সকালে সূর্য উঠবে এটা যেমন সত্যি, তেমনি বিশ্বাস করে। বহুদিন ধরে জাজ গ্রেসনকে চেনে সে। স্ত্রী গত হয়েছে অনেককাল। এখন সংসারে আপন বলতে আছে একটি মেয়ে। ও জানে বৃদ্ধ তাঁর একমাত্র সন্তানকে কীরকম ভালবাসে। নিজের দিকে তাকিয়ে পিটম্যান বুঝতে পারছে লুকাসের জন্য তার যেমন লাগছে, মেয়ের জন্য জাজেরও সেইরকম মনের অবস্থা হবে।

সকাল নটার স্টেজে কোলিতে পৌঁছাবেন জাজ গ্রেসন। বড়জোর এগারোটা, এর মধ্যেই আইনত ছাড়া পেয়ে যাবে লুকাস। তখন আদালতের রায় কার্যকর করতে তার পঞ্চাশজন বন্দুকবাজকে মাঠে নামাবে পিটম্যান।

যে মুহূর্তে লুকাস মুক্ত বলে ঘোষিত হবে পিটম্যান নিজেকে আবদ্ধ করবে বন্দুকবাজদের ব্যূহের মাঝে। তখন আর কোন লোকই সাহস পাবে না তার বিরুদ্ধে যেতে। আইনকে আরও একটিবার নিজের পাশে পেয়ে যাবে সে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু রাস্তার কোলাহল থামেনি। পিটম্যান ওদের আনন্দের কারণ জানে। কিন্তু সে নিরুদ্বিগ্ন। ট্রাভেল ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করে নিশ্চিন্ত মনে পড়ছে। লুকাস সমস্যার ফয়সালা হয়ে গেছে, আপাতত ওদিকে মন না দিলেও চলে। নতুন রেলরাস্তা আসছে পশ্চিমে। এতে তারও একটা অংশীদারিত্ব থাকছে। আজ সারা দিন ধকল গেছে, কাল সকালেও ব্যস্ত থাকবে। তাই এই অবসরে নতুন প্রজেক্ট প্ল্যানটার চুলচেরা বিশ্লেষণে বসেছে সে। এটা তাকে অনেক উঁচুতে আসন দেবে। কুলীন ধনিক সমাজের সদস্য হতে পারবে সে।

দেশময় এখন এক নব জাগরণের ঢেউ। সব জায়গায় এর চিহ্ন: কারো দেখবার চোখ থাকলে ভুল হবে না চিনতে।

প্রথম যখন পুব থেকে মাল এনে কোম্যাঞ্চেদের সাথে ব্যবসা শুরু করে, তখন থেকেই পণ্য আনা-নেয়ায় ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে স্যাল পিটম্যানকে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় গবাদি পশুর চালান পাঠাতে গিয়েও বহুবার হিমশিম খেয়েছে। তখনই পিটম্যান দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিল পরিবহনই হবে আগামীদিনের সবচেয়ে বড় ব্যবসা। তাই সবসময় এদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হয়েছে সে, যেন মিসিসিপির পশ্চিম পাড়ে পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন হলে গোড়াতেই এর মুনাফাটুকু একচেটিয়াভাবে লুটতে পারে। হাজার হাজার মানুষ, শয়ে শয়ে শহর। সবাই জিনিস চায়। কী, তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। জুতোর ফিতে থেকে শুরু করে সুচ, সবকিছুরই চাহিদা আছে মানুষের জীবনে। যে মালই আনা হোক না কেন, ভাড়া মিলবে। একটা রেলওয়ে এঞ্জিন আর ফ্ল্যাট কারের পেছনে বিনিয়োগ করলে সুদে আসলে পাঁচশো গুণ হয়ে ফিরে আসবে সেই টাকা। ক্যানসাস সিটি আর সেন্ট

লুইয়ের ব্যাংকারদের মগজে এই সোজা হিসেবটা ঢোকাতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে।

পিটম্যানের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, নিচে কোলির রাস্তার দিকে তাকাল। স্যালুনের আলোগুলো নেভেনি। দোকানপাটের নিয়ন বাতিতে রাস্তা আলোকিত। বাতাসে বারুদের গন্ধ। এই জীবন ওর চেনা, ওর অস্তিত্বের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শিগ্গিরই শেষ হয়ে যাবে সব ঝুট-ঝামেলা। আবার শক্ত জমিতে দাঁড়াতে পারবে ও, শায়েস্তা করতে পারবে বিরুদ্ধবাদীদের।

ছেলেটাকে এবার টেক্সাসের বাইরেই পাঠিয়ে দেবে সে। নিউ ইয়র্ক নয়তো ইউরোপে। একটু টাইট দিতে হবে ওকে। হয়তো ও বেঁচে যাবে এতে। পিস্তল, ক্রেইল বা ওই পিস্তলেরোর মত লোকদের সমাজে থাকলে আর একটা বছরও বাঁচতে পারবে কিনা সন্দেহ–অপঘাতে মৃত্যু হবে।

প্রজেক্টের চিন্তায় ফিরে গেল পিটম্যান। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ওরা তাকে সেন্ট লুইতে উপস্থিত থাকতে বারবার করে বলেছে। আর বলবে নাই-বা কেন? দাবি আছে তার, আগাগোড়া সে ব্যাপারটা বোঝে, মূলত তার একক উদ্যোগেই রেলরাস্তা বসছে এই অঞ্চলে। তাছাড়া দেশের ওই অংশের বড় বড় শহরগুলোতে তার বহু ব্যবসা আছে। তাকে ওদের প্রয়োজন। হ্যাঁ, এজন্য অবশ্যই ভাড়া গুনতে হবে ওদের।

সাউথওয়েস্টার্ন ট্র্যান্সপোর্টেশন কোম্পানি রেলরোড। এই নামটাই বেছে নিয়েছে সে।

এবার, স্বল্পক্ষণের জন্য, নিজের দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকাল স্যাল পিটম্যান। সারা দেশেই এখন ওর মত লোকেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, দেখতে পেল ও। তার মত অনেকেই সাম্রাজ্য গড়ছে: ফ্যাক্টরি, শিপিং, টেক্সটাইল, র‍্যাঞ্চিং। এসবের পেছনে কাজ করছে লোভ, ও উপলব্ধি করল। ওর মত লোকদের লোভ।

তবে আইনের মধ্যে থেকে। সবসময়েই আইনের মধ্যে থেকে।

বিকৃত কর সমাজটাকে কিন্তু আইন লঙ্ঘন করবে না। রাজনীতিকদের মাথা কিনে ফেল, নিজের চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত কর ওদের, তদ্বির কর, ঘুষ দাও, কিন্তু আইনের মধ্যে থেকে।

মুচকি হাসল স্যাল পিটম্যান। আমলাতন্ত্রের চক্র ভাঙতে চেষ্টা করলে তার পরিণাম কত ভয়ানক হয় ও জানে। যেমন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের হোসে ক্রিমিন্স। ফেডারেল সেনা পাঠিয়ে হোসেকে পিষে ফেলেছিল ওরা।

জাজ গ্রেসন আগামীকাল রায় দেবেন, সাথে সাথে এই পাঠ চুকিয়ে ফেলবে পিটম্যান।

তবু বেশ্যা মেয়েটাকে হত্যা করবার ঘটনাটা পীড়া দিচ্ছে ওকে। ছেলের বিবেককে সে কখনওই কিনতে পারবে না। কোনদিন যদি লুকাস মানুষ হয়, বিবেকের দংশনে পীড়িত হবে সে।

রাত দুটো। কোলির আধমাইল দূরে স্যাডল থেকে নামলেন জাজ গ্রেসন, ট্রেইল ছেড়ে ঢুকলেন একটা ঝোপের ভেতর, গাছের ডালের সঙ্গে ক্লান্ত ঘোড়াটা বেঁধে রাখলেন।

মরাচাঁদের আলোয় চিকচিক করছে তাঁর টাকমাথা, রাতের অন্ধকারে ঝড়ের বেগে পথ চলেছেন, অনেক আগেই বাতাসে খোয়া গেছে টুপিটা; ঘামে ধুলোয় মুখ একাকার, বিষণ্ণ চেহারা, শার্টের কলার শিথিল, টাইটা সরে গেছে একপাশে।

তবে যত তাড়াই থাকুক, সাবধান হতে ভুললেন না তিনি, গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগোলেন শহরের দিকে। রাস্তাঘাট অন্ধকার, স্যালুনগুলোর একটা দুটো বাতি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কোলির উপকণ্ঠে এসে থামলেন জাজ। ট্রেইল ধরে এগোলে লোকের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, তাই এ গলি সে গলি হয়ে শহরে ঢুকলেন।

প্রধান সড়কে পৌঁছে অন্ধকার দেয়ালের গায়ে মিশে গেলেন গ্রেসন, সতর্ক চোখে চারপাশে নজর বুলিয়ে বুঝলেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে–তাঁকে দেখে ফেলেনি কেউ। এত রাতে শহরের লোকজন জেগে থাকতে পারে কল্পনাও করেননি তিনি, স্যালুন হোটেল-রেস্তোরাঁয় খদ্দেরের কমতি নেই, মাঝে মাঝেই ব্যাটউইং দোর ঠেলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে পথে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় রাস্তার শেষমাথায় পৌঁছুতে সক্ষম হলেন তিনি।

জেলখানার দেয়ালে পিঠ দিয়ে সেঁটে গেলেন গ্রেসন, আলতো টোকা মারলেন দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে জো টম্পসনের রুক্ষ কর্কশ গলা ভেসে এল। 'কে?'

আশ্বস্ত হলেন জাজ। 'টম্পসন, আমি, জাজ গ্রেসন।'

'কে?'

'গ্রেসন–জাজ গ্রেসন–দরজা খোল।' ফের দরজা ধাক্কালেন গ্রেসন, এবার আগের চাইতে জোরে। 'জলদি!'

'খুলছি, তবে মনে থাকে যেন, গ্রেসন ছাড়া অন্য কেউ হলে কিন্তু গুলি।'

'আহ্, খোল দরজা!' বললেন জাজ, চকিতে একবার পেছন ফিরে দেখলেন কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। দরজার হুড়কো উঠে গেল ওপরে, ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হলো পাল্লা।

'খোদা! গ্রেসনই তো,' বলল টম্পসন। সটান খুলে গেল দরজা, গ্রেসন ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল।

'জাজ!' টম্পসনের চোখ কপালে। 'কী হয়েছে আপনার? এরকম বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন?'

'জো, একটা কিছু উপায় বের কর। ওরা মার্শালাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'কারা ধরে নিয়ে গেছে?'

'কাল ভোরে দুজন লোক র‍্যাঞ্চে এসে খাবার পানি চাইল। আমি তখন ল্যাসকোয় কোর্টে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি।' গ্রেসন থামলেন একটু। 'মার্শালাও কাপড় পালটাচ্ছিল আমার সঙ্গে যাবে বলে।'

কর্টেয জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, জাজের কথা শুনছে কানখাড়া করে, চোখ রাস্তায়। হ্যাপ খাটিয়ার এককোণে বসে, চোখে ঘুম, কিন্তু বিস্ফারিত। 'আইক গ্রেভস কোথায়?'

'ভিতুর ডিম। বিপদ শুরু হতেই ভেগেছে শহর ছেড়ে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন গ্রেসন। 'ঠিক–বিপদই বটে।'

'তারপর, সিনর?'

'ওকে চিনলাম না?' গ্রেসন ফিরলেন কর্টেযের দিকে।

'আমার নতুন ডেপুটি। তারপর কী হলো তাই বলুন, জাজ?'

'একজন পেছন থেকে এসে বেঁধে ফেলল আমার হাত-পা। অন্যজন গেল বাড়ির ভেতরে। আমাকে কোনরকম আঘাত দেবার চেষ্টা করেনি ওরা। খোদা সাক্ষী, ইচ্ছে করলে আমাদের দুজনকেই খুন করতে পারত। কিন্তু সেরকম কিছু করেনি—ওরা চাইছিল আমি যেন দেখতে পাই ব্যাপারটা।'

'কী দেখতে পান?' টম্পসন অধৈর্য।

'ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।'

'ধরে নিয়ে যাচ্ছে? কোথায়?'

জাজ গ্রেসন মুখের ঘাম মুছলেন। পথশ্রমের ক্লান্তি আর অপহৃতা কন্যার চিন্তায় মুষড়ে পড়েছেন। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। চট করে একমগ পানি এগিয়ে দিল হ্যাপ। একনিশ্বাসে পান করলেন গ্রেসন।

'ওদের মধ্যে একজন…' দম নিতে থামলেন তিনি। 'একজনকে আমি চেহারায় চিনি। বন্দুকবাজ, ল্যাসকোয় আড্ডা। কয়েকবারই আমার এজলাসের কাঠগড়ায় উঠেছিল। আসল নাম ভুলে গেছি—তবে পিস্তল বলেই ডাকে সবাই। সঙ্গের লোকটাকে চিনি না।' স্যাম ক্রেইলের চেহারার বর্ণনা দিলেন গ্রেসন।

টম্পসন ও কর্টেয দৃষ্টি বিনিময় করল। 'সবটা বলুন, জাজ।'

'ওরা শুধু বলেছে লুকাস পিটম্যানকে রেহাই দিলে মার্শালাও ছাড়া পাবে।'

'কী!'

মাথা ঝাঁকালেন জাজ গ্রেসন। 'ব্যাপারটা কাউকে জানাতে নিষেধ করেছে আমাকে। বিশেষ করে তোমাকে। বলেছে জানালে মার্শালাকে খুন করবে। তারপর আমাকেও—যদি লুকাসকে বেকসুর খালাস না দিই।'

'শালা। বেজন্মা। বানচোত।' রাগের মাথায় জাজের সামনেই মুখ ফসকে গাল বকল টম্পসন। 'যাক, পিস্তলকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। কাল সন্ধ্যায় এখানে একজনের হাতে মারা পড়েছে সে।'

'মারা গেছে?' গ্রেসনের চোখে জিজ্ঞাসা।

'মগজ হালুয়া!' হ্যাপ হাসল।

'ওরা কী বলেছে, সিনর?' কর্টেয প্রশ্ন করল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন গ্রেসন। 'যা বললাম তোমাদের। বেশি কথা বলেনি। পরিষ্কার, সাদামাঠা ভাষা। মার্শালাকে আটকে রেখেছে ওরা। বলেছে আমি যেন ছেড়ে দিই লুকাসকে, না হলে মেরে ফেলা হবে আমার মেয়েকে। এবং তারপর আমাকেও।'

বিড়বিড় করে জঘন্য ভাষায় পিটম্যানকে আবার গাল দিল টম্পসন। 'আমার কাছে এসে আপনি ঠিক কাজটাই করেছেন, জাজ।'

'আর কিছু মাথায় আসেনি আমার, তবে…'

'তবে কী?'

'বুঝতে পারছি না।'

'মানে—কী বুঝতে পারছেন না?'

'বুঝতে পারছি না কী করব!'

'লুকাস পিটম্যানকে ছেড়ে দিলে কী ঘটবে আপনি জানেন?'

অধোবদনে বসে রইলেন জাজ গ্রেসন। চোখে পানি। নির্বাক।

'কম করেও পঁচিশজন সাক্ষী, মেয়েটাকে খুন করেছে লুকাস,' বলল টম্পসন। 'ইতিমধ্যে একবার ওরা আক্রমণ করেছিল জেলখানা—লিঞ্চ করবে লুকাসকে। এখন আপনি ওকে ছেড়ে দিলে কী ঘটবে জানেন? আমি বলছি কী ঘটবে, প্রথমে যারা বাদ ছিল এবার তারাও ছুটে আসবে ওকে ছিনিয়ে নিতে। আর পিটম্যান চেষ্টা করবে বাধা দিতে। পঞ্চাশজন বন্দুকবাজ ভাড়া করেছে ও। শহরের বাইরে তৈরি হয়ে বসে আছে—মনিবের ডাক পেলেই ছুটে আসবে।'

মাথা নিচু করে নীরবে শুনছেন জাজ। ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছেন পানির মগে।

'তার মানে,' টম্পসনের গলায় ক্ষোভ, 'একদিকে কোলির মানুষ সুবিচারের আশায় রয়েছে কিন্তু পাচ্ছে না। অন্যদিকে পঞ্চাশজন বন্দুকবাজ। যাদের ন্যায় অন্যায়ের বালাই নেই—পিটম্যান টাকা ঢালছে অতএব সে যা বলবে তাই করবে। এ লড়াইতে কে জিতবে আমি জানি না, জাজ। তবে যারাই জিতুক, অসংখ্য মানুষের লাশ পড়ে থাকবে কোলির রাজপথে। ভাববেন না, আপনার কোন লাভ হবে এতে, ষড়যন্ত্রে আপনি আছেন একথা যদি ফাঁস হয়—যাতে হয় সেব্যবস্থা আমি করব—ওরা আপনাকেই ঝোলাবার জন্য ছুটে আসবে দড়ি হাতে। অবশ্য যদি সে পর্যন্ত বেঁচে থাকে কেউ!'

তড়াক করে চেয়ার ছাড়লেন জাজ গ্রেসন, যেন বিছার কামড় খেয়েছেন। 'তুমি ভেবেছ আমি জানি না এটা? ভাবিনি? সারা রাস্তায় বারবার কেবল একথাগুলোই মনে হয়েছে আমার। কিন্তু, ওহ্ খোদা, আমি নিরুপায়! মার্শালা ওদের হাতে!'

জো টম্পসনের কণ্ঠ সীসার মত ভারি। 'স্যল পিটম্যানও এটাই চায়—আপনার দুর্বলতা কোথায় জেনেই আঘাত হেনেছে সে।'

'আর তুমি ওর ছেলেকে আটকে রেখেছ।'

'আমি আটকে রেখেছি? আইন আটকে রেখেছে ওর ছেলেকে।'

'তুমি কী করবে এখন তাই বল?' গ্রেসন জানতে চাইলেন। 'শেরিফ তুমি—আমি না। আমি অস্ত্র দিয়ে আইনের জন্য লড়ি না, তুমি লড়ো। আমি বিচারক।'

'তাহলে সেই বিচারটাই করুন। ব্যবহার করুন আইনকে,' টম্পসন বলল। 'আপনি আপনার কাজ করুন, আমি আমারটা করব। এবং দুজনেই চেষ্টা করব সাধ্যমত ঠিক কাজটাই করতে।'

'কেবল এতে হবে না।'

'জাজ, এমুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব না আমার পক্ষে।'

'না!' বললেন গ্রেসন। ঘরময় পায়চারি করছেন। একটা নোংরা রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। তাকালেন তিনজন ল-অফিসারের দিকে, মুখ সাদা থমথমে। 'স্যল পিটম্যান যা বলেছে ঠিক তাই করব আমি। লুকাসের বিনিময়ে ফেরত নেব মার্শালাকে। তারপর আমি নিজেই হুলিয়া জারি করব স্যল পিটম্যানের নামে। মার্শালাকে ফিরে না পাওয়া অবধি আর কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'এটাই কি আপনার শেষকথা?'

'হ্যাঁ।'
জো টম্পসন সেলের দরজার দিকে এগোল।
'কী করছ?' জানতে চাইলেন গ্রেসন।
'লুকাস পিটম্যানকে যদি ছাড়তেই হয়–এখুনি ছেড়ে দিতে দোষ কোথায়?'
'না–' ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লেন জাজ। 'দাঁড়াও–আর কোন রাস্তা বের করতে হবে।'
কর্টেয এতক্ষণ দুজনের ভাবাবেগতাড়িত সংলাপ শুনছিল। 'আর একটা রাস্তা আছে, শেরিফ,' এগিয়ে এসে বলল সে।
'কী?' জিজ্ঞেস করল টম্পসন।
'আমাকে বিশ্বাস করেন?'
'করি?' নির্দ্বিধায় বলল টম্পসন।
'গ্যারান্টি দিচ্ছি না, তবে...'
'ঝুঁকি নেব আমি,' বলল টম্পসন। 'তোমার প্ল্যানটা বল?'
'মেয়ের ব্যাপারে জাজের মনের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? এ থেকেই অনুমান করা যায় পিটম্যানেরও একই অবস্থা।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ–বলে যাও।'
'বল প্রয়োগ করতে হবে,' কর্টেয বলল। 'তবে আমাদের শর্তে।'
'কীভাবে?'
'আস্থা রাখুন আমার ওপর,' কর্টেয জবাব দিল। 'আংকল হ্যাপ, ছেলেটাকে আনুন।'

বারো

হোটেল লবির দেয়াল ঘড়িটা ঢং ঢং করে রাত তিনটের ঘোষণা দিচ্ছে। লুকাস পিটম্যানকে সঙ্গে করে চুপিচুপি পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল কর্টেয। লুকাসের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখে পট্টি। কর্টেযের রিভলভার ওর পিঠ স্পর্শ করে আছে।
অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। এক সেকেণ্ড পর টম্পসনের দোনলা শটগানের গর্জনে খানখান হয়ে গেল রাতের নৈঃশব্দ্য। হ্যাপের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ও, তারপর একটা সিক্স-গান গর্জে উঠল পরপর দুবার। নিখুঁত টাইমিং।
লবিতে ঘুমন্ত লোকজন জেগে উঠল গুলির আওয়াজে, পড়িমরি করে ছুটল দরজা জানালার দিকে, রাস্তায় নামল।
'এগোও।' দাঁতে দাঁতে চেপে হুকুম করল কর্টেয। ওর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। লুকাস পিটম্যানকে ঠেলা মারল ও, লবিতে কেউ ফিরে আসবার আগেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়।
'চুপ করে থাকবে,' করিডরের শেষ দরজাটার সামনে থেমে ছেলেটাকে সাবধান

করল কর্টেয। পিটম্যানের মুখের পট্টি খুলে দিল ও। 'শোন, লুকাস। আমি এখন নক করব। তোমার বাবা যখন জানতে চাইবে কে, তোমার নাম বলবে–ফিসফিস করে। জোরে বললে সন্দেহ হবে তার।'
'বাবাকে তুমি খুন করবে?'
'না, বাছা। সেরকম কোন ইচ্ছা আমার নেই।'
দরজায় একবার মৃদু টোকা মারল কর্টেয, তারপর আর একবার। 'আসছি।' পিটম্যানের গলা পাওয়া গেল ভেতরে। 'কে?'
'আমি, বাবা। লুকাস।'
'লুকাস!'
মেঝেতে শব্দ তুলে দরজার কাছে এল পিটম্যান, পরমুহূর্তে ফাঁক হলো পাল্লা।
রিভলভার তুলল কর্টেয, কামরার আলো ওদের ওপর লুটিয়ে পড়তেই লুকাসের মাথার পেছনে মাযল ধরল ও। 'সিনর, টুঁ শব্দও যদি কর, তোমার ছেলে মরবে।'
'বেশ,' বলল ছেলের বাবা। মুহূর্তে বিষয়বুদ্ধির ছাপ ফুটল চেহারায়। দরজা খোলা রেখে পিছিয়ে গেল সে।
ভেতরে ঢুকল ওরা, পিটম্যান এগিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল, পিতা পুত্র দুজনকেই ওর দিকে মুখ করে বসতে নির্দেশ দিল কর্টেয।
'লুকাস, ও তোর কোন ক্ষতি করেনি তো?' ছেলেকে প্রশ্ন করল পিটম্যান।
'কোন কথা না, সিনর। এটা আমার পার্টি,' কর্তৃত্বের সুর ফুটল কর্টেযের গলায়।
পিতা পুত্র মুখোমুখি হয়ে বসল কামরার মাঝখানে। কর্টেয দাঁড়িয়ে রইল যাতে দুজনেই দেখতে পায় ওকে। রিভলভারটা ভাঁজ করে ঝটপট চেম্বার খালি করল ও, তারপর দুজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে মাত্র একটা গুলি ভরল। হাতের তালুর সাহায্যে চেম্বারটা ঘোরাল ও। এগিয়ে গেল লুকাসের কাছে, রিভলভারের নল ঠেকাল মাথায়। 'জাজ গ্রেসন এখন শহরে, সিনর। তুমি ওর মেয়েকে গুম করেছ। আমরা শুনেছি।'
ট্রিগার টিপল কর্টেয। খুট্ করে শব্দ হলো একটা–চেম্বার ফাঁকা। চেম্বারটা আবার ঘোরাল ও, পেছনে টানল হ্যামার।
'ঝুঁকির পাল্লা পাঁচ এক, সিনর। তোমাকে একটা প্রশ্ন করব আমি, উলটোপালটা জবাব দিলে ট্রিগার টানব। একমাত্র এভাবেই জাজ গ্রেসনের মেয়েকে সুস্থ অবস্থায় এখানে ফিরে পাওয়া সম্ভব, সি?' হাতুড়ি পড়ল–ফাঁকা। চেম্বারটা ঘোরাল কর্টেয।
'পাঁচ এক, সিনর।'
'তুমি অসুস্থ!' বলে, উঠে দাঁড়াবার প্রয়াস পেল পিটম্যান।
'সিনর!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল কর্টেয, হাতুড়ি নামিয়ে আনল।
ফাঁকা।
চেম্বার ঘোরাল ও। 'আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না, সিনর পিটম্যান।'
চেয়ারের গদিতে ডুবে গেল পিটম্যান, চোখ রিভলভারের দিকে। 'কী চাও তুমি?'
লুকাস বসে রয়েছে চুপচাপ, ফ্যাকাসে চেহারা। কোনরকম নড়াচড়ার লক্ষণ নেই ওর মাঝে। চোখের পাতাটি পর্যন্ত ফেলছে না।
'মেয়েটা কোথায়?'

'জানি না,' কী বলছে টের পাবার আগেই পিটম্যানের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।
ফের নেমে এল হাতুড়ি।
ফাঁকা। আবার চেম্বারটা ঘোরাল কর্টেয।
'এই নিয়ে চারবার, মৃত্যুর মুখোমুখি হলো তোমার ছেলে। নিশ্চয়ই জান, সিনর, এভাবে অনেকক্ষণ চলতে পারে...কিংবা পরেরটাতেই-'
পিটম্যানের চোখ আঠার মত সেঁটে গেছে রিভলভারের ওপর।
'কোথায় রেখেছ মেয়েটাকে?'
'একটা লাইন শ্যাকে।'
'ভাল আছে?'
'জানি না। আমি শুধু ওকে আটকে রাখতে বলেছি।'
'এখান থেকে কদ্দূর?'
'পঁয়ত্রিশ মাইলের মত।'
'তাহলে সঙ্গে বাড়তি ঘোড়া নিলে পাঁচ ঘণ্টায় কেউ একজন গিয়ে ফিরে আসতে পারবে?'
'হ্যাঁ।'
'কোর্ট বসার আগেই ফিরতে হবে, সিনর। সাড়ে নটার মধ্যে, ঠিক আছে?'
মাথা ঝাঁকাল পিটম্যান, ছেলের দিকে আর তাকাচ্ছে না এখন, কর্টেয আর ওর হাতের রিভলভারটাকেই দেখছে কেবল।
'তাহলে পাঠাও,' নরম সুরে বলল কর্টেয। 'এক্ষুণি।'
'কিন্তু...'
ফের হাতুড়িটা নামিয়ে আনল কর্টেয।
ফাঁকা। কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'তোমার ছেলের আয়ু আছে, সিনর। তোমার কপালটাও ভাল।' আবার চেম্বার ঘুরিয়ে হ্যামার পেছনে টানল ও। তাকাল পিটম্যানের দিকে। শীতের আকাশের মতই ঠাণ্ডা চাহনি।
'পাঠাও,' আবার বলল কর্টেয, মৃদু স্বরে।
এবার, হঠাৎ করেই, কাঁদতে শুরু করল লুকাস পিটম্যান। চেয়ারে ঝুঁকে দুহাঁটুর মাঝে মুখ লুকিয়ে।
'আমি ওকে খুন করতে চাইনি, বাবা। কসম, চাইনি। কিন্তু ভীষণ বিরক্ত করছিল আমাকে। ওর পেটে নাকি আমার বাচ্চা-অথচ আমি জানি কোলিতে যে কাউহ্যাণ্ডই আসত, ও তার সঙ্গে বিছানায় যেত। আমি কেবল ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।
'ও কুৎসা রটানর হুমকি দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল কোর্টে গিয়ে তোমার নামও জড়াবে। আমি ওকে সত্যি সত্যি খুন করতে চাইনি! বাবা! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা! কসম, ওকে খুন করতে চাইনি আমি। আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।'
এক পা ঘুরে চেয়ারের সামনে চলে এল কর্টেয, সজোরে চড় কষাল ছেলেটার গালে। পড়ে যাচ্ছিল, হাতল ধরে টাল সামলাল লুকাস।
পিটম্যান উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ততক্ষণে আগের জায়গায় ফিরে গেছে কর্টেয,

রিভলভার লুকাসের মাথার দিকে তাক করা। পিটম্যান ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পা বাড়াল।
'সিনর!'
জ্বলে উঠল পিটম্যান। 'কেমন শয়তান তুমি, ছেলেকে দিয়ে বাপকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ?'
পরমুহূর্তে রাগ সংবরণ করল ও। 'তবে এই বলে রাখছি: তোমার কথামত কাজ আমি করব, মেক্স। কিন্তু তুমি সীমা লংঘন করেছ। আমার ছেলের ভাগ্যে যা-ই হোক, তোমাকে ছাড়ব না আমি। যত টাকা লাগে খরচ করব, সেরা লোক লাগাব তোমার পেছনে। দেশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত তাড়া করব তোমাকে। আজকের রাতের ঋণ শুধবার জন্য, মেক্স-বুঝেছ, শুধু আজকের রাতের ঋণ শুধবার জন্য।'
ট্রিগার টিপল কর্টেয।
'সবসময় এরকম ফাঁকা যাবে না, সিনর,' মৃদু গলায় বলল।
হ্যামারের ক্লিক শব্দে ছিটকে সোজা হলো পিটম্যান। খানিক আগের ভাবাবেগ মুছে গেছে, ওপর নিচ মাথা ঝাঁকাল ও। রিভলভার থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে, ছেলের মাথায় হাত রাখল। 'মন খারাপ করে থাকিস না, লুকাস, এই বিপদ থেকে তোকে আমি উদ্ধার করবই।'
ফের হাতুড়ি পেছনে টানল কর্টেয।
'না-না!' আঁতকে উঠল পিটম্যান। 'আর না, প্লিজ!'
'তোমার লোকদের বল মেয়েটাকে নিয়ে আসতে। নির্দেশ দাও,' কর্টেয বলল। কোর্ট বসার আগেই কোলিতে পৌছে দেয়া চাই মার্শালাকে-অক্ষত অবস্থায়। অযথা সময় নষ্ট করছ তুমি, সিনর।'
দরজার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াল পিটম্যান, নবে হাত রেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কর্টেযের দিকে। দরজা খুলল। 'ক্রেইল!'
কপাট খুলে দাঁড়িয়ে আছে পিটম্যান। করিডোরে বন্দুকবাজের বুটের ভারি আওয়াজ পাচ্ছে ওরা। দরজা খোলা, তবু কর্টেয কোনকিছু গোপন করবার চেষ্টা করছে না। থমকে দাঁড়াল ক্রেইল, ভেতরে কী ঘটছে দেখতে পেয়ে হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে, কিন্তু এরকমটা ঘটতে পারে আঁচ করেছিল পিটম্যান, তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিল ওকে। 'না!'
'আপনার যা ইচ্ছা, মিস্টার পিটম্যান,' বলল ক্রেইল।
'মেয়েটাকে নিয়ে এস এখানে।'
'মেয়েটা?'
'হ্যাঁ, মেয়েটাকে। সাথে তাজা ঘোড়া নেবে। যে কটা খুশি। সকালে কোর্ট বসার আগেই ওকে নিয়ে ফেরা চাই।'
হাতের পিঠে সর্দি মুছল স্যাম ক্রেইল। কর্টেযের দিকে তাকাল। রিভলভারটা একবার দেখল ও, তারপর একটু ওপরে উঠতে মিলিত হলো চারচোখ।
'ইয়েস, স্যার, মিস্টার পিটম্যান,' নাক ঝেড়ে বলল ক্রেইল। 'এক্ষুণি যাচ্ছি।'
পিটম্যানের ঘাড়ের ওপর দিয়ে আর একনজর কর্টেযকে মাপল ক্রেইল, একচুল নড়েনি লোকটা, আগের মতই রিভলভারের মাযল ধরে রেখেছে লুকাসের মাথায়।

দরজা লাগিয়ে দিল পিটম্যান। ওর কাঁধ ঝুলে পড়েছে। পিছিয়ে ঘরের ভেতরে ফিরে আসবার সময় তাকাল না কর্টেযের দিকে। সোজা জানালার ধারে হেঁটে গেল সে, বাইরে রাস্তার দিকে চোখ রাখল। লুকাসের ফোঁপানি থেমে গেছে এখন, তবে মাথাটা আগের মতই ঝুলে আছে হাঁটুর উপর। কর্টেয অনড়।

পেছনে না ফিরেই মুখ খুলল পিটম্যান। 'এ অঞ্চলের ক্ষমতাশালী লোকদের মধ্যে আমি একজন। বোধহয় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। এই ঝামেলা যখন শেষ হবে, তোমার মাথার দাম ঘোষণা করব আমি। বলব কাটা ধড়টা থালায় সাজিয়ে আমাকে ভেট দিতে।'

'সি,' বলল কর্টেয। 'চেষ্টা করে দেখতে পার।'

'ভাবছ পারব না আমি! তুমি দক্ষ। চালু। ক্রেইল বলেছে দারুণ চালু। কিন্তু একডজন শটগানের বিরুদ্ধে একা কী করতে পারবে?'

'সিনর, তুমি যখন একটা সাপকে মার, নিশ্চয়ই ওর পুরো দেহটাকে কেটে বাদ দাও না। মাথাটার জন্য এগোও। তাও সবটা নয়-কেবল যে অংশটা কামড়ায় সেইটুকুর জন্য।'

পিটম্যান ঘুরে তাকাল ওর দিকে।

'একডজন শটগান,' কাঁধ ঝাঁকাল সাবাডিয়া। 'তুমি আমাকে তাড়া করবে বুঝলাম-কিন্তু আমিও তো খুঁজতে পারি তোমাকে।'

তেরো

মার্শালা গ্রেসনের বয়স পঁচিশ। রুগ্ন স্বাস্থ্য। গাঢ় বাদামি চুল। গায়ের রঙ ময়দার মত ধবধবে। সকাল সাড়ে আটটায় কোলির উপকণ্ঠে ওকে ওর বাবার হাতে ফিরিয়ে দিল স্যাম ক্রেইল। এসময় জো টম্পসন আর হ্যাপও উপস্থিত ছিল সেখানে।

হোটেল স্যালুনেই সাময়িকভাবে বসেছে আদালত। কাঁটায় কাঁটায় নটায় জাজ গ্রেসন তাঁর টেবিলে হাতুড়ি ঠুকলেন। একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেয়ে এখন পরিপূর্ণ সুস্থ দেখাচ্ছে তাঁকে, নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামান।

'সাইলেন্স!' বললেন জাজ। 'কোলি কাউন্টির উচ্চ আদালত এখন বসেছে। আসামীকে নিয়ে আসুন।'

লুকাস পিটম্যানকে পাহারা দিয়ে, হোটেলের দোতলা থেকে লবি হয়ে স্যালুনে হাজির করল কর্টেয, টম্পসন আর হ্যাপ।

স্যাল পিটম্যান সামনের সারিতে বসে। তার একপাশে স্যাম ক্রেইল। অন্যদিকে হিরাম ওকস, পিটম্যানের সেরা আইনজীবী। সকাল নটার স্টেজে আজই এসেছে এখানে। সেন্ট লুই থেকে দীর্ঘ পথযাত্রায় ওর শরীর ক্লান্ত, চোখ রক্তজবা, কাপড়চোপড় নোংরা।

'এই অধিবেশন মূলত শুনানি,' আদালত চালু হবার ঘোষণা দিয়ে বললেন জাজ গ্রেসন। 'দুপক্ষের কথা শুনে আমরা ঠিক করব লুকাস পিটম্যানকে আটক রাখা এবং

তার বিরুদ্ধে ক্ল্যারা ক্যযিকে খুনের অভিযোগ আনার পেছনে কোন ভিত্তি আছে কি না। মনে রাখবেন এখানে কারো বিচার হচ্ছে না-আসলে কী ঘটেছে সেটা বের করাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

দর্শকরা অসহিষ্ণু, নড়েচড়ে বসল, অপেক্ষা করছে।

টম্পসনের দিকে তাকালেন গ্রেসন। 'শেরিফ টম্পসন, উইটনেস স্ট্যাণ্ডে আসুন।'

জো টম্পসন ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল চেয়ারের দিকে, শপথ নিয়ে বসে পড়ল।

'ঠিক আছে, শেরিফ। এবার ব্যাপারটা খুলে বলুন আদালতকে।'

'আমি আমার অফিসে বসে, হঠাৎ গুলির শব্দ পেলাম। আওয়াজে মনে হলো স্যালুনের দিক থেকে এসেছে। লিভাররাইফেলটা তুলে নিয়ে আমি ছুটে বেরোলাম কী ঘটেছে দেখতে।'

'কবেকার ঘটনা এটা-কখন?' গ্রেসন প্রশ্ন করলেন।

'চারদিন আগে-আনুমানিক রাত দশটা হবে।'

'বলে যান।'

'আমি ওখানে পৌঁছে দেখলাম ইতিমধ্যে লোকজন বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, মার চিৎকার করছে, ছজন জাপটে ধরে রেখেছে লুকাস পিটম্যানকে। ওরাই আমাকে জানাল ক্ল্যারা ক্যযিকে গুলি করে খুন করেছে ও।'

'আপনি তখন কী করলেন?'

'কেন, ওই শা-মানে ওকে কয়েদ করলাম।'

হাসির হররা ছুটল আদালত কক্ষে।

হাতুড়ি ঠুকে ওদেরকে শান্ত করলেন গ্রেসন।

কামরার চারদিকে নজর বোলালেন তিনি, বিশেষ করে স্যাল পিটম্যানের ওপর। 'এই মামলার ব্যাপারে যেসব পক্ষপাত, চাপ আছে আমি যেগুলোর কথা জানি। বল প্রয়োগ করে আদালতের রায়কে নিজের অনুকূলে আনবার চেষ্টা হয়েছে। সময়ে সে ব্যাপারেও নজর দেব আমরা। এই মামলায় বাদী বিবাদী দুপক্ষেরই কিছু না কিছু বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক। অপরাধ সংঘটিত হবার স্থান-কাল, এবং যে পরিবেশে শুনানি চলছে তা খুবই নাজুক। তাই আমি বিবাদী-এবং এই মামলার সাথে জড়িত সবাইকেই-তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ দিতে চাই। কাজেই পিটম্যানের কৌসুলিদের সওয়াল জবাবে অংশ নেবার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি দুপক্ষকেই সমান সুযোগ দেব। এবং এভাবেই এই আদালতের সাথে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করব।'

কেশে গলা সাফ করলেন গ্রেসন। 'এখন, এই চিন্তাভাবনার আলোকে, আমি সরাসরি স্যাল পিটম্যানের সঙ্গে কথা বলছি। স্যাল, আপনার উকিল কী সাক্ষীদের জেরা করবেন? করলে, তাঁকে শুরু করতে বলুন।'

নড়েচড়ে বসল লোকজন, অস্থির বোধ করছে। দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন জাজ গ্রেসন, কানখাড়া করে শুনেছে ওরা। নিচু স্বরে উকিলের সাথে কিছু শলাপরামর্শ করল পিটম্যান, তারপর বেঁটে হৃষ্টপুষ্ট লোকটা উঠে দাঁড়াল, মুখ মুছল রুমাল দিয়ে।

'হিরাম ওকস, ইওর অনার।'

'আপনি লুকাস পিটম্যানের প্রতিনিধিত্ব করছেন?'

'জি, স্যার, করছি।'

'ঠিক আছে।'

আগে বাড়ল ওকস, ঘাড় মুছল রুমাল দিয়ে, শেরিফের সামনে গিয়ে জিভ নেড়ে ভিজিয়ে নিল শুকনো ঠোঁটজোড়া। 'শেরিফ, আপনার কথা দিয়েই শুরু করছি, আপনি যখন স্যালুনের দরজায় গেলেন তখন লোকজন লুকাস পিটম্যানকে জাপটে ধরে বেরিয়ে আসছে। ওরা ঠিক কী বলেছিল আপনাকে? এবং কে?'

জো টম্পসন বিবাদী কৌসুলির চোখে চোখ রাখল। 'ডাক্তার চার্চল্যাণ্ডই ঘটনাটা প্রথম জানান আমাকে?'

'কী বলেছিলেন তিনি?'

'বলেছিলেন, "ল্যুক পিটম্যান এইমাত্র ক্ল্যারা ক্যযির দেহে আর একটা ফুটো করেছে। তবে ওটা দিয়ে মেয়েটার ব্যবসা চলবে না।" '

হাসির তুফান উঠল আদালত কক্ষে। পিটম্যানও না হেসে পারল না। শেষপর্যন্ত হাতুড়ি ঠুকে সবাইকে শান্ত করলেন গ্রেসন।

'এতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন বলে আপনার ধারণা?' কর্তৃত্বের সুরে প্রশ্ন করল ওকস, উদ্ধত চাহনি।

আবার একচোট হাসল সবাই। এমনকি গ্রেসনকেও হাসতে দেখা গেল।

দর্শকরা নীরব হতে পিটম্যানের কাছে গেল ওকস, কানে কানে কথা বলল দুজনা। তারপর বিচারকের দিকে ফিরে ওকস মাথা নাড়ল। 'ওঁকে আমার আর কোন প্রশ্ন নেই, ইওর অনার।'

'পরবর্তী সাক্ষী।'

'সাক্ষী ডাক্তার চার্চল্যাণ্ড,' হাঁকল টম্পসন।

মন্থর অথচ দৃঢ় নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এল চার্চল্যাণ্ড, শপথ নিয়ে বসল।

'ঠিক আছে, ডাক্তার, আপনি কী দেখেছেন আমাদের বলুন,' বললেন গ্রেসন।

গলা খাঁকারি দিল চার্চল্যাণ্ড, চোখ ফেরাল পিটম্যানের দিকে। এই লোকের কারণেই কোলিতে ওর মাথা হেঁট হয়েছে। সেবার সাপের কামড়ে মারা গেল একটা ছেলে। কিছুই করবার ছিল না তার, দেরি হয়ে গিয়েছিল প্রচুর। পিটম্যান তখন শহরে, এই স্যালুনে বসেই ড্রিংক করছিল। ও-ই সবাইকে বলতে শুরু করে এখানে এখন যে জিনিসটি সবচেয়ে জরুরি, তা একজন দক্ষ ডাক্তার, তাহলে বাঁচত ছেলেটা। ওর সম্পর্কে কোলিবাসীদের মনে পিটম্যানই প্রথম সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেকথা চার্চল্যাণ্ড আজও ভোলেনি।

স্যল পিটম্যানের ওপর দৃষ্টি স্থির করল ও, বলতে শুরু করল ওকে লক্ষ্য করে। 'ম্যুলি আর ক্রিসের সঙ্গে বসে পোকার খেলছিলাম আমি। রাত নটা থেকে দশটার ভেতরে। স্যালুনের আর একপ্রান্তে পোকার খেলছিল লুকাস পিটম্যান। সন্ধ্যা থেকেই ক্ল্যারা ক্যযি ড্রিংক করেছে। টলতে টলতে আসে ও। বারে গিয়ে হল্যাণ্ডারের কাছে ড্রিংক চায় একটা, কিন্তু বারটেণ্ডার নিষেধ করে খেতে। বাসায় ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলে। এরপর চেঁচামেচি শুরু করে ও। প্রত্যেকেই কাজ থামিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। শুধু লুকাস পিটম্যান ছাড়া। মোটা অঙ্কের জুয়া খেলছিল ও, প্রচুর

হেরেছিল ইতিমধ্যেই। আমার মনে হয়, বাবাকে কীভাবে মুখ দেখাবে সেকথাই তখন ভাবছিল ও।'

'উঁহুঁ, ডাক্তার, কোনরকম আন্দাজ অনুমান করবেন না,' সতর্ক করলেন গ্রেসন। 'কী দেখেছেন আপনি কেবল তাই বলুন, মনগড়া কাহিনী ফাঁদবেন না।'

'মনগড়া কাহিনী?'

'আপনি ঠিকই জানেন আমি কী বলছি!' গ্রেসন বিরক্ত।

'কাজেই সে চেষ্টা ছাড়ুন।'

'জি, স্যার।'

লম্বা একটা শ্বাস টানল সবাই, ফের ঝুঁকে এল সামনের দিকে।

'এরপর ক্ল্যারার চোখ খুঁজে বের করল লুকাসকে। আমি তখন ক্ল্যারাকে দেখছিলাম। কিছুক্ষণ লুকাসের দিকে তাকিয়ে থাকে ও, তারপর টলতে টলতে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। ওর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে গাল দিতে শুরু করে ওকে।'

'কী বলেছিল?' জিজ্ঞেস করলেন গ্রেসন।

'ম্, শুরু করে মেরুদণ্ডহীন বেজন্মা বলে, তারপর অবশ্যি অনেক ভদ্র হয়ে এসেছিল।'

'ঠিক কী বলেছিল,' গ্রেসন ক্লান্ত, 'সেইটেই বলুন।'

'ক্ল্যারার পেটে লুকাসের বাচ্চা এসেছে। ঘরসুদ্ধ লোককে জানিয়ে চিৎকার করে বলল, গত কয়েক মাস ধরে লুকাসের সাথে শুচ্ছে ও, এখন মা হতে চলেছে, এবং লুকাস ওই বাচ্চার বাবা। লুকাস যদি ওকে বিয়ে না করে, তবে এর জন্য ও প্রচুর খেসারত দিতে বাধ্য করবে স্যল পিটম্যানকে। বলেছে লুকাস একটা জারজ, সারা দুনিয়ার কাছে ওর কুকীর্তি ও ফাঁস করে দেবে।'

'লুকাসকে জারজ বলেছিল ও?' জানতে চাইলেন গ্রেসন।

'জি।'

'বলে যান।'

'ল্যুক এতক্ষণ ঘুরেও তাকায়নি ওর দিকে। এমনকি ক্ল্যারা যখন বোর্ডের টাকা পয়সার দিকে হাত বাড়ায় তখনও চুপচাপ বসেছিল, যেন ধ্যান করছে, তারপর হঠাৎই–এখনও আমার বিশ্বাস হতে চায় না ওভাবে ঘটেছে ব্যাপারটা–ক্ল্যারা ঘুরে চলে যেতে নেয়। লুকাস থেকে দশ ফুট দূরে ছিল ও···আনুমানিক এখান থেকে ওখানে···' হাতের ইশারায় ঘরের সীমানাটা দেখাল চার্চল্যাণ্ড, প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়াল দেখবার জন্য···'আচমকা উঠে দাঁড়াল লুকাস, ড্র করেই গুলি করল, খুব তাড়াহুড়ো করেনি, পেছন থেকে, দুবার। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ক্ল্যারা। আমি ওর কাছে পৌছাবার আগেই মারা গিয়েছিল।'

লম্বা করে শ্বাস টানল ডাক্তার। 'ব্যস, এই।'

চার্চল্যাণ্ডের বক্তব্য শেষ হতে থমথমে নীরবতা নামল আদালত কক্ষে, চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল ওরা। চার্চল্যাণ্ডের দীর্ঘ একঘেয়ে বক্তৃতা সম্মোহিত করে রেখেছিল সারা ঘরকে, এবার যখন তার বলা শেষ হয়েছে, এতক্ষণ চেপে রাখা সর্দি কাশি ঝেড়ে, ওরা তাকাচ্ছে একে অন্যের দিকে–কিন্তু মুখ খুলছে না।

এখানেই মামলা ডিসমিস।'

অসন্তোষে ফেটে পড়ল আদালত কক্ষ। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে গেল লোকজন, টুপি খুলে ক্ষিপ্তভাবে নাড়াতে লাগল শূন্যে। পিটম্যানের চাল বুঝতে পেরেছে ওরা, এবং সেটাই জানাতে চাইছে পিটম্যানকে যে তার চালাকি ওরা বোঝে—কোন জারিজুরি খাটবে না।

'শুনুন,' বললেন গ্রেসন, মুখ ছাই। 'গত চব্বিশটা ঘণ্টায় যথেষ্ট নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি আমি।' দাঁড়িয়ে গেছেন জাজ, কাঁপছেন। 'এই শহরে যদি আইনের শাসন আপনারা চান, তাহলে চুপ করে বসুন—আইনকে চলতে দিন নিজের পথে।'

'লুকাস পিটম্যান গিল্টি!' চেঁচিয়ে উঠল একজন।

সজোরে টেবিলে হাতুড়ি ঠুকলেন গ্রেসন, তর্জনী তুলে দেখালেন লোকটাকে। 'ওকে গ্রেফতার করুন, শেরিফ, আদালত অবমাননা।'

কাউহ্যাণ্ডকে পাকড়াও করল জো টম্পসন, অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওকে হাজির করল বিচারকের সামনে।

'আদালত অবমাননার দায়ে একশ ডলার জরিমানা,' বললেন গ্রেসন। 'অনাদায়ে ত্রিশ দিনের জেল।'

আবার হাতুড়ি ঠুকলেন তিনি, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন লোকজনের দিকে। 'ফের যদি আপনারা আদালতের কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার চেষ্টা করেন, এই ঘরের প্রতিটি লোকের ওই দশা হবে!'

'আ···আমার কাছে একশ ডলার নেই, জাজ,' বলল তোতলা কাউহ্যাণ্ড।

'তাহলে জেল, ওখানে বসে শ্রদ্ধা করতে শেখ আইনকে।'

'একটু দাঁড়ান, ইওর অনার।' দ্বিতীয় সারির এক লোক উঠে দাঁড়াল। 'আমি বিশ ডলার দিচ্ছি; আপনারা আর কেউ দেবেন?' জনতার উদ্দেশে ঘুরল সে।

চব্বিশজন লোক এগিয়ে এল টাকাসহ, মিটিয়ে দিল জরিমানা। নিজেদের আসনে ফিরে যাবার সময়ে প্রত্যেকেই একবার কটমট করে তাকাল স্যল পিটম্যানের দিকে।

যখন এই অবাঞ্ছিত ঝামেলা চুকল, কাউহ্যাণ্ড ফিরে গেল নিজের জায়গায়, জাজ গ্রেসন আর একবার তাকালেন সবার দিকে। 'এবার আপনারা সবাই বসুন চুপ করে, আমাদের কাজ আমাদেরকে করতে দিন।'

থেমে গেল গুঞ্জন। 'নিন, শুরু করুন, মিস্টার ওকস।'

'এটা যদি প্রমাণ করা যায়, ইওর অনার, লুকাস পিটম্যানের জুয়াবোর্ডের টাকা ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল ক্ল্যারা ক্যযি, তাহলে আর বিচার অবধি···'

'এ সবই আপনি আগেও বলেছেন, মিস্টার ওকস,' বললেন গ্রেসন। 'সাক্ষীকে আপনার নতুন কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'না, ইওর অনার।'

'আপনার পরবর্তী লোককে ডাকুন, শেরিফ।'

'ওকেই আপনি এইমাত্র জরিমানা করলেন, জাজ। হলি টিমন্স,' বলল টম্পসন। 'হলি টিমন্স।'

লোকজনের গা বাঁচিয়ে আগে বাড়ল কাউহ্যাণ্ড, মুখ লাল, কিছুক্ষণ আগের

অপমান ভুলতে পারেনি।

তুচ্ছ দু-একটা হেরফের ছাড়া, ডাক্তার চার্চল্যাণ্ডের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করল টিমন্স। ওর কথা শেষ হতেই ক্ষুরধার আক্রমণ শানাল ওকস। টিমন্সের বক্তব্যের এমনসব অপব্যাখ্যা করল সে যে তালগোল পাকিয়ে ফেলল সাক্ষী, আগে যে প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলেছিল, এবার সেটারই নেতিবাচক উত্তর দিল।

এক কথায় বেকুব বনে গেল লোকটা; শোবার ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাখি পড়াবার মত করে যেসব সংলাপ মুখস্থ করেছিল, তার অনেক ভেবেচিন্তে বাছাই করা শব্দ—ওকসের জেরার মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেল। তবে বাদীপক্ষের মূল দাবিকে খণ্ডন করতে পারল না ওকস।

এরপর অন্য সাক্ষী। আর একজন, এবং আরও একজন। ওকস প্রমাণ করে ছাড়ল পিটম্যান তাকে যে ফি দিচ্ছে তা পাবার যোগ্যতা সে রাখে। লুকাসের পক্ষে যদি একটা তুচ্ছতম অ্যালিবাইও থাকত, সন্দেহ নেই এই মামলাকে খারিজ করে ফেলত সে।

কিন্তু সাতাশজন লোক, সামান্য কিছু এদিক ওদিক ছাড়া, হলফ করে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করল। যদিও এইসব খুঁটিনাটি পয়েন্টের ভিত্তিতে অসাধ্যসাধনের কসরত করেছে ওকস, তবু একজন সাক্ষীর মুখ দিয়েও লুকাসের পক্ষে একটা শব্দ বের করতে পারেনি। সারাক্ষণই একটা ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গেল ওকস: নিজের টাকা রক্ষা করতে গিয়ে ক্ল্যারা ক্যযিকে খুন করেছে লুকাস পিটম্যান।

কিন্তু কোন ফায়দা হলো না এতে। একটানা বিকেল চারটে পর্যন্ত অব্যাহত রইল শুনানি। তারপর যখন শেষসাক্ষী বিদায় নিল মঞ্চ থেকে, গ্রেসন তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। 'এই আদালতের সিদ্ধান্ত, ক্ল্যারা ক্যযিকে ঠাণ্ডামাথায় খুন করার অপরাধে লুকাস পিটম্যানের বিচার হবে। আগামীকাল সকাল নটায় আদালত বসবে এখানে। এখন যারা উপস্থিত রয়েছেন এখানে, তাদের কারো যদি কিছু বলার থাকে, ঠিক সময়ে হাজিরা দেবেন।'

সজোরে হাতুড়ি ঠুকলেন জাজ।

'শুনানি শেষ।'

শুনানি শেষ হয়েছে, কিন্তু লড়াই না, অন্তত স্যল পিটম্যানের চোখে। পঞ্চাশজন বন্দুকবাজ তার হুকুমের অপেক্ষায় বসে রয়েছে শহরের বাইরে। কিন্তু বল প্রয়োগে ছেলেটাকে উদ্ধার করবার মত অবস্থা এখনও আসেনি। তবে তাই বলে, চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে সে বসে থাকবে না পুতুলের মত।

তার ইচ্ছা অনুযায়ীই সবকিছু ঘটাবে।

এখনও বিচার পর্ব বাকি। শুনানির পর পরিস্থিতি ঘোরাল হয়েছে, কিন্তু আশা ভরসা শেষ হয়ে যায়নি।

পড়ন্ত বিকেলে, ওকস আর স্যাম ক্রেইলকে সঙ্গে করে, ক্লান্ত দেহে কোর্ট ত্যাগ করল পিটম্যান। ওর যাবার পথে দুয়ো দিল শহরের লোকজন। আজকের শুনানিকে ওরা ওদের বিজয় বলে ধরে নিয়েছে, নিশ্চিত ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচতে পারবে না লুকাস, শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুনানি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়োল্লাস শুরু হয়েছে

ওদের, তবে পুরোদমে জমে ওঠেনি। এখন পিটম্যানকে নতমুখে বিধ্বস্ত চেহারায় কোলি থেকে চলে যেতে দেখে শহরবাসীরা ভাবল এবারের লড়াইতে ওরাই জিতেছে। স্যল পিটম্যানকে ওরা তার লোকজনের কাছে ফিরে যেতে দেখল, কিন্তু তার পরিকল্পনার কিছু আভাস পেল না।

পিটম্যান যখন ওদেরকে পাশ কাটাচ্ছিল ওরা তখন রাস্তায় নেমে এসে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে পানফুর্তি করেছে।

সামনে কঠিন সময়, একমত হয়েছে সবাই, কিন্তু ওদের রক্ত এখন গরম; এতদিনে নাগাল পেয়েছে সুদিনের।

এরপর আর কোন বাধা মানল না কেউ।

সূর্যাস্তের আগেই, শহরের প্রায় প্রতিটা লোক, যে কিছুই পান করেনি সে, খুব কম করে হলেও, একরাউণ্ড বিয়ার খেল আনন্দে, আর যারা সত্যি সত্যিই ড্রিংক করল তারা অর্ধমাতাল হয়ে গেল। আজকে উৎসবের দিন। জয়োল্লাসের দিন।

লুকাস পিটম্যান ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছে।

চোদ্দো

কেবল তিনজন লোক শেষোক্ত ধারণাটি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না: কর্টেয, টম্পসন ও গ্রেসন। ওরা এখন গোধূলি আলোয় জেলখানার সামনে দাঁড়িয়ে, মত্ত হইচই শুনছে শহরবাসীদের, বুঝতে পারছে আজ সারা রাতই চলবে এই হুল্লোড়।

'জাজ, আপনার কি মনে হয়,' সংশয়ের স্বরে আরম্ভ করল জো টম্পসন, 'কাল সকালে জুরি হতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে বারজন লোক? যেখানে ওরা জানে ল্যুককে দোষী সাব্যস্ত করলে পরে ওদের ওপর পিটম্যানের খড়গ নেমে আসতে পারে?' ওদের তিনজনেরই চোখ রাস্তার উলটোদিকে, হোটেল স্যালুন থেকে একদল লোক হুড়মুড় করে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আর একটা স্যালুনের উদ্দেশে।

অনেকক্ষণ নিরুত্তর রইলেন গ্রেসন। 'আমার মনে হয়,' আস্তে আস্তে বললেন তিনি, 'যুদ্ধের ময়দানে একজন মানুষের যেরকম অনুভূতি হয় ওদের মনের অবস্থাও এখন তেমনি। জানে এ লড়াইতে তার দলই জিতবে, এবং মারাও যাবে প্রচুর, কিন্তু সেটা অন্য কেউ, ও নয়।'

কর্টেয তাকাল গ্রেসনের দিকে। 'সি,' মৃদু স্বরে বলল।

'পিটম্যানের পরের চালটা কি হবে তাই ভাবছি আমি?' বললেন গ্রেসন।

'কী জানি,' জবাব দিল টম্পসন। 'ওর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তবে আমার মনে হয় না বিচারের রায় না দেখেই লুকাসকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। আইনের সঙ্গে শত্রুতা করতে চায় না ও। এর ভেতরেই কাজ করে, যদি তা সম্ভব হয়। এটাই ওর বৈশিষ্ট্য। বহুবার সেটা প্রমাণ করেছে ও। দেখলেন না, সকালে ওকস কীভাবে নাজেহাল করছিল সাক্ষীদের।'

'আইনের অপব্যাখ্যা করে,' বললেন গ্রেসন। 'নিজের সুবিধামত ব্যবহার করে।'

'ঠিক তাই।'

'এবারে কী করবে?'

'কর্টেয?' জবাবের আশায় রোদে পোড়া তামাটে চেহারার নীরব লোকটার দিকে তাকাল টম্পসন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে, ঠোঁটের কোণে ওটা ঝুলিয়ে রাখল কর্টেয। 'একটু আগে আপনি যা বললেন, শেরিফ। এত সহজে হাল ছাড়বে না পিটম্যান। আইনের ফাঁক গলে ছেলেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে ও। যদি না পারে, তখন...'

'তখন কী?'

'কুইয়েন সাবে, সিনর?' কর্টেয উত্তর দিল। 'অনিশ্চিত।'

গ্রেসন ঘুরে হাত বাড়িয়ে দিলেন কর্টেযের দিকে। 'তোমাকে এখনও আমার ধন্যবাদ জানান হয়ে ওঠেনি, বাছা। আমার মেয়ের জন্য তুমি যা করেছ তার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। মার্শালা পিটম্যানের হাতে বন্দী, এটা জানার পর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারতাম না আমি। ওর কথামত কাজ না করলে, আমি নিশ্চিত ও খুন করত মার্শালাকে।'

লাজুকভাবে হাসল কর্টেয, ঘাড় চুলকাল। 'এরকম অবস্থায় কারো সাহস বিচার করা যায় না, জাজ। আপনজন শত্রুর হাতে বন্দী একথা জানার পর অতিবড় সাহসীও দুবার চিন্তা করবে একটা কাজ করতে। সাহস বিচার করতে হয় স্বেচ্ছায় সে কী করছে তা দেখে।'

'তোমার ইংরেজি কিন্তু একজন খাঁটি আমেরিকানের মত।'

'ভাষাটা একজন খাঁটি আমেরিকানের কাছেই আমি শিখেছি, ইওর অনার,' বলল কর্টেয। 'মাফ করবেন, জাজ, আমাকে এখন রাউণ্ডে যেতে হয়।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' বলল হ্যাপ।

অন্ধকারের ভেতর ঢুকে গেল দুজন লোক, রওনা হলো সবচেয়ে কাছের স্যালুনটার বাতি লক্ষ্য করে।

গ্রেসন আর টম্পসন অপলকে তাকিয়ে রইল ওদের গমন পথের দিকে।

'অদ্ভুত মানুষ, জো। কোত্থেকে এসেছে?'

'একেবারে সোজা স্বর্গ থেকে, জাজ।'

'আমার প্রশ্নটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ?'

'তাই।'

'তার মানে হুলিয়া আছে ওর নামে-মেক্সিকোতে।' ভ্রূ কুঁচকে টম্পসনের দিকে তাকালেন জাজ গ্রেসন, তাঁর মস্তিষ্কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে একটা কিছু, কিন্তু সেটা ঠিক কী ধরতে পারছেন না তিনি।

'চমৎকার রাত, তাই না,' আকাশ পানে চোখ তুলে বলল টম্পসন।

'আচ্ছা,' বললেন গ্রেসন, এবার মনে পড়ছে তাঁর, চোখ মুখ সতর্ক, উজ্জ্বল, 'আচ্ছা, ও-ই তাহলে সাবাডিয়া,' মৃদু গলায় বললেন তিনি।

জাজের সামনে এসে দাঁড়াল টম্পসন। 'হ্যাঁ। তবে...'

'সরে যাও, জো। ভুলে যাও আমি কী বলেছি। সবই বুঝি আমি।' কিন্তু টম্পসন সরল না।

'ওর যদি অর্ধেক গুণও আমার থাকত,' শেরিফের কণ্ঠে আন্তরিকতা।
মাথা ঝাঁকালেন গ্রেসন। 'চলি। গুড নাইট, জো। জীবনে কখনও এত ক্লান্ত বোধ করিনি। ঘুমাব।'
'হোটেলে থাকছেন আপনি?'
'নয়তো আর কোথায় থাকব?' গ্রেসন হাসলেন। 'একটা চেষ্টাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে পিটম্যান। দ্বিতীয়বার আর তা করবে না। আমি মুখ বন্ধ করে থাকলে ওর উদ্দেশ্য সফল হত। কিন্তু আমি তা করিনি, ছুটে এসেছি তোমার কাছে। অথচ ও মার্শালা বা আমার ক্ষতি করার সাহস পায়নি। না, জো, আজ রাতে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ–মায়ের কোলে শিশু যেমন থাকে। তবে এত হইচইয়ের মধ্যে ঘুম আসবে কিনা সেটাই সন্দেহ।'
'গুড নাইট, জাজ। তাহলে ওই কথাই...'
'গুড নাইট, জো।' স্মিত হাসলেন গ্রেসন। 'তোমার ডেপুটিকে আমি চিনতে পেরেছি, কথাটা ভুলে যাব।'
আর একনজর নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে জেলখানার ভেতরে ফিরে গেল জো টম্পসন। বুঝতে পারছে কালও প্রচণ্ড গরম পড়বে। দরজায় হুড়কো তুলে একমুহূর্ত ওখানেই দাঁড়াল সে। গা চিটমিট করছে ময়লায়, যেন গোসল করেনি একহপ্তা।
যাক, গোসল না হোক, দাড়িটা কামিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ফেলা যায় এই বেলা।
নিজের অজান্তেই শিস দিতে শুরু করল টম্পসন, ওঅশ বেসিনে পানি ঢেলে জামার বোতামে হাত লাগাল।

খুব সূক্ষ্ম, প্রায় বোঝাই যায় না এভাবে ব্যাপারটা শুরু হয় প্রথমে। কেবল কর্টেয আর হ্যাপের চোখেই সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ল পরিবর্তনটা। এক দুই করে পিটম্যানের লোকেরা আসতে শুরু করেছে শহরে। শান্ত নিরুদ্বেগ চেহারা, হাসছে মিটিমিটি, গল্প করছে নিচু স্বরে। পশ্চিমে এ দৃশ্য নতুন নয়, অগাস্টের ভরা গরমে প্রায় রাতেই কাউহ্যাণ্ডরা তাদের অলস মুহূর্তগুলো কাটাতে ছুটে আসে শহরে। নির্ভেজাল আড্ডা মারে স্যালুনে স্যালুনে, হয়তো দু-এক রাউণ্ড বিয়ার খেল কি খেল না, পোকার খেলে। হালকা চালে স্যালুনগুলোতে ঢুকে আসর জাঁকিয়ে বসল ওরা, সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকছে।
নিমেষে সজাগ হয়ে উঠল কর্টেয আর হ্যাপ, নজরে রাখল নবাগতদের। কিন্তু শিগ্‌গিরই বুঝতে পারল ওরা লোকগুলো ঝামেলা পাকাতে আসেনি, অন্তত গোলাগুলি নয়, এখনই না। কর্টেয অনুমান করল এভাবেই চলতে থাকবে, যতক্ষণ না বড়কর্তা সশরীরে এসে তার খেলা শুরু করছেন। পিটম্যান যাতে প্রয়োজনের সময় ডাকলেই পায় তাই ওদেরকে পাঠান হয়েছে এখানে। তবে এই ধারণাটি সম্পর্কেও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না কর্টেয।
একটা বিশেষ প্যাটার্ন ফুটে উঠেছে ওদের আচার আচরণে। প্যাটার্ন আবিষ্কারের পরপরই কর্টেয লেগে পড়ল এর চাবিকাঠি খুঁজতে, রহস্যের জট খুলে ওদের মতলবটা তাহলে ধরতে পারবে।

বন্দুকবাজরা স্যালুনে ঢুকে বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, নিচু গলায় আলাপ জমাচ্ছে শহরবাসীদের সঙ্গে, কেউ কেউ গায়ে পড়ে খেলতে বসে গেছে পোকার টেবিলে, আবার কেউ-বা স্যালুনের ভেতরেই অলস ঘোরাঘুরিতে ব্যস্ত। কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: বিভিন্ন ছুতোনাতায় শহরের লোকজনের সাথে মিশবার প্রয়াস পাচ্ছে ওরা, কথা বলছে–তবে সর্বদা চাপা গলায় অথচ হাসি হাসি মুখ করে। যখনই হ্যাপ বা কর্টেয এগিয়ে যাচ্ছে শুনবার আশায়, বন্দুকবাজরা টুক করে সরে যাচ্ছে ওখান থেকে, কিন্তু তার আগে ল-অফিসার দুজনকে বেশ লম্বা চওড়া হাসি উপহার দিতে ভুলছে না। কেউ কেউ, এমনকি, অভিবাদন জানাচ্ছে মুখ ফুঁড়ে।'
'ইভনিং, ডেপুটি।'
রাত এগারটার মধ্যে ওদের কমপক্ষে ত্রিশজন এসে পড়ল শহরে। স্যাম ক্রেইলও রয়েছে, নিজের লোক ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলছে না ও। হোটেল স্যালুনের বারে দাঁড়িয়ে, কফির সঙ্গে হুইস্কি মিশিয়ে খাচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু ক্রেইলের চোখ সতর্ক, কান খাড়া।
রাত এগারটার মধ্যে নীরব হতে শুরু করল শহর। সন্ধ্যা রাতের বল্গাহীন জয়োল্লাসের আবেগ মরে আসছে এখন। মাঝরাত নাগাদ প্রেইরির নির্জনতা গ্রাস করল সবকিছু। কোলির মত্ত জনতার অনেকেই সরে পড়েছে ইতিমধ্যে, তবে যারা রয়ে গেছে এখনও তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাস খেলছে ওরা, ড্রিংক করছে। কিন্তু আগের মত উচ্চকণ্ঠ নয় কেউই। আর স্যাম ক্রেইল যে স্যালুনে রয়েছে সেখানে আনন্দ ফুর্তির ছায়ামাত্র নেই–গুমট পরিবেশ।
এখন মাঝরাত। কর্টেয হোটেল স্যালুনের এককোণে বসে জরিপ করছিল লোকজনের হাবভাব। সবাই খুব নিচু স্বরে কথাবার্তা বলছে, এত যে স্যালুনগুলোতে সচরাচর যেরকম গুঞ্জন শোনা যায় সেটা কমতে কমতে রূপ নিয়েছে মৃদু ফিসফাসে, মনে হয় যেন ঠোঁট না নড়িয়েই কথা বলছে ওরা। শহরের মতিগতির রগ চিনে ফেলেছে সে, বুঝতে পেরেছে। মেক্সিকোতে ওর নিজের গ্রাম আর শহরগুলোতেও এই চেহারা দেখেছে ও। আতঙ্কে নুব্জ শহর আগেও দেখেছে কর্টেয, এ দৃশ্য ওর চেনা, অতিপরিচিত।
ভূতের মত নিঃশব্দে শহরে প্রবেশ করেছে ভয়, এবং মানুষের আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে।
সম্ভবত ক্রেইলই এজন্য দায়ী, ভাবল কর্টেয।
কিন্তু ওর বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, মাত্র একটি মানুষের কারণে কয়েক ঘণ্টার ভেতরে একটা শহর এরকম কুঁকড়ে গিয়ে, মরে যেতে পারে ভেতরে ভেতরে। তবু ব্যাপারটা ভালমত জানবার উপায় নেই কর্টেযের, নাক গলাতে গেলে দাঙ্গা বাধতে পারে, নিঃসন্দেহে ক্রেইল তার চেষ্টায় ত্রুটি রাখবে না।
শুধু পিটম্যানের ত্রিশজন লোকই নয়, আরও কোন গভীর রহস্য আছে এই পরিবর্তনের পেছনে। আইনের ওপর ভরসা রাখতে পারবে এটা জানবার পর কোলিবাসীদের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল–এর সমর্থনে এগিয়ে আসতে ব্যগ্র ছিল তারা। কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন। কেবল ত্রিশজন লোক শহরে এসে তাদের জোর

খাটাবার চেষ্টা করলে, কোলির মানুষরাও সঙ্গে সঙ্গে তার দাঁতভাঙা জবাব দিত। সন্ধ্যে ছটায় ভীত ছিল না ওরা–এমনকি আজ রাত নটা পর্যন্ত নয়। কিন্তু এখন ভয় পাচ্ছে।

'গুড ইভনিং, ডেপুটি,' কর্টেযকে বারে এসে দাঁড়াতে দেখে বলল স্যাম ক্রেইল। 'কাল খুব গরম পড়বে মনে হচ্ছে।'

কর্টেযের গালে ভাঁজ পড়ল। 'হ্যাঁ, সিনর। খুব গরম।'

ঘরে সামান্য যেটুকু গুঞ্জন ছিল তাও এখন থেমে গেছে পুরোপুরি। কী ঘটে দেখবার আশায় অপেক্ষা করছে লোকজন।

'তোমাকে একটা ড্রিংক খাওয়াই?' ভিড় ঠেলে ওর পাশে এসে প্রস্তাব দিল ক্রেইল।

'একগ্লাস বিয়ার, সিনর,' হালকা সুরে বলল কর্টেয।

তারপর ইচ্ছেকৃতভাবে, ঘুরে কামরার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল কর্টেয, কনুই দুটো রাখল বারের ওপর। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না কারো। বিশেষ করে স্যাম ক্রেইলের। এর অর্থ, কর্টেয বলতে চাইছে তার কোন কুমতলব নেই–মিত্র না হলেও, শত্রু নয়। হাতের পিঠে সর্দি মুছল ক্রেইল, তারপর সেও, সাবধানে, ঘুরে দাঁড়াল একইভাবে, কর্টেযকে দেখাতে চায় তার মনেও খারাবি নেই।

'আমি স্যাম ক্রেইল,' আলাপ জমাবার প্রয়াস পেল ও।

'হুয়ান কর্টেয।'

দুটো গ্লাসে বিয়ার ঢেলে রেখে গেল বারটেণ্ডার, আলতোভাবে ঠোঁটে ছোঁয়াল ওরা।

'খুব ঘোরাঘুরি কর বুঝি?'

'হ্যাঁ,' বলল কর্টেয। 'তুমি?'

'বলতে পার আস্তানা গাড়ার জায়গা খুঁজছি একটা।'

'ভাল সুযোগ আছে তোমার…'

'কীরকম?'

'বিরাট দেশ এটা। ফলে সুযোগও মেলা।'

'কিন্তু ভাল কিছু করতে হলে টাকা চাই।'

'সি।'

'তুমি, তুমিও কি সংসার পাতার জায়গা খুঁজছ?'

'এখনও ঠিক করিনি কিছু। তবে কোলি জায়গাটা ভাল লেগেছে।'

'দেখ, কী অদ্ভুত না? আমার কাছেও ভাল লাগে কোলি।'

'তাহলে হয়তো একদিন আমাদের বন্ধু হয়ে যাওয়া অসম্ভব না।'

'কিংবা শত্রু, চট করে বলল ক্রেইল।

'কিংবা শত্রু, যদি দুজনেই কোলিতে থাকি। তবে…'

'তবে?'

'দেখতেই পাচ্ছ, আমি একজন মেক্সিক্যান, সিনর। তবু এই দেশের প্রতি আমার একটা টান আছে–রক্তের।'

'হুম্‌ম্‌ম্‌,' নম্র সুরে বলল ক্রেইল।

'অথচ এই দেশটাকে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমি। এই কোলির কথাই ধর না কেন।'

'যেমন?'

'নিজের পছন্দমত জায়গা পেলে মানুষ সেখানে বাস করতে চায়।'

'স্বাভাবিক।' ফের সর্দি মুছল ক্রেইল। 'তোমার সমস্যাটা কোথায়?'

'মানুষ সেরকম জায়গাই পেতে চাইবে, তোমার বা আমার মত মানুষ…' কর্টেয ঘুরে ক্রেইলের চোখের দিকে তাকাল, 'যেখানে তার কিছু নিশ্চয়তা থাকবে।'

'যেমন?'

'নিরাপত্তা–আইনের ভিত্তিতে সমান অধিকার।'

'বন্দুকের আইনই ভাল। যদি মানুষটা যথেষ্ট চালু হয়,' বলল ক্রেইল।

'কিন্তু সব চালু লোকই তো একদিন না একদিন বুড়ো হবে, সিনর?' কর্টেয বলল, 'যখন তাদের সেসময় আসবে, বুড়ো হয়ে যাবে, ঈগলের চোখ হারাবে তারা, পুমার ক্ষিপ্রতা থাকবে না, গ্রিজলির শক্তি সাহস কমে যাবে–তাই না?'

'তদ্দিনে, লোকটা যদি সত্যিই চালু হয়, নিজের চারপাশে সবরকম নিরাপত্তার দেয়াল গড়ে নিতে পারবে।'

'মানে, তুমি অস্ত্রের কথা বলছ,' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কর্টেয। 'বন্দুক।'

'হুম্‌ম্‌ম্‌।'

'অথচ আইন থাকলে কত সুবিধা, দেখ, অতশত ঝামেলা ঝক্কি নেই–সবারই সমান অধিকার।'

'এভাবে ব্যাপারটা আমি কখনও তলিয়ে দেখিনি, কর্টেয,' বলল ক্রেইল। 'আমার কাছে মনে হয়েছে একজন ফালতু আনাড়ি লোককে একজন চালু লোকের শ্রেণীতে ফেলা উচিত না। যেমন…'

'যেমন তুমি, ক্রেইল?' হালকা চালে বলল কর্টেয।

'বলতে পার, হ্যাঁ।'

'কিন্তু, ধর, তোমার চেয়েও চালু কেউ এল, তখন আর তোমার আধিপত্য থাকছে না। অন্য কোন লোক,' বার থেকে সরে দাঁড়াল কর্টেয, চোখ নামিয়ে লম্বা ব্যারেলের পয়েন্ট ফোর ফাইভ, শক্ত চামড়ার হোলস্টারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, 'অন্য কোন লোকও তো ভাবতে পারে তুমিই একটা ফালতু…আনাড়ি।'

'তেমন লোকের দেখা আমি পাইনি এখনও। থাকলে, আমাকে সেখানে তুমি দেখতে পাবে, কর্টেয।'

'হয়তো, ক্রেইল…হয়তো…'

এরপর ক্রেইল কোন জবাব দিতে পারবার আগেই, কর্টেয ঘুরে চোখ বোলাল কামরার ওপর। 'চলি, গুড নাইট, ক্রেইল। বিয়ার খাওয়ানর জন্য ধন্যবাদ। বেশি রাত করো না। কোন ঝামেলা যেন না হয়। তাহলে আমাকে আবার কষ্ট করে গুণ্ডাদের অ্যারেস্ট করতে আসতে হবে। মুড ঠিক থাকবে না আমার।'

হাতের পিঠে নাক ঝাড়ল ক্রেইল। 'জানি।'

'হ্যাঁ, আগামীকাল তো আবার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন।'

'তাই,' মৃদু সুরে বলল ক্রেইল।

সবচেয়ে কাছের পোকার টেবিলটার দিকে তাকাল কর্টেয, যাবার পথে থামল ওখানে। একজন খেলোয়াড়ের কাঁধে আলতো টোকা দিল ও। 'বেশি রাত অবধি থেক না; কাল তোমাকে জুরি বেঞ্চে বসতে হতে পারে। ঠাণ্ডামাথার লোক চাই আমরা–যাতে ন্যায় বিচার করতে পারে।'

ঘাড় ফেরাল লোকটা, তাকাল ক্রেইলের দিকে।

কর্টেয পলক তুলে দেখল ক্রেইলের চেহারা থেকে ঢিলেঢালা ভাবটা দূর হয়ে গেছে। কঠিন দৃষ্টিতে সোজাসুজি তাকিয়ে রয়েছে কর্টেযের দিকে, বুঝতে পেরেছে এতক্ষণ মেক্সিক্যান লোকটা বোকা বানাচ্ছিল তাকে। তবে দীর্ঘদিনের নিয়মনিষ্ঠতার বলে নিয়ন্ত্রণ হারায়নি নিজের ওপর, আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে পরের চালটা কী হতে পারে।

ক্রেইলের উদ্দেশে হাত নাড়াল কর্টেয। 'গুড নাইট, স্যাম,' হেসে বলল ও।

'গুড নাইট, হুয়ান,' ডান হাতটা হোলস্টারের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে আনতে বলল ক্রেইল। নাক ঝাড়ল হাতের পিঠে, তারপর ধীরে ধীরে মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। 'গুড নাইট।'

'কাল দেখা হবে।'

'দেখা হবে।'

পনেরো

নিঃসাড়ে হোটেলে ঢুকে, দোতলায় জাজ গ্রেসনের ঘরে গেল কর্টেয আর টম্পসন। ভোর পাঁচটা প্রায়। আর একটু বাদেই ফর্সা হবে আকাশ, এবং তার কিছুক্ষণ পরেই সূর্য উঠবে।

হাতে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ ধরে দরজায় সাড়া দিলেন বৃদ্ধ, কঠোর চেহারা, বোঝা যায় দরকার হলে অস্ত্রটা ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হবেন না তিনি। তারপর যখন জো টম্পসন আর কর্টেযকে দেখলেন তখন মুখভাব নরম হলো, সরে দাঁড়ালেন একপাশে।

ওরা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

'কী ব্যাপার?'

'বল, কর্টেয,' অনুরোধ করল টম্পসন।

'রাত থেকেই পিটম্যানের লোকেরা শহরে। একবারও অস্ত্র ধরেনি ওরা, জেলখানার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেনি–তবে কথা বলেছে।'

'কথা বলেছে?'

'কোলির লোকদের সাথে, জাজ। এক এক করে সবাইকে হুমকি দিয়েছে। জুরি বেঞ্চে যারা বসবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এখুনি না হলেও, শিগ্গিরই। পরিবার পরিজন ঘরদোর সব ধ্বংস করবে। সবচেয়ে বড় কথা, তার ছেলেকে যদি

সাজা দেয়া হয়, এই শহরের অর্থনীতি পঙ্গু করে দেবে পিটম্যান, ভাতে পানিতে মারবে শহরবাসীদের...'

'মাই গড!' আঁতকে উঠলেন গ্রেসন।

'আমাদের কী করা?' প্রশ্ন করল টম্পসন। 'ওর চাল ও দিয়েছে; এখন আমরা কী করব?'

'কিন্তু এভাবে–এভাবে ওকে পার পেয়ে যেতে দিতে পারে না ওরা,' তিক্ত স্বরে বললেন গ্রেসন।

'শহরবাসীরা যতক্ষণ একাট্টা ছিল, হয়তো বা বাধা দিতে পারত ওকে। কিন্তু এখন ওদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে সে, আর ওরাও জানে পিটম্যানের অসাধ্য কিছু নেই।'

'অসাধ্য কিছু নেই মানে?'

'ধরা যাক, লুকাসকে অভিযুক্ত করল ওরা, ছেলেটাকে ঝোলাল ফাঁসিতে, তারপর নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার মনের অবস্থা কী হবে? আইনের সম্মান সে করেছে, কিন্তু তার কী দশা হবে? তার চাই এখন নিরাপত্তা, আইনের। নিজের ছোট্ট বাথানে সবসময় সন্ত্রস্ত থাকতে হবে তাকে–এই বুঝি পিটম্যানের জল্লাদেরা এল। না-ই খুন করল তাকে, শস্যের গোলা জ্বালিয়ে দিল, ধরে নিয়ে গেল গরু বাছুর, বেদম মারধোর করল...'

গ্রেসন শুনছিলেন নিবিষ্ট মনে, টম্পসনের কথা শেষ হবার আগেই মাথা ঝাঁকিয়ে একমত প্রকাশ করলেন। 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক, জো–এই কথাগুলোই ভাববে একজন লোক–এবং ভয় পাবে।'

'তাহলে আমরা এখন কী করব, জাজ?' জিজ্ঞেস করল টম্পসন। 'জুরি বেঞ্চে কাউকে বসাতে না পারলে সব গরবাতে যাবে। কোন সাক্ষী না পেলেও সেই অবস্থা। কালই বিচারটা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে এতক্ষণে ফয়সালা হয়ে যেত, এই মুহূর্তে লুকাস পিটম্যানকে ফাঁসিতে ঝোলাতে ব্যস্ত থাকতাম আমি।'

'সেক্ষেত্রেও একই সমস্যা আসত তোমার সামনে,' গ্রেসন বললেন।

'তবু একটা কিছু উপায় করতেই হবে,' টম্পসন অসহিষ্ণু।

জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালেন গ্রেসন। 'একটাই করার আছে। তুমি আসার আগে থেকেই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি ভাবনাচিন্তা করছিলাম, জো।'

'কী?' টম্পসন উৎসাহিত।

'তোমার কি একবারও মনে হয়নি পিটম্যানের পক্ষেও যুক্তি আছে? লোকটাকে তুমি যত অপছন্দই কর, সাক্ষীরা যাই বলুক, এমন একটা শহরে তার ছেলের বিচার হচ্ছে যেখানকার লোকজন পিটম্যানের ওপর খাপ্পা, তার ছেলেকে লিঞ্চ করার চেষ্টাও চালিয়েছিল। এরকম অবস্থায় তোমার কেমন লাগত?'

টম্পসন নীরব। কামরার একপাশে দাঁড়িয়েছিল কর্টেয, চকিতে টানটান হয়ে উঠল সে। এখন একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটাকে দেখতে পাচ্ছে। খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ। এত উঁচুস্তরের যে নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না ওর।

'জো,' বললেন গ্রেসন, 'আমাদের সরকার পদ্ধতির মহৎ দিকগুলোর একটা, এই পদ্ধতি নিশ্চয়তা দেয়, ওয়াদা করে না। অন্যান্য দেশে প্রথম ওয়াদা করে–পরে সেটা

ভাঙে। একশ বছর আগে যখন এদেশের শাসনতন্ত্র রচিত হয়, তখন কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এতে। বিপ্লবের সময় আমার দাদু ছিলেন যুবক। তার কাছে বহুবার আমি শুনেছি: আইনের চোখে সবাই সমান অধিকার পাবে, এই ধারণাটিই এক করে রেখেছিল উপনিবেশগুলোকে। তখন যেমন এর গুরুত্ব ছিল; এখন সেটা আরও বেড়েছে।

'কাজেই আমার কথা মন দিয়ে শোন, জো। তোমার আমার বা অন্য যে কোন লোকের যেমন সুবিচার পাবার অধিকার আছে, স্যাল পিটম্যান আর লুকাসেরও ঠিক তাই আছে। এত ক্লান্ত আমি, তবু দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি-কেবলই ছটফট করছিলাম কী করব। তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে-মনস্থির করতে পেরেছি।'

অপেক্ষাকৃত নবীন দুজনের দিকে তাকালেন জাজ। 'কাল সকালে নিজেকে আমি পক্ষপাতদুষ্ট বলে ঘোষণা করব-ফলে বিচারকের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়া হবে আমাকে।'

'কী!'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে স্যাল যে ব্যবহারটা করেছে তা আমি ভুলব কীভাবে? এ অবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব না কারো পক্ষে। কাজেই এজলাসে বসছি না আমি। তাছাড়া এই শহরের লোকেরাও ঘৃণা করে পিটম্যানকে, এখন সুযোগ বুঝে ওর ছেলেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বদলা নিতে চাইছে। ওরা যে নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না এটা নিশ্চিত। আইনের লোক হয়ে এটা আমি হতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু কম করেও দুডজন লোক ওকে খুনটা করতে দেখেছে!'

জাজ গ্রেসন হাত তুলে থামতে বললেন টম্পসনকে। 'মিস্টার ওকসের যুক্তিটা শোননি-লুকাস পিটম্যান তার টাকা রক্ষা করার চেষ্টা করছিল?'

'আরে, ওটা তো স্রেফ একটা বোলচাল!'

'তোমার এবং এ শহরের লোকদের কাছে। বাইরের কেউ জুরি হলে কী মনে হবে তাদের দৃষ্টিতে? বেনিফিট অভ ডাউটের সম্ভাবনা থাকছে না?'

'থাকছে।'

'এটাই আইনের বৈশিষ্ট্য, জো। তুমি খাঁটি লোক, কিন্তু এদিকটা এড়িয়ে যাচ্ছিলে, তাই না?'

খানিক আমতা আমতা করল টম্পসন। 'হ্যাঁ, যাচ্ছিলাম।'

'অথচ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এই একটা প্রশ্নই মীমাংসা করবে-মৃত্যুদণ্ড, না যাবজ্জীবন।'

'কিন্তু...'

'নিশ্চয়তা, জো। কেবল এইটে মনে রেখ। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।'

'কিন্তু পিটম্যান যে আইনের কলকাঠি নাড়বার চেষ্টা করছে তার কী হবে? এব্যাপারে কিছু বলা নেই-আপনার-ওই শাসনতন্ত্রে?'

'আছে, অবশ্যই আছে। এজন্যে স্যাল পিটম্যানকেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে-নিজের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে।'

কর্টেয এগিয়ে এসে গ্রেসনের হাত চেপে ধরল। 'আপনার এই কথাগুলো যদি আমার দেশের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারতাম...'

'জানি, সাবাডিয়া,' বললেন গ্রেসন। 'তোমরা কীভাবে ধোঁকা খাচ্ছ শাসকচক্রের কাছে আমি জানি।'

'বুঝলাম, তাহলে কী করব আমরা?'

'এক্ষেত্রে আমি একটা নির্দেশই দিতে পারি: অন্য কোন শহরে বিচার হবে লুকাস পিটম্যানের-যেখানে স্যাল পিটম্যানের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই বিচারক বা জুরির। একমাত্র এভাবেই এই মামলার সুবিচার হতে পারে।'

'যদি সে চেষ্টা করি-আমি করার কথা বলছি না-শুধু যদি চেষ্টাই করা হয়,' বিষণ্ণ সুরে বলল টম্পসন, 'লুকাস পিটম্যানকে অন্য শহরে নিয়ে যেতে জেল থেকে বের করে কোলির সীমানা পেরুবার আগেই মারা পড়ব আমি-লুকাসও।'

জাজ গ্রেসন বেডসাইড টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, কাগজ তুলে নিলেন একটা। 'সব আছে এখানে, জো। পরিষ্কার করে লেখা। আমি এখন সই করলেই হলো। তোমার দায়িত্ব হবে লুকাস পিটম্যানকে টলোভারে মার্শাল লোরেনের হাতে তুলে দেয়া।'

'যদি না করি?'

'ইস্তফা দিতে হবে তোমাকে, নয়তো আদালত অবমাননার দায়ে আমি তোমার নামে মামলা ঠুকব।'

'জানেন, কী অসম্ভবকে সম্ভব করতে বলছেন আপনি?' টম্পসন গম্ভীর। 'টলোভার তিন দিনের পথ। পিটম্যান যদি আমার পিছু না ও নেয়-কোলির লোকেরা নেবে।'

কাগজ কলম ধরে রইলেন জাজ গ্রেসন। 'তুমি না বলা পর্যন্ত আমি সই করব না, জো।'

'এই মাত্র অধিকার নিশ্চয়তা এগুলো সম্পর্কে আপনি যা বললেন তার সাথে এর কোন মিল নেই-তাই না, জাজ?'

কর্টেয বা গ্রেসন কেউ টুঁ শব্দ করলেন না।

'না, আমি একা পারব না, জাজ। আমার লোক দর...'

কর্টেয সামনে বাড়ল। 'আপনি একা নন, শেরিফ।'

'মানলাম, তুমি দক্ষ। সেরা। কিন্তু তুমি একলা, কর্টেয। আমিও...'

'আংকল হ্যাপ রাজি হবে না বলছেন?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

'হ্যাপ-'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছেন হ্যাপ। সত্যিকার মানুষ হিসেবে বাঁচার এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করতে চান না উনি-জীবনভর এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আপনি ওঁকে ছোট করে দেখছেন?'

'ম্...'

'আমরা এই মুহূর্তে রওনা হতে পারি। এক্ষুণি। বাড়তি ঘোড়া থাকবে, সঙ্গে বেশিকিছু নেব না-আমার বিশ্বাস তাহলে দুদিনেই পৌঁছান যাবে।'

টম্পসন নীরব।

'জো?' জিজ্ঞেস করলেন গ্রেসন।

পাঁই করে ঘুরে কর্টেযের মুখোমুখি হলো টম্পসন। 'তুমি এত খেপে উঠেছ কেন:

তুমি ভাল করেই জান, তুমিও মারা পড়তে পার?'

কর্টেয মাথা তুলল। 'আমি ফিরে এসেছি কেন, সিনর, না এলেও পারতাম?'

'সময় নষ্ট হচ্ছে। আমরা আধঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে পড়তে পারি। যদি বিচারের সময় পিছিয়ে দিয়ে আমাদেরকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে থাকার সুযোগ করে দিতে পারেন জাজ, আমরা সফল হব,' নিশ্চিত গলায় বলল কর্টেয।

'যদি বাড়তি ঘোড়া পাই,' যোগ করল টম্পসন।

'মনস্থির করে ফেল, জো,' বললেন গ্রেসন।

কোমরের বেল্ট শক্ত করে বাঁধল টম্পসন, দাঁতে দাঁত চেপে ঘুরে দাঁড়াল। মুখ পাথর। 'বহুকাল আগেই আইনকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়ার শপথ নিয়েছিলাম আমি। সেই থেকে তা-ই করে আসছি। আজ তার ব্যতিক্রম হবে না। সই করুন আপনি।'

'নিশ্চয়ই যাব,' সহজভাবে বলল হ্যাপ। কিন্তু টম্পসন বা কর্টেয কেউই টের পেল না, বৃদ্ধ জানে এর পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে। 'এরকম কঠিন কাজ কদাচিৎ আসে। আমার তো মনে হচ্ছে, নিছক কৃতজ্ঞতার খাতিরে হলেও, আমাকে ডেপুটির পদে বহাল রাখতে হবে টম্পসনকে। আর আমিও বেশ আরামের একটা চাকরি পেয়ে যাব।'

'এজন্যেই কি আমাদের সঙ্গে আসছ তুমি?' টম্পসন জানতে চাইল।

'আহ্! তুমি চুপ কর তো, টম্পসন। মাঝে মাঝে বড্ড অবুঝের মত ব্যবহার কর তুমি–মুফতে কাউকে কোন কৃতিত্বের সুযোগ পেতে দিতে চাও না।'

সংগোপনে আস্তাবলে গিয়ে সবকটা ঘোড়া নিল ওরা। জানে কাজটা চুরি, তবু মাথা ঘামাল না: যুদ্ধে জেতাটাই বড় কথা। এরপর পানি আর শুকনো রুটি জোগাড় করল। প্রত্যেকেই একটা করে সিক্স-গান আর কারবাইন নিয়েছে সঙ্গে, জো টম্পসনের কাছে রয়েছে ওর লিভাররাইটখানা। কার্তুজ নিল প্রচুর পরিমাণে। তারপর সেলের ভেতরে ঢুকল।

হাতকড়া পরিয়ে খিড়কি পথে লুকাসকে আস্তাবলে নিয়ে এল ওরা, তুলে দিল স্যাডলে।

'লুকাস, আমরা তোমাকে টলোভারে নিয়ে যাচ্ছি, যাতে তুমি সুবিচার পাও। কাজটা করতে গিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছি আমরা। তোমার বাবাকে তুমি ভালই চেন। জান, তোমাকে না পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠবে পিটম্যান। কাজেই কোনরকম ঝামেলা কর না। যদি ভেবে থাক পালাতে পারবে, কর্টেযের স্ট্যালিয়নটাকে দেখ একবার, ওটাকে দৌড়ে হারাতে পারবে না তুমি।'

'বুঝেছি, জো,' বলল লুকাস। 'তোমাকে অসুবিধায় ফেলব না আমি।'

'ওয়াদা?'

'ওয়াদা।'

'বেশ। হ্যাপ–কর্টেয, চল রওনা হই। জানোয়ারগুলোকে আমরা পেছনের গলি পথ ধরে হাঁটিয়ে নেব। হল্যাণ্ডারের ভেতরের উঠোন হয়ে। ট্রেইল গোপনের চেষ্টা করে কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। ওরা ঠিকই বুঝে ফেলবে আমরা কোথায়

যাচ্ছি, বিশেষ করে যখন দেখবে এতগুলো ঘোড়া নিয়েছি সঙ্গে। সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরে এগোব আমরা। আশা করি, জাজ বিচারের সময় পিছিয়ে দিয়ে আমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে থাকার সুবিধাটা করে দিতে পারবেন। ঠিক আছে, তাহলে এবার যাওয়া যাক। নেক্সট স্টপ–টলোভার।'

নিঃসাড়ে লিভারি স্ট্যাবলের পেছন দিয়ে বেরিয়ে গলিতে নামল ওরা, হল্যাণ্ডারের ব্যাকইয়ার্ড হয়ে গ্রিজউড বনে ঢুকল। খানিকবাদে সূর্য যখন পুবের পাহাড়চূড়ায় উঁকি দিল কোলির দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে এসেছে ওরা, চারদিকে ঘন ঝোপ থাকায় সহজে কারো চোখে পড়বে না।

ওরা লুকাস পিটম্যানকে সামনে রেখে এগোচ্ছে। প্রত্যেকেই ধরে আছে বাড়তি ঘোড়ার লাগাম। কর্টেয চারটে, হ্যাপ দুটো, এবং টম্পসন দুটো। শুরু থেকেই ঝড়ের বেগে ছুটছে ওরা, পয়লা ঘণ্টায় গতি একটুও কমাল না।

সূর্য যখন ঘণ্টা খানেকের পুরোন, তাজা স্যাডলে চাপল সবাই, ক্লান্ত ঘোড়াগুলো রইল পেছনে। ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে প্রকৃতি, গরমে শিশিরকণা শুকিয়ে যেতেই লম্বা ধুলোর ট্রেইল জেগেছে বাতাসে।

মরুভূমিতে কোনরকম সন্দেহজনক গতিবিধি চোখে পড়ছে না ওদের। বিশাল ধু-ধু প্রান্তরে ওরা একা, রোদে পুড়ে যাচ্ছে শরীর।

একঘণ্টা পর ফের ঘোড়া বদল করল ওরা, একঢোক পানি খেতে যতক্ষণ লাগে সেটুকু সময় থেমে ছুটতে লাগল আবার।

এখন ওরা ছড়িয়ে পড়েছে, একজনের পেছনে আর একজন না থেকে পাশাপাশি ছুটছে। নির্ভেজাল নিষ্কলঙ্ক তপ্ত বাতাসে ধুলোর ঘন মেঘ জমছে, তারপর একসময় ওদের মাইলটাক পেছনে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত থিতিয়ে পড়ছে মাটিতে।

ওদের সামনে কেবলই বালু আর বালু। পাথর, জংলা ঝোপ। সারাক্ষণ আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে সূর্য।

কথা বলছে না কেউ। বলবার মত নেইও কিছু। একনাগাড়ে এগোচ্ছে ওরা, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সবার মন স্থির, নিজেদের ট্রেইল ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি নজর দেবার অবকাশ নেই।

সকালের ঝলসান রোদ্দুরে কয়েক ক্রোশ পথ পেছনে ফেলে এল ওরা। যখন থামল সূর্য মাথার ওপরে, ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত।

একটা বুনো ঝোপের ছায়ায় বসল চারজন, আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে পানিতে, ট্রেইলের ওপর দৃষ্টি সজাগ। মাঝে মধ্যে দুটো একটা মন্তব্য করছে হ্যাপ, অন্যরা নীরব।

বিকেল তিনটে পর্যন্ত জিরিয়ে আবার পথে বেরোল ওরা। এবার নিজেদের পোষা মাউন্টে, অতিরিক্ত ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে টেনে আনছে পেছন পেছন। জানে শুরুতে এই এগিয়ে থাকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শেষ-দৌড়ে এটাই পাইয়ে দেবে বাড়তি সুবিধাটুকু। তাই প্রথম থেকেই ছুটতে লাগল জোরে। বিকেল, অথচ গরমের কমতি নেই, সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

একপর্যায়ে গতি কমাতে বাধ্য হলো ওরা, যতটা না নিজেদের জন্য তার চাইতে বেশি ঘোড়াগুলোর কারণে।

ওদের মুখে ধুলোর মুখোশ, ঘামে ভিজে আঠা আঠা। মুখ আর হাত, শরীরের এই দুটো অংশ খোলা পেয়ে, সুখ মিটিয়ে ঝলসে দিয়েছে সূর্য।

অগাস্টের বড় দিন। চোদ্দ ঘণ্টায় সূর্য পুব থেকে পশ্চিমে পাড়ি জমাল। অবশেষে নরকের লাল অগ্নিগোলকটা যখন দূর পাহাড়ের ওপাশে ঝুপ করে ডুবে গেল, ওরা ক্লান্ত–আর এক পাও নড়বার শক্তি অবশিষ্ট নেই।

আগুন জ্বালাবার ধার দিয়েও গেল না ওরা। পানিতে ভিজিয়ে খটখটে শুকনো রুটি চিবাল, যত্নের সঙ্গে সাফ করল নিজেদের বন্দুক। চোখ সবসময় ফেলে আসা ট্রেইলের ওপর, জানে ইতিমধ্যে পিটম্যান নিশ্চয়ই পিছু নিয়েছে ওদের, রাতের যে কোন সময়ে ওর সাথে মোলাকাত হতে পারে। পিটম্যান যে তার ঘোড়ার দিকটা ভাববে না, সে ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত।

একটানা ছুটবে সে, যখন মুখ থুবড়ে পড়বে অবলা পশুটা, অন্য একটা স্যাডলে চেপে ফের রওনা হবে।

'প্রথম পালায় আমি জাগব,' বলল হ্যাপ। 'তোমরা ঘুমিয়ে নাও। বুড়োমানুষের বেশি ঘুম দরকার হয় না।'

সানন্দে বুড়োর কথা মেনে নিল সবাই। কর্টেয আর টম্পসন গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল টম্পসন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কর্টেয জেগে রইল অনেকক্ষণ, একদৃষ্টে আকাশের তারা গুনছে ও, ভাবছে সেইসব মানুষের কথা যারা হ্যাপ, জো টম্পসন আর জাজ গ্রেসনের মত লোকের সান্নিধ্য পেলে গর্ব অনুভব করত।

লুতেরো–মার্কোস–লুই–জর্জ...

সাবাডিয়া, অন্ধকার রাতের বাতাস ফিসফিস করে উঠল ওর কানের কাছে, সাবাডিয়া, তুমি আছ?

সি, আছি।

ষোলো

পলায়ন আবার শুরু হবে ভোর চারটেয়। আকাশের অধিকাংশই তখন থাকে কাল, শুধু দীর্ঘ রাতের সীমাহীন অন্ধকার ছিঁড়ে পুব দিগন্তে ফুটে ওঠে একচিলতে ধূসর আলো। গত সন্ধ্যায় যে পৃথিবী লুপ্ত হয়েছিল চোখের সামনে থেকে, ওই আলোয় আবার তার দেখা পেল চারজন লোক। প্রথমে সজাগ হলো বৃদ্ধ; অন্যদের চেয়ে কম ঘুম দরকার হয় তার। এরপর পিস্তলেরো; ওর ঘুম সবচেয়ে পাতলা। তারপর শেরিফ; ঘুমের গাঢ়তায় সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল সে। এবং, সবশেষে, কয়েদি।

খুব তড়িঘড়ি গোছগাছ শুরু করল ওরা। ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিয়ে, আগুন জ্বেলে কফি চাপাল। অস্ত্রশস্ত্র আর একবার পরখ করে দেখে নিল ঠিক আছে কি না। তারপর জিন চাপাল যার যার ঘোড়ার পিঠে। ওদের চলাফেরা ত্রস্ত, কফি ফোটার আশায় অধৈর্যভাবে দাঁড়িয়ে আছে আগুনের ধারে, উদ্বিগ্ন, কারণ ওদের পেছনে যারা

লেগেছে তারা দেখে ফেলতে পারে আগুন।

পুরো একদিনের পথের ধকল সত্ত্বেও, ওদের আত্মপ্রত্যয় ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছে। মাত্র একটি দিন, অথচ ওদের মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে যেন পালিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। ছোট, চারপাশে ঝোপ আর পাথরের আড়াল–তবু এই কফির আগুনটাকেই ওরা ওদের প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে দেখছে। একঢোক ক্যান্টিনের পানি আর শুকনো রুটি খেয়েই যাত্রা আরম্ভ করা উচিত ছিল ওদের, কিন্তু ওরা তা করল না।

অবশেষে যখন ঘোড়ার দিকে এগোল ওরা, পুবের আকাশ বেশ ফর্সা। বাদুড়রা অদৃশ্য হয়েছে নিজেদের গুহায়, ছোটখাট জীবজন্তু, সাপ, কয়োট, মরুপেঁচা ভোরের আগমনের সাথে সাথে পালিয়েছে যার যার গোপন ডেরায়। দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে প্রকৃতি স্থির। নিশাচর প্রাণীকুল বিদায় নিয়েছে বহু আগেই। তবে দিবাভাগের হিংস্র মরুজীবেরা দেখা দেয়নি এখনও। ধীর মন্থর গতিতে এক এক করে ক্যাম্প ছেড়ে বেরোল চারজন।

ওদিকে বিপক্ষ দলও পিছিয়ে নেই। জোঁকের মত লেগে আছে কর্টেযদের ট্রেইলে; খাটিয়ে মারছে নিজেদের ঘোড়াগুলোকে: প্রয়োজনের তীব্র তাগিদে কোনরকম সাবধানতার ধার দিয়ে যায়নি। দম হারিয়ে নির্জীব জানোয়ারগুলো যেখানে লুটিয়ে পড়েছে, সেখানেই ওদেরকে ফেলে রেখে তাজা ঘোড়ায় চেপেছে। টলোভারে পৌঁছাবার কোন দরকার নেই ওদের; সামনের চারজনের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধানটুকু ঘুচাতে পারলেই যথেষ্ট। পুরো দূরত্বটা যখন অতিক্রম করতে হচ্ছে না, তখন কষ্ট নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে; শুধু চাই দুর্বার গতি। গতিবেগই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছিল ওদের মনে; এমুহূর্তে এটাই সবচেয়ে জরুরি উপাদান। তাই থামাথামির মধ্যে যায়নি ওরা, কফি খায়নি, ঘুমায়নি–পথ চলেছে সারারাত।

ফলে দ্বিতীয় দিনে, যখন পুবের আকাশে সলজ্জ ভোর উপস্থিত হলো; অনুসরণকারীরা লোকসানের বেশিটাই পুষিয়ে নিয়েছে। ঠিক সাড়ে সাতটায় কফির আগুনটা আবিষ্কার করল ওরা। বুঝল, সামনের চারজন বড়জোর তিন চার ঘণ্টার পথ এগিয়ে আছে ওদের চেয়ে। ওরা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। কোলি থেকে যে তেতাল্লিশজন রওনা হয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র এগারজন ওদের দুই নেতা–নাছোড়বান্দা পিতা ও তার রক্তচক্ষু বন্দুকবাজের বেঁধে দেয়া গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনও টিকে রয়েছে।

বেলা এগারটায় হ্যাপের ঘোড়াটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে থেমে গেল। নতুন একটা স্যাডলে জায়গা বদল করল বৃদ্ধ। কর্টেয পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওর স্ট্যালিয়নকে। এখন ট্রেইল করাও কষ্টকর হয়ে উঠেছে বিশাল ঘোড়াটার জন্য। জো টম্পসন আরও আগেই তাজা ঘোড়ায় চেপেছে, এটাই ওর শেষ। কেবল লুকাস পিটম্যানের বাড়তি মাউন্টটাকে দেখে মনে হচ্ছে চলতে পারবে ও, তবে বেশিক্ষণ না।

হাত তুলে সবাইকে থামতে নির্দেশ দিল কর্টেয। সওয়ারিরা তাদের ঘোড়াগুলোর মতই ক্লান্ত প্রায়, গোল হয়ে দাঁড়াল সাবাডিয়ার চারপাশে। ওরা খাড়াইতে এসে

পড়েছে। ধু-ধু সমতল প্রান্তর পরিবর্তিত হয়েছে রুক্ষ এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমিতে। চারদিকে অসংখ্য ফাটল, খানাখন্দক, মরা বালিয়াড়ি। ট্রেইল এখন আর স্পষ্ট নয়, ঘোড়ার মুখ উত্তরপশ্চিম করে জোরসে ছুটলেই চলছে না। গত দেড়ঘণ্টা যাবৎ সাবধানে নিজের ট্রেইল বাছাই করছে কর্টেয। টলোভারের পথে অর্ধেকের কিছু বেশি রাস্তা পেরিয়ে এসেছে ওরা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে, কিন্তু এর মাশুল গুনতে হয়েছে চড়া। এখন আর হণ্টন গতির চেয়ে দ্রুত চলতে পারবে না। বড়জোর আরোহীর ভার বইবার ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে ঘোড়াগুলোর-তার বেশি না।

'আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে,' বলল কর্টেয।

ওরা সবাই জানে কী বোঝাতে চাইছে ও। প্রত্যেকেই স্যাডলের ওপর ঘুরে ব্যাক ট্রেইলের দিকে তাকাল। পিটম্যান ও স্যাম ক্রেইলের দেখা নেই এখনও। তবে ওরা যে কাছেপিঠেই আছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই কারো। এটা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা, এবং পিটম্যান যদি সারারাত ট্রেইলে কাটিয়ে থাকে···

ভারি শরীরটাকে বাঁকিয়ে অবসন্ন দেহে পেছন ফিরল জো টম্পসন। 'সারা রাত ছুটেছে ও। এব্যাপারে জীবন বাজি রাখতে পার।'

'তাহলে বুঝতেই পারছেন কোন সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আমাদের,' বলল কর্টেয।

'জানি,' একটু সময় নিয়ে বলল টম্পসন।

'যা করার তাড়াতাড়ি করে ফেল।' হ্যাপ অসহিষ্ণু।

'না,' বলল কর্টেয। 'আমরা বিশ্রাম নেব কয়েক মিনিট। আলোচনাটাও সারব ওই ফাঁকে। এটা আমাদের বাঁচা মরার প্রশ্ন। অতএব ভাল করে ভেবেচিন্তে দেখা দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল টম্পসন-যথার্থ।

কিছুদূর এগিয়ে একটা বালিয়াড়ির মাথায় এসে উপস্থিত হলো ওরা। বালিয়াড়ির ভেতর নেমে গেল তিন চারশ গজ, ছায়াছন্ন পাড় ঘেঁষে থেমে নামল ঘোড়া থেকে, গুটিকতক বোল্ডারের আড়ালে বসল। দুপুর ও বিকেলে দীর্ঘ সময় ধরে আগুন ঝরাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে সূর্য, একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে ওপরে। অদূরে একটা জন্তুর গলিত-প্রায় শবদেহ পড়ে, মরুমাছিকুল ভনভন করছে লাশটার আশপাশে। বাধ্য হয়ে বালিয়াড়ির আর একটু ভেতরে সরে গেল ওরা। আরও একবার থিতু হয়ে বসে, ধীরে-সুস্থে চুমুক দিল ক্যান্টিনে, বুকভরে শ্বাস টানল।

'আচ্ছা, এবার বল কী ঠিক করব আমরা?' প্রশ্ন করল টম্পসন।

'প্রথমে,' বলল কর্টেয, 'বুঝতে হবে কতজনকে সঙ্গে আনছে পিটম্যান-কটা ঘোড়া থাকবে সাথে-এবং সারারাত পথ চলবে কি না।'

'হাতের কাছে যাদেরকে পেয়েছে সব্বাইকে আনছে। সারা রাতই ছুটেছে। বাড়তি ঘোড়াও নিয়েছে যতগুলো সম্ভব-যদি চুরি করতে হয়ে থাকে তবু,' ঝটপট উত্তর দিল টম্পসন।

'হ্যাপ?' বৃদ্ধের উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল কর্টেয।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। পিটম্যানকে বহুদিন ধরেই আমি চিনি। বিশ্রাম নিতে থামবে না ও।'

এবার কর্টেয যা করল তাতে হ্যাপ আর টম্পসন দুজনেই অবাক হয়ে গেল।

'তোমার কী ধারণা, লুকাস,' আচমকা প্রশ্ন করল ও, 'তোমার বাবা কি সারা রাতই পথে কাটাবে?'

'ওর জবাবের ওপর নির্ভর করতে পারবে না তুমি,' বলল টম্পসন।

'তাই। আমরা টলোভারে পৌঁছুবার আগেই যদি ওর বাবা এসে পড়ে তাতে ওরই লাভ,' বলল হ্যাপ।

কর্টেয নীরবে একবার তাকাল ওদের দিকে, তারপর লুকাসের পানে। অপেক্ষা করছে।

'থামবে না,' বলল লুকাস, মৃদু স্বরে। 'নিজের ঘোড়া যদি মারা যায়, দলের মধ্যে যারটা সবচেয়ে তেজী সেটার দিকে হাত বাড়াবে।'

কর্টেয ওপর নিচ মাথা ঝাঁকাল।

'আমারও তাই ধারণা,' বলল ও। 'তাহলে আমরা একমত, খুব একটা দূরে নেই ও। পরের প্রশ্ন। কজন লোককে আনবে সঙ্গে?'

'যতজনকে নেয়া সম্ভব। কোলিতে পঞ্চাশজনের ওপর লোক ছিল ওর,' একনিশ্বাসে বলল হ্যাপ।

'সারা রাতের যাত্রায় কজন টিকবে শেষ পর্যন্ত?' কর্টেযের প্রশ্ন।

'কমপক্ষে অর্ধেক ঝরে যাবে···'

'আরও বেশি, হ্যাপ,' শুধরে দিল টম্পসন। 'আমার বিশ্বাস সিকি ভাগ টিকবে।'

'অর্থাৎ দশ বারজন,' বলল কর্টেয। 'এর বেশি হবে না? বাড়তি ঘোড়া থাকলে?'

'প্রত্যেকেই যদি একটা করেও বাড়তি স্যাডল নেয়, তার মানে অতিরিক্ত প্রায় পঞ্চাশ বা তার কিছু বেশি ঘোড়া। তবু সিকিভাগের চেয়ে বেশি হবে না-কারণ বিশ্রাম পাচ্ছে না ওরা, সবার শক্তি সমান হয় না,' বলল টম্পসন।

'আমি একমত,' আস্তে করে বলল কর্টেয।

'তাহলে-বারজন বন্দুকবাজ-মাথাপিছু চারজন করে।'

'যদি আমরা মোকাবেলা করি,' হালকা গলায় বলল কর্টেয। 'সেটাই ঠিক করতে হবে আগে।'

'বেশ-ঠিক কর।' টম্পসনের গলা ক্লান্ত। অজানা নেই, কর্টেয নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছে। 'তবে আমাদের সবাইকেই একমত হতে হবে।'

'ওরা আমাদের চেয়েও ক্লান্ত,' তাৎপর্যপূর্ণ একটা দিক উল্লেখ করল কর্টেয। 'হয়তো আমাদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে এমুহূর্তে, দক্ষিণপুবের পাহাড়টার ওপাশেই আছে, কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, গোটা রাত ট্রেইলে ছিল ওরা, ওদের ঘোড়াগুলোও। হতে পারে ওরা কাছাকাছি রয়েছে, কিন্তু আমরা অনেক বেশি তরতাজা। এই বিষয়টা বিবেচনায় আনতে হবে।'

হ্যাপের চোখেই পার্থক্যটা ধরা পড়ল সবার আগে। 'ওদের কোনকিছু সঞ্চয় করার দরকার নেই। আমাদের আছে। আমরা যদি এখন আমাদের ঘোড়াগুলোকে পুরোদমে খাটাই, আর দুঘণ্টা টিকতে পারব না আমরা। কিন্তু যদি ওরা ওদেরগুলোকে খাটায়, বোধহয় ধরে ফেলবে আমাদের।'

'ঠিক,' সায় দিল কর্টেয। 'কিন্তু ও কি তা করবে, আপনি যেভাবে সমস্যাটা বিচার করছেন, আংকল, তা খেলবে ওর মাথায়? সেটাই প্রশ্ন।'

'খেলবে,' বলল টম্পসন।
'আলবত খেলবে,' মন্তব্য হ্যাপের।
'থামবে না, কর্টেয,' বলল লুকাস পিটম্যান। 'তোমরা যা যা ভাবছ, বাবাও ভাবছে। কাজেই থামবে না।'
'তাহলে আমরা একমত শিগগিরই আমাদের ধরে ফেলছে ও, আমরা দৌড়ে ওকে হারাতে পারব না?' কর্টেয জিজ্ঞেস করল।
'হুঁ।'
'এখন তাহলে বাকি থাকছে লড়াই, এবং আমরা কোথায় করব সেটা,' বলল কর্টেয। 'আমাদের একজনের পেছনে পিটম্যানের চারজন।'
'আমাদের মধ্যে তুমিই এব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, কর্টেয,' টম্পসনের কণ্ঠে অবসাদ। 'গেরিলা কায়দায় লড়েছ মেক্সিকোতে। ওটা আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি।'
'আমারও সেই কথা,' বলল হ্যাপ।
কর্টেয বলল না কিছু। ওদের ধারণা ঠিক। উঠে দাঁড়াল ও, ঘাড় ফিরিয়ে সামনে তাকাল। 'আর একঘণ্টা, তার পরেই আমরা ওই পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাব। আট দশ মাইল দূর থেকেও দেখতে পাব ওদের। এবং ওদের ওপরে থাকব। আমাদের রাইফেলের আওতায় থেকে লড়তে হবে ওদের, এবং ঘোড়াগুলোও থাকবে ক্লান্ত।'
'ঠিক।' প্রায় দুর্বোধ্য স্বরে সায় দিল টম্পসন।
'সাবাডিয়ার সঙ্গে লুকোচুরি লড়াই,' আচমকা এমনভাবে উৎসাহে ফেটে পড়ল হ্যাপ যে ওরা সবাই চমকে উঠল। 'খোদার কসম, জব্বর খেল হবে একটা, বলে রাখছি।'
কর্টেযের মুখ আরক্ত হলো, লজ্জা পাচ্ছে, এরকম সরাসরি প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত নয়। 'বেশিকিছু আশা করবেন না, আংকল। মনে রাখবেন ডায়ায মেক্সিকোতেই আছে–এবং দেশ ছাড়তে হয়েছে সাবাডিয়াকে।'
কর্টেযের উদ্দেশে পলক তুলল লুকাস পিটম্যান। 'তুমিই সাবাডিয়া?'
'সি।'
'আমার বাবা জানে?'
'বলতে পারছি না। সন্দেহ আছে।'
কপালে একটা হাত তুলে, সূর্যের দিকে তাকাল কর্টেয। 'দুপুর হয়ে এল। পাহাড়ে পৌঁছাতে আমাদের আর একঘণ্টা, ওদের দুঘণ্টা আমাদেরকে ধরতে। বেলা একটা। তার মানে সূর্যের সঙ্গে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা যুঝতে হবে ওদের।'
'সূর্য?' টম্পসন বিস্মিত।
'যদি সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসি আমরা,' ব্যাখ্যা করল কর্টেয।
একঘণ্টার মাঝে পাহাড়ের ঢালে পৌঁছে গেল ওরা, ওপরে উঠতে শুরু করল খাড়া বিপদসংকুল ট্রেইল বেয়ে।

গভীর সংকীর্ণ একটা গিরিখাতের মাঝামাঝি জায়গায় নিজেদের ঘোড়া থামিয়ে চূড়ার দিকে চেয়ে আছে স্যাল পিটম্যান আর স্যাম ক্রেইল। একটা ভাঙাচোরা পাথুরে ট্রেইলের ওপর ওরা দাঁড়িয়ে, প্রতিপক্ষের রাইফেল সীমানার বাইরে। ওদের পেছনে

এগারজন লোক, নির্জীব মৃতপ্রায় এগারটা ঘোড়ার পিঠে বসে।
'ওরা ওপরে আছে বলে তোমার মনে হয়, ক্রেইল?' পিটম্যান প্রশ্ন করল।
'আমি হলে থাকতাম,' বলল ক্রেইল। 'জি, স্যার। আমি ওখানে বসে এমুহূর্তে তাকিয়ে থাকতাম আমাদের দিকে।'
'কী করতে?' জিজ্ঞেস করল পিটম্যান।
'অপেক্ষা। সামনের সবকিছুই আমার নাগালের মধ্যে। ট্রেইলে কেউ ওঠার চেষ্টা করলেই লাশ।'
'তার মানে ওরাও তাই করছে?'
'ট্র্যাকগুলো আপনি দেখেছেন, স্যার। বহু আগেই ওদের শেষ তাজা ঘোড়াটা হারিয়েছে ওরা। জানে আমরা যদি জানপ্রাণ দৌড়াই, ঘোড়া ছাড়া কিছুই হারাবার ভয় নেই আমাদের। কিন্তু একটু আগে বা পরে, হাঁটতে বাধ্য হবে ওরা। অতএব, বিশ্রাম দিতেই হবে ওদের ঘোড়াগুলোকে। জি, স্যার, এখন তা-ই করছে ওরা।'
এইবার স্যাম ক্রেইল ওর তেলতেলে কাল চোখজোড়া ঘোরাল পিটম্যানের দিকে, বোমার মত নামটা ফাটাল বসের মুখের ওপর। 'তবে সাবাডিয়াকে গোনায় ধরতে হবে। গেরিলা যুদ্ধে ওর জুড়ি পশ্চিমে নেই।'
'সাবাডিয়া?' পিটম্যান তাকাল ক্রেইলের দিকে। বাকি অশ্বারোহীরা সরে এল তাদের দুই নেতার পাশে। 'মানে ওই দস্যুটা, নিজেকে যে বিপ্লবী বলে দাবি করে?' চোয়াল চাপল স্যাল পিটম্যান, কটমট করে তাকাল চূড়ার পানে। 'তাই,' আপনমনে বলল সে।
'আরও আগেই টের পেতাম আমি,' ক্রেইল বলল, 'কিন্তু আজ সকালেই একজনের মুখে চাবুকটার কথা জেনেছি। কোলিতে কাহিনীটা শুনেছে ওরা, হুয়ান কর্টেয, শেরিফ টম্পসনের ডেপুটি, কীভাবে ঘায়েল করেছিল পিস্তলের দুই চামচাকে। একটা চারফুটি কাঁটাকে ওভাবে ব্যবহার করা একমাত্র সাবাডিয়ার পক্ষেই সম্ভব।'
'তাই,' আবার বলল পিটম্যান। 'ওর মাথার উপর পুরস্কার আছে; কোথায় যেন পড়েছি খবরটা, কত টাকা যেন...'
'দশ হাজার ডলার,' সহজ ভঙ্গিতে বলল স্যাম ক্রেইল। থুতু দিয়ে সিগারেট পেপারটা ভিজিয়ে দুমাথা জোড়া দিল ও, ঠোঁটে ঝুলিয়ে ম্যাচ ধরাল। কেবল ওর চোখের চারপাশে আর মুখে পুরু ধুলোর আস্তরণ ছাড়া এমন কোন চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যায় সারা রাত পথে ছিল ও। 'নগদ, মেক্সিকোতে পৌঁছে দিলে।'
'আমার ছেলের সাথে সাবাডিয়া এখন আছে ওখানে। ওই মেক্সিক্যান কুত্তাটা!'
'জি, স্যার। আমার ধারণা ওখানেই আছে সে, দেখছে আমাদের।'
দম আটকে, সাহস করে সূর্যের পানে তাকাল স্যাল পিটম্যান। ঘোড়ার পাঁজরে আচমকা প্রচণ্ড এক লাথি কষাল ও, আর্তনাদ করে উঠল জানোয়ারটা, ভয়ে দিশাহারার মত আগে বাড়ল লাফিয়ে, শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করে ছুটল গিরিখাতের ওপরদিকে।
পঞ্চাশ গজ গিয়ে পিটম্যান ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। ক্রেইল বা দলের অন্য

কেউ নড়েনি একচুল। ক্রেইল আগের জায়গাতেই রয়েছে, ধূমপান করছে, পমেলের দুপাশে পা ঝুলছে অলসভাবে।

'কী হলো, এস,' হুকুম করল পিটম্যান।

নড়ল না কেউ।

লাগাম টেনে ঘোড়া ঘোরাল পিটম্যান, ঝড়ের বেগে ফিরে এল দলের কাছে। ওর গলা রুক্ষ। 'আগে বাড়তে বলেছি আমি!'

সিগারেটে দম দিয়ে, চোখের ইশারায় অন্যদের দেখাল ক্রেইল। 'ওদের ইচ্ছে হলে ওরা যেতে পারে। কিন্তু আমি একটা বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত এক পাও এগোচ্ছি না।

থমকে গেল পিটম্যান। 'কত?' চাপা অথচ রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল।

'ডায়ায দশ দিচ্ছে, কিন্তু ওর ছেলে হারাবার ভয় নেই।'

'তো?'

'চান্সে আমি আপনাকে ঠুসকাচ্ছি না, মিস্টার পিটম্যান। আজ সকালের আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না ও সাবাডিয়া। জানলে আগেই ঝেড়ে দিতাম।'

'দিতে, ক্রেইল? আমার তা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস তুমি জানতে ও-ই সাবাডিয়া. পিস্তলকে ও যেভাবে খতম করেছে সেটা দেখার পর ভয় পেয়েছ।'

'ঠিক আছে, আপনার যা খুশি ভাবতে পারেন। ইতিমধ্যেই প্রচুর টাকা আমাকে দিয়েছেন আপনি। এখানেই আমি সরে দাঁড়াতে পারি–কারো কোন ক্ষোভ থাকবে না।'

'সাবাডিয়ার জন্য কত?'

'বিশ হাজার।'

ক্রেইল আর পিটম্যানের পেছনে অপেক্ষমাণ লোকগুলো শিস দিল সুর করে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'কেবল সাবাডিয়াকে শেষ করলে চলবে না–লুকাসকে ফেরত চাই আমি।'

বিশ হাজার, আপনার ছেলেকে জীবিত ফেরত আনব আমি–সূর্যাস্তের আগেই মরবে সাবাডিয়া।'

'আমাদের কী হবে?' প্রশ্ন করল একজন অশ্বারোহী।

'বিশ হাজার–যেভাবে খুশি ভাগ করে নাও তোমরা,' বলল পিটম্যান।

'তোমার কী মত, ক্রেইল? আমরাও থাকছি, নাকি তুমি একাই সামলাতে পারবে বলে ভাবছ?'

'বন্ধুগণ,' পমেলের গায়ে সিগারেটের গোড়াটা পিষে ফেলল ক্রেইল, চোখ এখনও পিটম্যানের দিকে, বলল, 'সূর্যাস্ত নাগাদ যে-ই টিকে থাকবে, সমান ভাগ পাবে।'

'তবে চল, ধরি গিয়ে শালাকে,' বলল আর একজন।

সতেরো

নিচের ক্যানিয়ন থেকে পৌনে দুশ ফুট ওপরে, পাহাড়ের গায়ে ভি-আকৃতির একটা ফাটল। এর একধারে আস্তানা গেড়েছে ওরা। কম্বল আর ছোট ছোট পাথরখণ্ড সাজিয়ে মাটি থেকে দুফুট উঁচু দেয়াল তুলেছে একটা, মাথার ওপরে কম্বলের শামিয়ানা। আশপাশে, পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে এটাই একমাত্র ছায়াঘেরা জায়গা যেখানে আশ্রয় নেয়া যায়। সবাই একসাথে রয়েছে ওরা, চেয়ে আছে নিচের দিকে, গিরিখাতে অবস্থানরত হিংস্র লোকগুলোর ওপর নজর রাখছে। শত্রু থেমে দাঁড়িয়ে জরিপ করছে ঢাল, দেখতে পেয়েছে ওরা, আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে নিজেদের মধ্যে।

কাছেই দূর্বা রয়েছে একজায়গায়, সেখানে ওরা নিজেদের ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রেখেছে, পানির ছিটা দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে নাক মুখ যেন শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে অসুবিধে না হয়। ওদের পানি আছে, গোলাবারুদ আছে, মাথার ওপরে ছায়া আছে। আর আছে সুবিধাজনক অবস্থান।

কিন্তু ওরাও স্থির। যদ্দিন পানি আছে, এখানে টিকে থাকতে পারবে; কিন্তু শেষপর্যন্ত, যদি পিটম্যান চায়, অপেক্ষার দৌড়ে ওদেরকে সে হারাতে পারবে।

'নির্ভর করছে ওর পানি আর রসদের ওপর,' টম্পসন বলল।

কর্টেয চুপ করে রইল।

'কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে আসবে,' বলল হ্যাপ। 'আমি হলে তা-ই করতাম।'

'সেটাই হবে ঠিক পদক্ষেপ,' কর্টেয বলল। 'কিন্তু আমার মনে হয় না সে ধৈর্য পিটম্যানের আছে।'

'ঢাল বেয়ে উঠে আসবে ওরা?' জিজ্ঞেস করল হ্যাপ, হাত বোলাচ্ছে কারবাইনের গায়ে।

'কয়েকজন কাছাকাছি এসে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে,' ব্যাখ্যা করল কর্টেয। 'তবে আমার ধারণা দু-একজন চেষ্টা করলে আমাদের সমান উঁচুতে পারবে উঠতে, ওখানে...'

ঠিক তক্ষুণি শুরু হলো ব্যাপারটা। ওদের মাত্র এক ফুট দূরে প্রথম গুলিটা পাহাড়ের গায়ে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা বুঝতে পারল ওরা এবার শার্পশুটারদের মুখোমুখি হয়েছে, ওদের মত সাধারণ মানুষ নয় এরা, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা কারবাইন নিয়েই কারবার, জীবন ধারণ করে এর ওপর নির্ভর করে, বাতাসের গতি, কোন্ দিকে বইছে, ট্র্যাজেক্টরি এসব বোঝে। মানুষ যেমন তার ঘোড়া বা নিজের হাতের রেখাকে চেনে, জানে–এরাও তেমনি বোঝে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রকে।

'বাঁয়ের ওই ন্যাড়া পাহাড়টার পেছনে একজন রয়েছে,' বলল হ্যাপ। 'এই যে, দেখাচ্ছি তোমাকে।' কারবাইন তুলে একটা গুলি ছুঁড়ল ও, ধুলো উড়ল কিছু।

'আমি দেখেছি ওকে।'
'ওপাশের ছায়াটার নিচে আর একজন আছে।'
'সাবধান। ওপরের ওই লোকটা কিন্তু খুব চালু।'
'একটু সর, হ্যাপ; আমি কাঁধ নড়াতে পারছি না।'
'সময় নিয়ে তুলে মারবেন,' শিখিয়ে দিল কর্টেয। 'আমরা ওপরে আছি, এটাই গুলিটা চাপিয়ে দেবে।'

'এরি মধ্যে আমার গুলি ফুরিয়ে গেছে–ধেত্তেরি–এখনও লাগাতে পারলাম না কাউকে।' আবার গুলি ভরতে শুরু করল হ্যাপ।

ধুলো, রোদ, গরম, গোলাগুলি–বিচিত্র এক প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে যুদ্ধের। টাশ্ শব্দে গুলি ফুটছে তারপর একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন। এভাবেই চলতে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর শুরু হলো অবিরাম গুলিবর্ষণ। ঠা-ঠা-ঠা-ঠা।

প্রত্যেকেই সজাগ, জানে অন্যরাও ঠিক এ-ই করছে। দু-তিনজনের একেকটা দল চেষ্টা করছে ভি-আকৃতির খাঁজের মাথায় চড়তে, ওপরে কারনিসে বসা লোকগুলো কিনার থেকে গুলি ছুঁড়ছে নিচের দিকে। উভয়পক্ষই গাল দিচ্ছে একে অন্যকে–নাগালের বাইরে বলে লাগাতে পারছে না, কিংবা নিশানা নড়ে যাচ্ছে, কোন বেমক্কা বাধা পড়ছে দৃষ্টিপথে।

বাতাসে মিশে চলাফেরা করা সম্ভব কোন মানুষের পক্ষে? বাউলি কেটে ওই পাথরটার কাছে যাও, দেখ ওরা তোমার দিকে সীসা ছোঁড়ে কি না···

'কুত্তার বাচ্চা! শালা, আর একটু হলেই দিয়েছিল আমাকে।'

ওপাশের ওই কারনিসটা থেকে সুবিধা পাওয়া যায় না? অসম্ভব, বাদ দাও, ওখানে পাথর আছে একটা, ওটাই আড়াল দিচ্ছে ওদের।

'অ্যাই, ক্রেইল! আমাকে কাভার দাও!'

কারবাইনের একপশলা গুলি বর্ষিত হলো কারনিস লক্ষ্য করে, পাথরকুচিতে মুখ মাথা একাকার হয়ে গেল ওপরের লোকদের।

'ধন্যবাদ।'
'না বললেও চলবে।'
'ট্যাটার! অ্যাই, ট্যাটার! কি, রক্ত বেরুচ্ছে?'
'ওই তিনজন এখনও চালিয়ে যাচ্ছে, না?'

খাবারের সন্ধানে দিশেহারা পিঁপড়ে যেভাবে ক্ষুদ্রতম ফাটলেও ঢুঁ মারে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে লোকগুলো ঢালের একপাশে অবস্থান নিল, রাইফেলের রেঞ্জ ও হাতের টিপ পরখ করবে।

'অ্যাই, ওপরের বেজন্মাটাকে আটকে রাখ, এই ফাঁকে পাছাটা একটু সরাই আমি।'

কারনিস লক্ষ্য করে বারটা বন্দুক গর্জে উঠল একযোগে, কর্টেয হ্যাপ আর টম্পসন চট করে নুয়ে ফেলল মাথা, পাহাড়ি খাদের কিনারে পিটম্যানের যে লোকটা আটকা পড়েছিল তাকে সরে যাবার সুযোগ করে দিল। ইচ্ছে করে লোকটাকে রেহাই দিল ওরা তা নয়, সময়মত হটে না গেলে পাথরকুচিতে নিজেদেরই চোখ মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত।

'রক্ত চাই আমি,' নিচু গলায় অন্যদের বলল টম্পসন। 'ওই গুহামুখে বসে আছে এক···'

কারবাইন তুলল ও, যত্নের সাথে তাক করল নিশানা, ধীরে ধীরে পেছনে টানল তর্জনী, রাইফেল গর্জে উঠল।

গর্জন, ক্রুদ্ধ শিস, এবং তারপর একটা আর্তচিৎকার। সবাই ঘাড় ফেরাল। লাল শার্ট, কুচকুচে কাল ভেস্ট পরনে এক লোক। উন্মুক্ত জায়গায় ঢালের ওপর উলটে পড়ল সে, গড়াতে গড়াতে চলে গেল নিচে–খতম।

বন্ধ হয়ে গেল গোলাগুলি। মৃত লোকটাকে দেখতে ঘুরে গেছে প্রতিটা চোখ।

খানিক বাদে থমথমে নীরবতার ভেতর থেকে জেগে উঠল একটি কণ্ঠ। 'কে?'

বিষণ্ণ উত্তর। 'ট্যাটার।'

'রক্তের স্বাদ পয়লা নিয়েছ তোমরা, কিন্তু আমরা নেব শেষটা!' চেঁচিয়ে উঠল আর একটা গলা। তারপর নিচ থেকে বৃষ্টির মত এলোপাতাড়ি গুলি ছুটে এল ওপরে। প্রায় আধঘণ্টা যাবৎ চলল এরকম–বন্ধুহত্যার প্রতিশোধের আগুনে খেপে উঠেছে।

কর্টেয যেমনটি আশা করেছিল, প্রায় দেড়ঘণ্টা পর লড়াইয়ের ছক সেভাবে রূপ নিতে শুরু করল। বিপক্ষের চোখে না পড়ে যতটা সম্ভব ওপরে উঠে এসেছে পিটম্যানের লোকজন। নিজেদের ক্যান্টিনসহ জাঁকিয়ে বসেছে ওরা, কেউ কেউ ছায়াচ্ছন্ন পাথর বা কারনিসের আড়ালে, আবার কেউ-বা নগ্ন সূর্যের নিচে, টুপি কপালের ওপর নামান, ব্যাণ্ডানা দিয়ে মুখ ঢাকা। মোটামুটিভাবে পরস্পরের গা ঘেঁসে বসেছে ওরা–বিপক্ষের তিন শার্পশূটারের নাগালের ঠিক বাইরে।

পরবর্তী একটা ঘণ্টা সবিরাম অথচ মেপে মেপে গুলি ছুঁড়ল ওরা, তারপর খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে হ্যাপ একজন এবং কর্টেয দুজনকে ঘায়েল করল।

উলটো ডিগবাজি খেয়ে একটা চলে গেল পয়লাজনের সঙ্গে মোলাকাত করতে। অন্যরা যেখানে ছিল সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

হঠাৎ আবার সেই গলাটা শোনা গেল উত্তপ্ত নীরবতার মাঝে। 'আরও একজন ভাগীদার কমে গেল, তাই না, বন্ধুগণ?' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'তোমার মাথার দাম ঠিক করা হয়েছে, মেক্স! বাঁচতে হলে আমাদের সবাইকে খতম করতে হবে–মনে হয় না তা পারবে।'

হ্যাপ নড়েচড়ে বসল। 'শালা বেজন্মা,' ক্ষিপ্ত সুরে বলে রাইফেলটা তাক করল ও। 'দেখতে পাচ্ছি না ব্যাটাকে, আর এককদম যদি এগোত···'

রাইফেলের কুঁদো আর একটু তুলল হ্যাপ, তারপর চোখ রাখল সাইটে।

'আংকল!' সাবধান করল কর্টেয। 'না–বসে···'

কিন্তু ততক্ষণে ডানের উঁচু একটা কারনিস থেকে গর্জে উঠেছে রাইফেল, উলটে পড়ল হ্যাপ, মুখ রক্তে মাখামাখি, কপালে ছোট্ট একটা গর্ত।

'সমান সমান, মেক্স!' বিকৃত স্বরে চিৎকার করে বলল কেউ একজন।

'আমাকে কাভার দাও, কর্টেয!' বলে মাটিতে বুক ঘষটে হ্যাপের দিকে এগোল টম্পসন। কিন্তু বৃদ্ধের কাছে ও পৌঁছুবার আগেই, দুজনেই জানে হ্যাপ বেঁচে নেই।

শোকে পাথর হয়ে গেল কর্টেয আর টম্পসন, নিজেদের আশু বিপদ সম্পর্কে আবার সচেতন হতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল ওদের। হ্যাপ, সদা-হাসিখুশি দিলদরিয়া

বৃদ্ধ, সবসময় কৌতুক করে কথা বলত, স্পষ্টবাদী, ন্যায় অন্যায় বোধ সম্পর্কে ওর জ্ঞান ছিল টনটনে। সম্ভাব্য পরিণতির কথা জেনেই লুফে নিয়েছিল চ্যালেঞ্জ, সেই সদাশিব বুড়োমানুষটাই ছেড়ে চলে গেছে ওদের। ব্যাপারটা মেনে নিতে দুজনেরই কষ্ট হচ্ছে। টম্পসনের চোখে পানি, যে মানুষটি বলতে গেলে একরকম হাতে ধরে এত ওপরে টেনে তুলেছে তাকে, সে-ই নেই। কৈশোরেই মা-বাবা দুজনকেই হারায় জো টম্পসন। স্বজন হারাবার বেদনা ওই বয়সে অনুভব করতে পারেনি ও-আজ পারছে-আজ টম্পসনের নিজেকে সত্যিকার অর্থে নিঃস্ব এতিম বলে মনে হচ্ছে।

কর্টেযের গলার কাছে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি দলা পাকিয়ে আছে। বুকটা খালি খালি লাগছে ওর। নির্বান্ধব মার্কিনপুরীতে ও-ই বৃদ্ধই সর্বপ্রথম কাছে টেনে নিয়েছিল ওকে-ওর বিপ্লবী চেতনার যথার্থ মূল্য বুঝেছিল। মাথা নত করে থাকে ওরা।

'মিস্টার টম্পসন?' লুকাস, চিত হয়ে শুয়ে আছে, গোলাগুলির আওতার বাইরে। 'মিস্টার টম্পসন, আ-আমি দুঃখিত। বুড়ো হ্যাপকে ভাল লাগত আমার। আমি দুঃখিত।'

'চোপ,' বলল টম্পসন। 'আমার তোমাকে কখনোই ভাল লাগেনি। তোমার পছন্দ অপছন্দ তোমার কাছেই থাক। হ্যাপকে ভালবাসতে একথা আর বল না-তুমি জানতেই না বেঁচে আছে ও।'

'জানতাম-গেল দুটো দিন...'

'চুপ কর, লুকাস,' ধমক লাগাল টম্পসন। 'আমার কয়েদী হিসেবে তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য, তেমন হলে নিজের প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব-কিন্তু হাশরের দিনে তোমাকে ছাড়ব না।'

'আচ্ছাত, স্যার...আমি সত্যিই দুঃখিত।'

ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল জো টম্পসন। গরমে পুড়ে গেছে চামড়া, ঘামে ধুলোয় চটচট করছে মুখ, চোখ গর্তে। টম্পসনের মনে করতে কষ্ট হলো এই সেই উদ্ধত বখাটে ছোকরা, যে বাপের টাকা আর ক্ষমতার দাপটে যা খুশি তাই করে বেড়াত। তবু মনে করতে পারল ও। হ্যাপের দিকে একনজর তাকাতেই লুকাসের প্রতি ওর নিদারুণ ঘৃণা দ্বিগুণ হয়ে জেগে উঠল আবার। 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। কেউই বুঝতে চায় না কারো মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী। খোদার যদি সত্যিই ইচ্ছে হয়ে থাকে মানুষকে দুঃখ কষ্ট দেবেন তিনি, তাহলে তোমার মাধ্যমে মোক্ষম অস্ত্রই পাঠিয়েছেন দুনিয়ায়।'

'সাবধান, শেরিফ। ওরা সাহসী হয়ে উঠছে। চেষ্টা করছে উঠে আসতে!' হাতের ইশারায় উলটোদিকটা দেখাল কর্টেয। একটা ছায়া লক্ষ্য করে রাইফেল ঘোরাল শেরিফ। তবে আদপে ওটা কোন ছায়া নয়-মানুষ।

গুলি করল ও। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা, বড় হলো ছায়া, একটা পা শূন্যে উঠে গেল, তারপর উলটে পড়ল পাথুরে ঢালের ওপর। 'পাঁচ,' চেম্বারে আর একটা কার্তুজ পাঠাতে পাঠাতে বলল টম্পসন।

নিচ থেকে বিপক্ষের অবিরাম গুলিবর্ষণে তালা লেগে গেল ওদের কানে, বারুদের গন্ধে বাতাস ভারি। মাটিতে মুখ গুঁজে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল কর্টেয আর টম্পসন।

বিরতির অপেক্ষায় রইল।

যখন ফের বন্ধ হলো গুলি, কারনিসের কিনারে আবার নিজেদের অস্ত্র রাখল ওরা, এবং এই লাগাতার গুলিবর্ষণের কারণটা দেখতে পেল। তিনজন লোক লাফিয়ে চলে এসেছে পঞ্চাশ কদম সামনে, আশ্রয় নিয়েছে কতগুলো পাথরের আড়ালে, বড়জোর ষাট ফুট দূরে। চমৎকার পজিশন। বলা চলে সেরা, এ অবস্থায় এর চেয়ে ভাল জায়গা পাওয়া সম্ভব নয় ওদের পক্ষে।

কর্টেয নিশ্চিত নয়, তবে ওর ধারণা ওই তিনজনের একজন ক্রেইল।

দুপুরের সূর্য প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে এখন। শ্বাসরোধী গরম নিচের লোকদেরকে মানুষের বদলে সূর্যের সঙ্গে লড়তে বাধ্য করছে। ওপরের বাসিন্দারা এখন বেশ খুশি। কম্বলের চাঁদোয়ার ভেতরটা চুলোর মত গরম-তবে ছায়ায় ঢাকা। আস্তে আস্তে পানিতে চুমুক দিচ্ছে ওরা। রাইফেলগুলো পরখ করে, গোলা-বারুদের মজুত হিসেব করল ওরা। তারপর শুকনো রুটি চিবাল। পা টিপে টিপে ঘোড়ার কাছে গেল কর্টেয, রুমাল ভিজিয়ে মুছে দিল ওদের নাক মুখের ধুলোবালু।

প্রায় দুঘণ্টা বাদে কারনিসের দিকে ছুটে এল একটা গুলি। তারপর আবার সবকিছু নীরব নিথর। অবশেষে একসময় পাটে বসল সূর্য, নভেম্বর আর এপ্রিলের মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ফলে যেসব গর্তে পানি জমেছে, গাঢ় ছায়া পড়ল সেসব জায়গায়।

'ঘোড়াগুলোর কী অবস্থা?' কর্টেয ফিরে এলে প্রশ্ন করল টম্পসন।

'মোটামুটি। স্ট্যালিয়নটা শক্তি ফিরে পাচ্ছে। আপনারটা এখনও কাহিল। লুকাস যে গ্রে-টায় চেপেছিল। সেটা চলতে পারবে।'

'টলোভার আর কতদূর, জান?'

'দেড়দিনের পথ...এই ঘোড়াগুলোর পিঠে।'

'ঠিক,' বলল টম্পসন। 'ভাবছি আমাদের আর একজন যদি ঘায়েল হয় কী অবস্থা হবে?'

'আমিও ভেবেছি কথাটা। সি।'

'বল?'

'একজনে টিকতে পারবে না বেশিক্ষণ।'

'তাই। সুতরাং অন্ধকার নামলেই ছেলেটাকে নিয়ে চলে যাবে তুমি-সেরা দুটো ঘোড়া নেবে।'

'আপনি বললে আমরা যাব, শেরিফ,' বলল কর্টেয, 'তবে সবাই একসঙ্গে।'

'আমি যা বলি তাই হবে,' চোয়াল চাপল টম্পসন। 'এখনও আমি তোমার বস।'

'সি।'

'আমাদের ওপর একটা গুরুদায়িত্ব রয়েছে।'

'সি।'

'তোমার ওই "সি-সি" থামাও তো, ছোকরা। আমার দিকে তাকাও। কেবল এভাবেই ছেলেটাকে টলোভারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমাদের একজন যদি ঘায়েল হয় এখন, শেষটাকে ছেঁকে ধরবে ওরা। শোন,' মাথা ঝাঁকাল টম্পসন, 'শটগানটা দিয়ে তুমি বা আমি দু-তিনজনকে শেষ করতে পারব-হয়তো চারজনকেও-তবু আরও থাকছে...'

'ওসব কথা বলে লাভ নেই, শেরিফ,' বলল কর্টেয।

'তুমি কি আদেশ অমান্য করছ?'

'সি।'

'জানতাম,' বলে কিনারার দিকে ঘাড় ফেরাল টম্পসন, ছায়াগুলো জরিপ করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। 'তাহলে অন্ধকার নামলেই রওনা হচ্ছি আমরা–সবাই।'

'আপনার যা ইচ্ছা, শেরিফ,' বলল কর্টেয, ছায়ার অবস্থান বিচার করছে সে-ও, একটা নড়াচড়ার আভাস পেয়ে গুলি ছুঁড়ল একবার। 'আঁধার হলেই।'

'ওদের একটাকে নিকেশ করেছি আমরা,' আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে পিটম্যানকে জানাল ক্রেইল। 'তবে ওরা এখনও কারনিসটা দখলে রেখেছে। এবার আর একটা কথা শুনুন। আমি হলে, অন্ধকার হওয়ামাত্র পালাতাম।'

একটা পাথরের পেছনে পিটম্যান দাঁড়িয়ে, চোখ তুলে রিমরকের প্রান্ত বরাবর তাকাল, কোন মন্তব্য করল না। 'এখন আর কজন আমাদের সাথে আছে,' খানিক পর জিজ্ঞেস করল সে।

'আট, আপনাকে আমাকে ধরে,' বলল ক্রেইল।

'এভাবে আর চলতে দিতে পারি না আমি,' বলল পিটম্যান। 'পুরস্কার বাড়াচ্ছি। পঁচিশ হাজার।'

ঠোঁটজোড়া গোল করে শিস বাজাল ক্রেইল। 'শুনতে ভারি মিষ্টি, মিস্টার পিটম্যান।'

ঘাড় ফিরিয়ে তরুণ বন্দুকবাজের দিকে তাকাল স্যাল পিটম্যান। 'ধর একজন কেটে পড়ল লুকাসকে নিয়ে, অন্যজন পেছনে রইল, ও কতক্ষণ টিকে থাকবে একলা?'

'জবরদস্ত লুড়য়ে হলে, নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না।'

'যদি আমরা চড়াও হই? সবাই–একসাথে?'

'পেছনের লোকটা যদি আমাদের জো টম্পসন হয়, ওই শটগানটার সাহায্যে, তা তিন চারজনকে তো ঝাড়তে পারবেই।'

মুচকি হাসল ক্রেইল। 'তবে এটা থেকে বাঁচারও উপায় আছে একটা।'

'কী করে?'

'কেন, আমাদের মধ্যে জনাচারেককে নিয়ে এখুনি রওনা হয়ে যাব আমি–বা আর একটু আঁধার হলেই–পাশ কাটিয়ে যাব ওদের। মাইল দশ বার গিয়ে পথের পাশে ওত পেতে বসে থাকব।'

'ওরা পা দেবে ফাঁদে?'

'আমি হলে দিতাম–সন্ধ্যা ঘুরলেই রওনা হতাম আমি। অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাওয়া মুশকিল। আমাদের চেয়ে ওদের সুবিধে বেশি, কোনমতে টিকে থেকে টলোভারে পৌঁছুতে পারলেই হলো–আমাদের সেক্ষেত্রে ঘায়েল করতে হবে শত্রুকে...'

অনুচরদের মাথার ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে কটমট করে তাকাল পিটম্যান। 'তুমি কাজের লোক, ক্রেইল,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে। 'তোমার পঁচিশতম জন্মদিনটা যদি পার করতে পার, বিরাট ধনী হবে তুমি, বোধহয় বাঁচবেও অনেকদিন।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

'পুরোপুরি অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত নড়বে না ও,' বলল পিটম্যান। 'আমি ভাবছি পেছনে থাকবে কে।'

'আমি জানি,' আমুদে গলায় বলল ক্রেইল।

'কে?'

'আমার বরং না বলাই ভাল। তবে কিছু কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে আমার জানাশোনা বেশি–অনুমান করতে পারি। বুঝলেন, ওরা এখন যার যার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে। আমি নিশ্চিত, কারণ আমিও ঠিক–'

পিটম্যানের কণ্ঠ রুক্ষ। 'তোমার মত লোক আবার কী বিশ্বাস করে, ক্রেইল?'

স্যাল পিটম্যানের চোখে চোখ রাখল ক্রেইল। জ্বলছে ধক ধক করে। সামান্য ঠোঁট ফাঁক করল ও। গলার ভেতর থেকে উঠে এল একটিমাত্র শব্দ, 'আমাতে।'

শিগগিরই গোধূলি আবীর ছড়াল আকাশে, তার পেছনে হাত ধরে এল রাত। মরুভূমির নিশাচর প্রাণীরা শিকারের সন্ধানে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল গোপন আশ্রয় ছেড়ে। কিন্তু ওরা জানে না প্রাণীকুলের শ্রেয়তর সংস্করণ, আদমসন্তানরাও এমুহূর্তে ঠিক তা-ই করছে।

রাত। কর্টেযরা প্রস্তুতি নিচ্ছে পালাবার। পিটম্যানের জনাকয়েক লোকের অবস্থান টের পেয়ে, লিভাররাইটখানা দাগতে শুরু করল টম্পসন।

বুম! বুম! রিলোড করে আর একদফা। বুম! বুম!

প্রায় তিন মাইল দূর থেকে শটগানের গর্জন শুনতে পেল ক্রেইল পিটম্যান এবং ওদের অপর তিন সঙ্গী। রাশ টেনে পেছন ফিরে তাকাল ওরা, কান পাতল।

'মেক্সকে পালানর পথ করে দিচ্ছে,' উৎফুল্ল সুরে বলল ক্রেইল।

'ছেলেটাকে নিয়ে এখন যেকোন মুহূর্তে এসে পড়বে ও। এইবেলা আমাদের কোথাও গা ঢাকা দেয়া উচিত। তারপর ওরা এলেই, পিস্তলেরোকে,' ট্রিগার টেপার ভঙ্গি করল জল্লাদ, 'ঠুশ্।'

ঘোড়ার পাঁজরে গুঁতো মারল ক্রেইল। 'চল, বেটা। শিগগিরই আমরা বিশ্রাম নিতে পারব। শি-গ্-গির-ই।'

ওদিকে পেছনে, লুকাসকে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ঘোড়ার কাছে নিয়ে এল কর্টেয আর টম্পসন। বন্দীকে তার গ্রে-র পিঠে তুলে দিল ওরা, তারপর রওনা হলো অন্ধকারের মধ্যে।

দুঘণ্টা পর। টম্পসন পুরোভাগে, পেছনটা সামলাচ্ছে কর্টেয। ওদের মাঝখানে লুকাস পিটম্যান। অল্প কিছুক্ষণ আগে পাহাড়ি প্রান্তর ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, এখন ছুটছে পুরোদমে।

হঠাৎ টাশ্ করে শব্দ হলো একটা–মাত্র একটি–জো টম্পসন নেতিয়ে পড়ল স্যাডলের ওপর, গুলি লেগেছে বুকে। বিদ্যুৎগতিতে লুকাসকে পাশ কাটিয়ে শেরিফের পাশে চলে এল কর্টেয, ধরতে যাবে এমন সময়ে কাত হয়ে টম্পসন পড়ে গেল মাটিতে।

চোখের পলকে ডাইভ দিল কর্টেয, ছোট্ট একটা গড়ান দিয়ে উঠে বসল

টম্পসনের পাশে, আঙুল নেড়ে বোঝার চেষ্টা করছে জখমটা কোথায়। পেল, বুকের বাঁ দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল জো টম্পসন মারা গেছে। পকেট হাতড়ে জাজ গ্রেসনের নির্দেশনামাটা বের করল ও।

চোখের কোণে ডানদিকে একটা নড়াচড়ার আভাস পেতেই পাঁই করে ঘুরল কর্টেয, রিভলভার উঠে এসেছে হাতে। লুকাস পিটম্যান। অশরীরী স্বর কর্টেযের গলায়; যেন অন্য কোন লোক কথা বলছে; এতক্ষণের সহজ কোমল ভাব, যার সাথে লুকাস পিটম্যান পরিচিত, দূর হয়ে গেছে। চাবুক ঘোরানর মত হিস্‌হিস্ আওয়াজ। 'বাছা, যদি একটুও নড়াচড়া কর, তোমাকে খুন করব আমি,' বলে কাগজটা পকেটে রাখল কর্টেয।

তারপর একলাফে ফিরে গেল স্ট্যালিয়নের পিঠে, লুকাস পিটম্যানের ঘোড়ার লাগামটা চেপে ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে স্পারের খোঁচা মারল স্ট্যালিয়নের পাঁজরে, লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা। পেছন থেকে একপশলা বুলেট উড়ে এল ওদের দিকে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে আঘাত হানল।

অন্ধের মত ছুটল ও, ট্রেইল খুঁজে নেবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে স্ট্যালিয়নের ওপর, মুহূর্তের জন্যেও ঢিল দেয়নি লুকাসের ঘোড়ার লাগাম।

পেছনে, আধো অন্ধকারে নিজেদের ঘোড়ার দিকে ছুটে গেল পিটম্যান ও তার বাহিনী।

'এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা, মিস্টার পিটম্যান,' ক্রেইল বলল।

যাত্রাপথে জো টম্পসনের ভূলুণ্ঠিত লাশের ওপর একনজর দৃষ্টি ফেরাল স্যল পিটম্যান। একটু আনমনা হয়ে গেল ও। জো টম্পসন করিৎকর্মা লোক ছিল, সৎ, পিটম্যান জানে, আমৃত্যু টলেনি নিজের বিশ্বাস থেকে।

ওর ঘোড়া হোঁচট খেল একটা কিছুতে বেধে। নিচের দিকে তাকাল পিটম্যান, আঁধারে দেখতে পেল না জিনিসটা, পরক্ষণে উপলব্ধি করল কী হতে পারে–টম্পসনের লিভাররাইট, যেটা নিয়ে গর্ব করত ও, সাফ রাখত সবসময়, এখন নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে মাটিতে···

একটা আতঙ্কিত পশুর চিৎকার বর্তমানে ফিরিয়ে আনল ওকে। আবার ভেসে এল দুর্বল ক্ষুদ্র জীবটার আর্তনাদ–তারপর ঝোপের ভেতর ঝটপট আওয়াজ।

ঝট করে হাড়ের বাঁট লাগান পয়েন্ট ফোর ফাইভটা বের করল স্যল পিটম্যান, গুলি ছুঁড়ল ঝোপ লক্ষ্য করে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে গাছপালার ভেতরে নিয়ে গেল ও, তল্লাশি চালাল মাটিতে।

তারপর র‍্যাটল স্ন্যাপের কট কট আওয়াজ শুনতে পেল পিটম্যান, খুঁজে বের করল ওকে। ঘোড়ার আচমকা অনুপ্রবেশ আর গুলিতে বাধা পড়েছিল সাপের মনোযোগে, সেই অবসরে তার শিকার পালিয়েছে। আবার গুলি করল পিটম্যান, কুণ্ডলী পাকান সাপটার ওপর খালি করল রিভলভারের চেম্বার।

পিটম্যানের পাশে চলে এল ক্রেইল, হাতে অস্ত্র উদ্যত। 'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ও। তারপর সাপটার ওপর চোখ পড়তে রিভলভার হোলস্টারে পুরল।

'সবকিছুতেই ভূত দেখছেন, না, মিস্টার পিটম্যান,' হাতের পিঠে সর্দি মুছে স্বভাবসিদ্ধ ঠাণ্ডা গলায় বলল ক্রেইল।

'চল, কাজ সেরে ফেলি,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল পিটম্যান।

'জি, স্যার।'

দেড় ঘণ্টা পর পথের পাশে লুকাসের ঘোড়াটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল ওরা। চলার শক্তি নেই। আর একটু সামনে, সাবাডিয়ার স্ট্যালিয়ন, জিনমুক্ত, চামড়ার লাগামটা ঝুলছে শিথিলভাবে, হাঁপাচ্ছে, ঘাড় প্রায় মাটিতে ঠেকেছে।

ওরা এখন উন্মুক্ত সমতল প্রান্তরে রয়েছে। এখানে সেখানে আগাছা, মেসকিট ঝোপ। নিশ্চয়ই অদূরের ওই ঝোপগুলোরই কোন একটায় আশ্রয় নিয়েছে সাবাডিয়া, খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি।

'ছড়িয়ে পড়!' হুকুম দিল পিটম্যান। 'বৃত্ত তৈরি কর একটা। একশ গজ পরপর দাঁড়াবে।'

রচিত হলো বৃত্ত। পিটম্যানের নির্দেশে, এগোতে শুরু করল ওরা।

আঠারো

অল্পক্ষণের মধ্যেই, পাহাড়ে যাদের রেখে আসা হয়েছিল তারাও এসে যোগ দিল বৃত্তে। ভোর নাগাদ সাবাডিয়ার অবস্থান খুঁজে বের করল ওরা। যখন সূর্য উঠল সম্পূর্ণ একটা বৃত্ত রচিত হয়েছে, সাবাডিয়াকে ওরা আটকে ফেলেছে জালের মধ্যে।

একজন একজন করে, বন্দুকবাজরা চেষ্টা করছে এগোতে, কিন্তু প্রতিবারই ওর অব্যর্থ শূটিং আর মরিয়া প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। চারপাশ থেকে সবাই মিলে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা আঁটল ওরা, কিন্তু যখন ওর গুলিতে খুলি উড়ে গেল ওদের একজনের, খ্যামা দিল সে প্রচেষ্টায়।

একরাশ পাথরস্তূপের মাঝখানে অবস্থান নিয়েছে সাবাডিয়া। সামনের ঘন মেসকিট ঝোপের আড়াল থাকায় দেখা যাচ্ছে না ওকে।

'যে ওকে মারতে পারবে, তার জন্যে আরও পাঁচ হাজার ডলার,' ঘোষণা করল পিটম্যান। 'জানিয়ে দাও সবাইকে।'

রাষ্ট্র হয়ে গেল খবরটা। তারপর একটা প্রশ্ন উঠল। 'এ পর্যন্ত যে টাকার অফার দেয়া হয়েছে, এটা কি তার বাইরে?'

'হ্যাঁ,' বলল পিটম্যান।

নিরাপদ অবস্থান থেকে পরিস্থিতি জরিপ করছে ক্রেইল। পুরস্কারের ঘোষণাটা ওর কানেও পৌঁছেছে। এখন সাবাডিয়াকে ধরবার চেষ্টা আর আহত পাহাড়ি সিংহকে ধরা এক কথা–বরং বিপদের মাত্রা দ্বিগুণ।

'পাঁচ হাজার ডলার,' হফ নামের এক লোক জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই,' বলল পিটম্যান।

'আমি চেষ্টা করব,' বলল হফ।

হফ বেশ তাগড়া জোয়ান। পরনে বাকস্কিন। নিজের কারবাইন আর রিভলভারটা

পরখ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল ও, ইণ্ডিয়ান কায়দায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোল হাইড আউটের দিকে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে অন্যরা, বিস্ফারিত চোখে লক্ষ্য করছে ওকে।

মেসকিট ঝোপ বরাবর অর্ধেকটা পথ পাড়ি দিল ও, এপর্যন্ত এতটা আর কেউ আসতে পারেনি, তারপর উঠে বসল উবু হয়ে, কারবাইনের বাঁট কাঁধে ঠেকান, চোখ সাইটে।

কর্কশ শব্দে গর্জে উঠল মেসকিট ঝোপের কারবাইনটা। ট্রিগার টানতে পারবার আগেই পটল তুলল হফ।

স্যাল পিটম্যানের দীর্ঘকায় পেশীবহুল রক্তচক্ষু অবয়বটা এবার ঘুরল অন্যদের দিকে। ওর চোখের তারায় আগুন। 'আর কে?'

কেউ নড়ল না।

'দশ হাজার–একা–যে মারতে পারবে ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল পিটম্যান।

তবু, নড়ল না কেউ।

সবচেয়ে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে এগোবার প্রয়াস পেল ওরা। ঝোপের ভেতর বসা লোকটা অর্ধেক পথ এগিয়ে আসতে দিল ওদের, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় এক এক করে গুলি করল ঘোড়াগুলোকে। প্রাণভয়ে বড় বৃত্তের নিরাপদ দূরত্বে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল প্রতিপক্ষ।

ইতিমধ্যে আকাশে শকুনের আনাগোনা শুরু হয়েছে, বিরাট শক্তিশালী ডানা মেলে নিঃশব্দে বিলি কাটছে অলসচক্রে, জানে সামনে খাবার সুনিশ্চিত।

পিটম্যানের লোকেরা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে সাবাডিয়াকে কাবু করবার একমাত্র উপায় ধৈর্য ধরে বসে থাকা। তারপর মওকা বুঝে একসময় এগিয়ে যাবে কেউ একজন, অগাস্টের খটখটে মেসকিট ঝোপে ছুঁড়ে দেবে জ্বলন্ত মশাল।

লকলকে জ্বলন্ত মশাল হাতে একজন ঘোড়সওয়ারকে পাঠাল ওরা। গর্জে উঠল রাইফেল। ঘোড়াটা হোঁচট খেল, আরোহী ছিটকে পড়ল পিঠ থেকে। হাত ফসকে মশালটা পড়ে গেল আর একদিকে।

নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে বুকে হেঁটে রওনা হলো লোকটা, পিটম্যান আর তার বাহিনী কাভার দিচ্ছে ওকে। কিন্তু একটু আগেভাগে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল ওরা, সেই সুযোগে সাবেক মশালধারীকে ঘায়েল করল কর্টেয।

মাঝরাত নাগাদ আর একদফা চেষ্টা করল দুজন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল, সাঁড়াশি আক্রমণ চালাচ্ছে দুপাশ থেকে। উদ্দেশ্য, ঝোপের লোকটা যখন গুলি করবে একজনকে, রাইফেলের ঝলক থেকে ওর অবস্থান আন্দাজ করতে পারবে অপরজন, এবং কাবু করবে ওকে।

কিন্তু ওদের ইচ্ছা পূরণ হলো না।

ওদেরকে মেসকিটের কিনার অবধি আসতে দিল কর্টেয, তারপর ওর চাবুকটা ব্যবহার করল। রণে ভঙ্গ দিয়ে বড় বৃত্তের উদ্দেশে ছুটে পালাল একজন, হাত মুখ নিঃশব্দ ক্ষুরধার ফলার আঘাতে কেটে গেছে। দ্বিতীয়জন উঠে দাঁড়াল, এও আহত, ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছু হটল।

তবে ওকে কাবু করবে ওরা। এব্যাপারে সবাই নিশ্চিত। মেসকিট ঝোপের

লোকটা দক্ষ, ওদের জানামতে সবচেয়ে চালু; ওরা জানে ও-ই সাবাডিয়া, তবু ঘায়েল ওকে হতেই হবে।

পাঁচজন অবশিষ্ট রয়েছে এখন: স্যাল পিটম্যান, স্যাম ক্রেইল, ডবল পি র‍্যাঞ্চের র‍্যামরড, ডার্ক নামের এক লোক এবং আর একজন অশ্বারোহী। আহত লোকটা পড়ে আছে মাটিতে। চাবুকের আঘাতে হাত মুখ ক্ষতবিক্ষত। ওর পরনের শার্ট ছিঁড়ে পট্টি বাঁধা হয়েছে জখমগুলোতে। ফলে, লড়াই করবার মত অবস্থায় রয়েছে চারজন।

হোক, তবু রক্ষে নেই কর্টেযের। চূড়ান্ত মোকাবেলা শুরু হবে যখন সূর্য দেখা দেবে পরিপূর্ণ তেজে, ঝলসে মারবে ঝোপের লোকটাকে।

দুপুরবেলায় হাইড আউটে অসহ্য হয়ে উঠল সূর্যের তাপ। উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে সাবাডিয়া। গোটা রাত ওভাবেই ছিল সে। ঘাম আর কাদায় লেপটে আছে মুখ, রাতের অন্ধকারে ঝোপের ভেতর এলোপাতাড়ি চলাফেরার ফলে কেটে ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। এখনও লড়াই করতে পারবে হুয়ান কর্টেয। তবে ও জানে, শিগগিরই আসবে সেই বহু-প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি।

দিবাভাগের প্রচণ্ড উত্তাপ কাটতে দেরি আছে ঢের, তার ওপর পানি নেই। ওটাই চরম পরীক্ষা। পানির অভাব।

লুকাস পিটম্যানের দিকে তাকাল ও। চিত হয়ে শুয়ে, নীরব, হাতকড়া রয়েছে এখনও, মেসকিট ঝোপের ভেতরের দেয়ালটা দেখছে ঠায়, জিভ ফোলা, চোখ লাল এবং প্রায় বুজে এসেছে। 'সিনর, এসবের কোন মূল্য আছে তোমার কাছে?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

'কী?'

'তুমি যাতে ন্যায় বিচার পাও সেজন্য লড়াই?'

লুকাস পিটম্যান জবাব দিল না। চোখ বুজল।

একঘণ্টা বাদে ফের হামলা করল ওরা। মাঝপথে শয়তানের মত উদ্বাহু নৃত্য করছে তাপ তরঙ্গ, এমনভাবে যেন রান্নাঘরের চুলো থেকে উঠছে। গরম, ধুলোবালু আর নিদ্রাহীনতায় ঘোলা হয়ে এসেছে সাবাডিয়ার দৃষ্টিশক্তি।

উঠে বসল সে। ওরা চারজন। ছড়িয়ে পড়েছে, এগোচ্ছে উবু হয়ে, হাতে অস্ত্র তৈরি।

নিজের রিভলভারটার দিকে তাকাল সাবাডিয়া।

দুটো কার্তুজ।

লম্বা করে শ্বাস টেনে চেপে রাখল ও। পয়েন্ট ফোর ফাইভটা স্থির করে রাখল এক হাতের ওপর, সবচেয়ে কাছের লোকটার উদ্দেশে তাক করল নিশানা। লোকটা কে, বলতে পারবে না ও; শুধু একটা আবছা অবয়ব ধরা পড়ছে ওর চোখে।

গুলি করল ও। কাঠামোটা টলে উঠে লুটিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় অবয়বটির দিকে ঘুরল সাবাডিয়া। এখন ওরা দৌড়ে আসছে ওর পানে–একটা কার্তুজ–তিনজন লোক। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না সে।

একজনকে বাছাই করল কর্টেয, পয়েন্ট ফোর ফাইভটা তুলে গুলি করল। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা, বালুর ওপর হাত পা ছুঁড়ে খাবি খেল বার

কয়েক–তারপর স্থির হয়ে গেল।

এবার বাকি দুজন ছুটে আসছে–চল্লিশ ফুট দূরে–ত্রিশ–বিশ–

আসছে মৃত্যু।

হুয়ান কর্টেয, সাবাডিয়া, চোখ বুজল। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবে সে। নড়বার শক্তি নেই ওর। অপেক্ষা করবে সে, কৃতিত্বটা নেয়ার সুযোগ দেবে ওদেরকে। সব শেষ–এখন ওর কাছে সবকিছু মূল্যহীন।

তারপর, সহসা, ওর অবসন্ন মনের কোন এক গহিন কোণে জ্বলে উঠল আগুনের ফুলকি, মুহূর্তে অতীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল ওকে, হাজার হাজার মাইল পেছনে চলে গেল সে–মুখোমুখি হলো ফেডারেল সেনার, এগিয়ে আসছে ওর দিকে, যেমন এখন আসছে ওই দুজন।

চলতে শুরু করেছে ও। নিজেই জানে না চলছে সে, তবু ঠিকই চলছে, কারো নাম ধরে ডাকছে ও–এটা অবশ্যি বুঝতে পারছে, সে ডাকছে কাউকে–

'জর্জ–জলদি! লুই–এদিকে! লুতেরো–লুতেরো!'

মেসকিট থেকে বেরিয়ে এল ও, উর্ধ্বাঙ্গ নাঙ্গা, উঠে দাঁড়াচ্ছে কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে, চিৎকার করছে।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে ক্রেইলকে বলল পিটম্যান, ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল ও, গুলি করল।

আধপাক ঘুরে, তিনবার ফায়ার করল ক্রেইল। তারপর ওর গলায় একটা অদ্ভুত জ্বালা অনুভব করল ও–মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে ওকে। এই গরমে মরু ভূমিতে মৌমাছি? ব্যাপারটা বিস্ময়কর ঠেকল ক্রেইলের কাছে–পরমুহূর্তে সামনে দাঁড়ান লোকটাকে দেখতে পেল ও, রক্তে ভিজে যাচ্ছে শার্ট।

আবার হাত ঘুরিয়েছে লোকটা। ফের মৌমাছি হুল ফোটাল ওকে। অবাক কাণ্ড!

'মাগো!' চেঁচিয়ে উঠল স্যাম ক্রেইল, মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। ও জানতেও পেল না ওর গলা পরিষ্কার দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, আদপে কোন কথাই বলেনি সে, কেবল ভেবেছিল ওই শব্দটা...মারা যাবার আগে।

উপুড় হয়ে পড়ে গেল সাবাডিয়া। ওর কাঁধে এক ইঞ্চি ব্যবধানে স্যাম ক্রেইলের দুটো বুলেট আঘাত হেনেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক, পেট।

এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল স্যাল পিটম্যান। হুয়ান কর্টেযের নোংরা একহারা ক্ষতবিক্ষত দেহটা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখছে।

টলতে টলতে দুকদম এগোল সে, পড়ে গেল সাবাডিয়ার পাশে। বহুকালের বিশ্বস্ত সাথী হাড়ের বাঁট লাগান পয়েন্ট ফোর ফাইভটা উঁচু করল পিটম্যান।

'কড়ায় গণ্ডায় পাওনা চুকিয়ে দেব! শালা মেক্সিক্যান দোঁ-আশলা বেজন্মা!' চিৎকার করে বলল সে। 'নে, এবার মর!'

'পিটম্যান!'

তড়িতাহত লোকের মত ছিটকে একপাক ঘুরল স্যাল পিটম্যান। অশ্বারোহীদের দিকে তাকাল বোকা বোকা দৃষ্টিতে। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে বাধছে পিটম্যানের। ওকে ঘিরে ফেলেছে কয়েকজন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার, ওদের রাইফেলের নিশানা সে।

'পিটম্যান, ট্রিগার টিপলে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব তোমাকে। ফেলে দাও!'

মার্শাল মাইক লোরেন। দীর্ঘ পথচলায় ধূলিমলিন বেশ। ঘোড়া থেকে নেমে পিটম্যানের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

'জো টম্পসন যদি মারা গিয়ে থাকে,' দাঁত দাঁত পিষে পিটম্যানকে বললেন মার্শাল, 'আমি নিজের হাতে তোমার ট্র্যাপ ডোরের দড়ি কাটব।'

হঠাৎ ডাল ভাঙার শব্দ হলো। সবকটা চোখ ঘুরে গেল ওদিকে। দেখল টলতে টলতে মেসকিট ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে লুকাস পিটম্যান। সাবাডিয়ার দিকে চোখ নামাল ও।

'ও–ও–কি–মারা গেছে?'

'সময়মত টলোভারে নিয়ে যেতে পারলে, হয়তো বেঁচে যাবে,' এক লোক ঝুঁকে পরীক্ষা করছিল হুয়ান কর্টেযকে, বলল মুখ তুলে।

'তুমি লুকাস পিটম্যান?' লোরেন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'জো টম্পসন কোথায়?'

বিড়বিড় করে বাপকে গাল বকল লুকাস। 'খুন করেছে আমার বাবা। অন্ধকারে–আড়াল থেকে।'

তারপর বাপের মুখে থুতু ছিটাতে চেষ্টা করল লুকাস পিটম্যান। 'তুমি আমার চেয়েও নীচ, খুনী...'

মাটিতে পড়ে গেল ও।

লাশগুলোর দিকে চোখ ফেরালেন লোরেন। 'খোদা! সব নেকড়ে এক একটা। দ্যাখ!'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন মার্শাল লোরেন, পিটম্যানকে চড় মারতে গিয়েও শেষমুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে।

'ক্যাম্প কর,' রাগ সামলে বললেন তিনি। 'ওকে দূর কর আমার চোখের সামনে থেকে–না হলে হয়তো পিটিয়েই মেরে ফেলব।'

উনিশ

অক্টোবরের কোন এক সকাল। শান্ত সুশীতল পরিবেশ। মার্শাল লোরেন আর হুয়ান কর্টেয রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কাঠের ফুটপাতে পা রাখল। রেস্তোরাঁ বিল্ডিংয়ের কোনা ঘুরে আস্তাবলের দিকে এগোল ওরা।

কর্টেযের বাঁ হাতটা এখনও স্লিংয়ে বাঁধা, কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই, পুরোপুরি অকেজো হয়ে যাবে না। আপাতত কিছুদিন সামান্য আড়ষ্ট থাকবে, ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন, আস্তে আস্তে সেটুকুও সেরে যাবে সম্পূর্ণ। কর্টেযকে দেখতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল প্রভুভক্ত স্ট্যালিয়ন, চিঁহি রব করল আনন্দে।

'তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে এখন,' বললেন মার্শাল লোরেন। 'বাউন্টি কিলাররা

পিছু নেবে। পিটম্যান ক্ষমতাবান লোক ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল কর্টেয।

'যা ভাবছ তত সহজ হবে না ব্যাপারটা। সবসময় পালিয়ে বেড়াতে হবে তোমাকে। কী করবে ভেবেছ কিছু?' স্ট্যালিয়নের পিঠে স্যাডল চাপাতে শুরু করলেন মার্শাল লোরেন। আস্তাবলের খুঁটিতে হেলান দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছে কর্টেয।

'পালাতেই হবে মনে হচ্ছে,' মৃদু গলায় বলল ও।

'দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

ঘাড় নাড়ল কর্টেয। 'নাহ্, ও পাঠ চুকে গেছে!' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে।

'তাহলে সবসময় আইনের পথে থেক, বাছা। ঘুমাবার সময়েও খোলা রাখবে একটা চোখ।'

'সি।'

'আমার এখানে একটা চাকরি তোমাকে দিতে পারতাম আমি, কিন্তু তুমি শেষপর্যন্ত থাকবে না, আমি জানি। তাছাড়া এতে খুব একটা লাভও হবে না–তোমার উপস্থিতি যখন ফাঁস হয়ে গেছে।'

রেকাবে পা রেখে স্যাডলে চাপল কর্টেয। স্ট্যালিয়নটাকে নিয়ে এল বাইরে নিষ্কলুষ পরিবেশে। নাক ঝাড়ল স্ট্যালিয়ন। স্প্যানিশ ভাষায় ওর কানে কানে কথা বলল কর্টেয, মাথায় গলায় হাত বুলিয়ে আদর করল। অনেকদিন পর আবার মাথা নুয়ে প্রভুর আদর কাড়ছে জানোয়ারটা।

'আমাকে যেতে হয়,' বলল কর্টেয।

'আর একটা কথা,' বললেন লোরেন, 'কানাঘুষা শুনেছি, ফাঁসিকাঠে চড়ার আগে পিটম্যান নাকি তার লোকদের বলে গেছে তোমাকে যদি কেউ মারতে পারে তবে তাকে যেন পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হয়।'

'শুনেছি।'

'তোমাকে বোধহয় পথে পথেই থাকতে হবে বাকি জীবনটা।'

'জানি,' কর্টেয বলল। 'আডিওস, সিনর।'

'আডিওস, সাবাডিয়া।'

তাহলে, জর্জ, লুতেরো, লুই–লড়াই তবে থামেনি, না?

চলবার সম্ভাবনাই বেশি।

হ্যাঁ, অনন্তকাল।

***